চীন ভ্রমণ

ডাক্তার শ্রীইন্দুমাধব মলিক এম. এ. বি. এল

প্রণীত।

Published by

S. C. MAZUMDAR

20. FENWICKS BUNGALOW

CALCUTTA.

1906.

All rights reserved.
Printed by J. N. Bose.

Wilkins Press, 28 Beadon Row, Calcutta.
ভূমিকা।

যেদিন প্রথম কাহারও চিড়ি, আমার শরীর ও মনের অন্যান্য বড় খারাপ ছিল। দিনকাল মাত্র সমুদ্র থাকিয়। অনেক কষ্ট নিয়ে করিয়াছিলাম। সে সকল দেশ দিয়া পিছাই সেখানে যাহা যাহা দেখিতে নোট বহিতে লিখিয়া রাখিতাম, পরে পড়িয়া নিজেই আমার পাঠের বলিয়া।

যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি, সেই সকল হইতেই লিখিলাম। প্রথমে অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারা-বাহিকরূপে বঙ্গবাসীরে প্রকাশিত হয়। পরে সাহিত্য ভারতী প্রক্ষেপ কাগজ আরও চিঠি হয় নয় সমক্ষে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে অনেক গুলিই এই পুস্তকে একত্রে সম্প্রদায় করিয়াছি।

যাহা লিখিয়াছি তাহা ছাড়া আরও অনেক আমার লিখিত ছিল। পুস্তক বড় হইতে বলিয়া লিখিলাম না। সময়ের লিখিত এই গুলি দেশ দেশ আল দিয়া কাজ নয়। অবলি যাহা সংগঠন করিয়াছি যতদূর সম্প্রদায় হইয়া লিখিলাম। তবুও কত স্থানে কত ব্যাপারে পারে।

পরে আমি একবার ভারতবর্ষেরই নানা দেশ বেড়াইতে বাছি হইয়াছিলাম—কিন্তু এই আমার প্রথম সমুদ্র যাহা। দেশ জন্ম আমার এই তাল লাগে নে আবার অর্থ সংগ্রহ ও সুবিধা করিতে পারিলেই এই। শ্রুতি শরীর তাল হওয়া নহে—কত জানালাই হয়, কত চোঁদ ফুটে, অতি বৃহৎ পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিয়া আমাদের কুম
Printed by J. N. Bose.

Wilkins Press, 28 Beadon Row, Calcutta.
ভূমিকাঃ

যেদিন প্রথম জাহাজে চড়ি, আমার শরীর ও মনের অর্থহ্রাস বৃহৎ খারাপ ছিল। দিনকয়ক মাত্র সমুদ্রে থাকিয়া অনেক ক্ষুধা মনে করিয়াছিলাম। যে সকল দেশ দিয়া গিয়াছি সেখানে যাহা যাহা দেখিতাম নৌট বহিতে লিখিলা রাখিতাম, পরে পড়িয়া নিজেই আনিলে পাঠব বলিয়া।

যাহা দেখিয়াছি পুনর্দুরায় বা পড়িয়াছি, সেই সকল হইতেই লিখিলা। প্রথমে অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারা-বাহিকতে বঙ্গবাসিতে প্রকাশিত হয়। পরে যাহার ভারতী প্রকাশিত কাগজে আরও চীন ভাষায় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখি। তার মধ্যে অনেক গুলিই এই পুষ্করে একত্রে সমৃদ্ধিভিন্ন করিয়াছি।

যাহা লিখিয়াছি তাহা ছাড়া আরও অনেক আমার লিখিবার ছিল। পুষ্করে বড় হইবে বলিয়া লিখিলাম না। সময়সাত্রে লিখি। এই গুলি দেশ দেখা অব দিনের কাজ নয়। অনেকের যাহা সংগ্রহ করিয়াছি যত্তদূর সমস্ত সাবধান হইয়া লিখিলাম। তবুও কত স্থানে কত দৃষ্ট থাকিতে পারে।

পুস্করে আমি একবার ভারতধর্মের নানা দেশ বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম—কিন্তু এই আমার প্রথম সমুদ্রে যাহা। দেশ ভাষায় আমার এতই ভাল লাগে দে আবার অর্থ সংগ্রহ ও প্রবন্ধ করিতে পারি না। অন্য শরীরের ভাল হওয়া নহে—কত জ্ঞানলাভ হয়, কত চোখ ফুটে, অতি বহু পৃথিবীর নানা দেশ নানা লোক দেখিয়া আমাদের কুমার
সংসারের স্থগিত ও তার প্রকোণ কত ফায়ার, এবং চিরসংক্রিত মনের সংক্রিত কত কমিয়া দায়।

ঠিক এর বংশের পরে পুষ্কর গাহিব হইল। আমার সময় না থাকাতে ও এখন পুষ্কর লিখা বা ছাপান কাটে। আমি একবারে অন্য স্থান লিখির এত দেরি হইল।

এক পুষ্কর ছাপান সর্দে বারু শেখেন্নাথ বোবু-বঙ্গবাদী সাবাদ
পত্রের সংহার বিষয়ের মাধ্যম এবং পাইত মোঃ বোকিনাথ স্বামী বিবেকের বলিয়া 'হোমারের এক্সিলেন্ড' ব্যাপক বঙ্গভাষায় ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন, এখন তুইজনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বঙ্গবাদী স্বামীবদের
সহায়তায় পরলোকগত ইলিজাবেথ বারু মোঃ বোকিনাথ বঙ্গ মহাশয় অনু-
এই বিষয়। আমাকে এই ছবিতে ব্যবহার করিয়া ছিলেন। তাজহী আমি এই সকল মহাশয়গণের নিকট চতুর্থ আঁচল।
বিষম সমর বিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত শ্রীমৎ মহারাজ
রাধাকিশোর দেব বন্মাণিক্য বাহাদুর।

মহারাজ শ্রীহ পরবশ হইয়া বজ্রের সহিত চীন ভূমণ
রঞ্জন্ত পড়িতেন জানিয়া। এই সামাজ্য ভূমণ—রঞ্জন্ত
মহারাজের পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীনীদুমাধব।
রেনেন পথে

ভোর ৬টার সময় কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজখানি ছাড়িল। রাতে আমার বুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাহারা তীর হইতে চারদিক দোলাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি কখনও সমুদ্রযাত্রা করি নাই,—এই পথে। মনে এক অনির্বচনীয় ভাব আসিল। তাহার ভয় নয়, দৃঢ় নয়, আনন্দও নয়,—একরূপ অনিশ্চিত ভাব।

ধন জাহাজ ছাড়িল, তখন আমি কেবল জিনিষপত্র রাণিয়া ডেকের উপর দাড়াইয়াছিলাম। অত বড় প্রকাণ্ড জাহাজখানির গতি, মোটেই বুঝা গেল না। কেবল এগিজের শব্দ ও জলের আঘাতের হইতে বুঝা মাত্রে লাগিল জাহাজ খানি চলিতেছে। হাইকোর্ট, ইলেক্ট্রনির গার্ডেন, স্টেটিকাল গার্ডেন ইত্যাদি ছাড়াইয়া জাহাজ খানি বীরে বীরে সাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হই তীর ব্যাপিয়া কত বাড়ী ও কলের কথা। সকলেরই বিদেশীদের; একটাটাই দেশীয় লোকদের নহে।

কলিকাতা হইতে গঙ্গার মোহনা ৯০ মাইল দূরবর্তী। জাহাজখানি ঘণ্টায় ১৫ মাইল যায়। স্থতরাং ৬ ঘণ্টায় সমুদ্রে পৌছিবার কথা। কিন্তু তা না হইয়া আমাদের "সাগর পর্যায়" পৌছিতে আর ৯ ঘণ্টা লাগিল। তাহার কারণ, গঙ্গার মোহনায় বিস্তর চড়া আছে বলিয়া,
চীন জ্যাম 

জাহাজ আন্দে আন্দে চালাইতে হইল । বৈকালে ডাম্মগুলি বোরারের আলোক-যুগ (I. g. L. n. C.) ও কেরা দেখিলাম । এ সকল স্থানে নদীর মুখ অত্যন্ত প্রশস্ত—এক তীর হইতে অন্য তীর প্রায় দেখা যায় না । ইহার কিছু নিম্নে সাগর পরেন্ট । এই স্থানে অতি ব্যাঘাত 
হান, চোরাভালির চড়ায় পড়িয়া । এই স্থানে বন্দর জাহাজের মারা গিয়াছে । সেই কারণ আন্দে আন্দে, সারাধানে জাহাজ চালাইতে হয় । 
হালকা খুন্ড নৌকা (Life-Boat) গুলি সতর্ক জলে নামাইবার জন্য প্রস্তুত রাখিতে হয় । চোরাভালির চড়ায় জাহাজ লাগিয়া বিপদগ্রস্থ 
হইলে জাহাজের আরোহী এই বোটে চড়িয়া প্রাণ বাচাইতে পারে । 

যে গঙ্গা-সাগরে তীরযুক্ত তীর্থ করিতে ও স্বাম করিতে যায়, 
সেই সাগর দীপ এই খানেই অবস্থিত । দীপ ছাড়া তাহায় এখন আর 
কিছুই দেখিন নাই । ইহার পরেই সমুদ্র অবস্থাই হইয়াছে । 

kাঙ্গেনিজ জাহাজের প্রধান কম্পোয়র । তাহার আদেশ মত 
সমুদ্রে জাহাজে চালান হয় ; কিন্তু কোনও বন্দরের বিভাগ তিনি জাহাজ 
চালাইতে পারেন না । তার জন্য আলাহীদা লোক আছে—তাদের 
“পাইলট” (Pilot) বলে । এতক্ষণ তিনিই জাহাজ চালাইয়া আসিয়া- 
ছিলেন । এই অবধি পৌছাইয়া দিয়া, একখানি ছোট বোটে চড়িয়া 
পাইলট কলিকাতার দিকে ফিরিয়েন । সাগর-তরঙ্গে বোটখানি 
হেলিস্ট-ভূলিতে কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল ।

ক্রমে বেলা সুভ্যাং বোরার মত সুখ্ত হইয়া আসিল, এবং পরে একবারে 
অমৃত্ত হইল । তখন কবিতাদের সেই,—“আভাতি বেলা লবণাশ্ম 
রাশে দ্বারা নিরদেশ কলন্দরে ।” কবিবারী মতে পড়িয়া গেল। 
তৎপরে আর চারি দিকে কিছুই নাই, কেবল অনম নীল জলরাশি । 
কেবল কতকগুলি সাদা স্বর্দ্ধকার জলচর চক্ষু। জাহাজের চারি দিকে 
উদ্ভিদ শোভাইতেছিল । উপরে নেমন্তিত অক্ষাণ । পশ্চিম আকাশ
রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বারিধিকেও সেই আভা অতি-ফলিত হইল। ক্রমে স্বর্যাদের অন্ত গেলেন। ধরণী তিনিরাবণুষ্ঠিতা-হইলেন। আকাশে শত সহস্র হারমাত্র অলিয়া উঠিল।

নন্দীমূখ হইতে সমুদ্র পড়িলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জলের বর্ণ পরিবর্তন একটি বিচিত্র দৃশ্য। ময়লা মাটির মিশ্রণে নদী জলের রঙ্গ ময়লা পাটকিলে বর্ণ। সমুদ্র জলের রঙ দৌর নীল বর্ণ; কিন্তু নিঃসৃল ও রঙ। নদী দেখানে সমুদ্রে মিশিয়াছে, সে স্থানের জলের রঙ পাটিকেলে ও লাল। উভয় রঙের মিশ্রণে সবুজ হইয়াছে। সমুদ্রে মিশিয়ার সুময় নদীর তীর প্রশমিত হয় বলিয়া। এই স্থানে নদীকেজলের বত ময়লা মাটি তুলায় থিন্নছিল পড়ে ও সেই কারণে চরারালির চড়া প্রভুত হয়। নদীর এই সকল পান দিয়া জাহাজের গমনাগমন অতঃপর বিপজ্জনক। সাগর পয়েণ্টের কাছে জাহাজ তাই সজ্জিতে আসিল। ক্রমে পাট-কিলে রঙ সবুজ হইয়া পরে নীল হইয়া গেল। এখন হইতে কেবল নীল জলরাশি।

জাহাজ দিনরাত চলে। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকারে অন্ত জলরাশি-ভেদ করিয়া। জাহাজ সমস্ত রাত্রি চলিতে লাগিল। এখন অনিশ্চিত হামে কি বিশ্বাস হল, কি সাহসে যে আপনার গমন্তরিত পথ ঠিক রাখিয়া জাহাজ চোখ বৃদ্ধিয়া চলে, সে কথা ভাবিলেও বিশ্বাস হইতে হয়।

জাহাজ গুলি এত বড় ও এত স্ন্যান্ত যে, এক একটা জাহাজ যেন এক একটি সহর। আমাদের জাহাজের সকলসমূহ প্রায় ১২ শত লক্ষ ছিল। সকলই ধাক্কার নিকটে স্থান আছে। সকল বিয়ের স্ন্যান। জাহাজখানি ৩ শত ফিট লম্বা ও ৪০ ফিট চওড়া। জাহাজের পিছনে প্রথম শ্রেণী অবস্থিত। দুই ধারে দুই সার কেবলি ও নবো প্রথমশ্রেণীর সেলুলকেথানা ( Saloon ) ও ভোজনাগার ( Dining room )। জাহাজের মধ্যবর্তে এক্সিন ( Engine ) ও তাহার দুই পার্থে
চীন ভ্রমণ।

চীনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন। জাহাজের সমুদ্র দিকে কতকগুলি ছোট ছোট কেবিন আছে তথায় লন্দনেরা থাকে। প্রথম শ্রেণীর কেবিনগুলির উপরে প্রথম শ্রেণীর ডেক বা পাড়ান। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলির উপরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেক। এই গুলি যাত্রীদের আরামের স্থান। এই সকল ডেকে কাঠ ও কেচিম নিম্নিত চেয়ার পাতিয়া যাত্রীরা বসিয়া থাকে, বা পা-চালি করিয়া বেড়ায়, বা খেলা করে, গল করে, বা পড়ে। আহারের সময় ছাড়া সমস্ত দিনই এইখানে থাকিতে হয়। প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে স্থান আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ও লন্দনের কেবিনের মধ্যে যে স্থান আছে, সেগুলি ডেকের যাত্রীদের (Deck passenger) জন্য। সকল ডেকগুলিরই কেবিনসের ছাত্র আছে। ইহার নীচে আরও দুই তলা আছে,—ছড়ি দিয়া তথায় নামিতে হয়। তন্মধ্যে সকলের নীচের তালায় মাল বোকাই হয়, ও তাহার উপর তালায় কতকগুলি ডেক-যাত্রী থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেকের উপর কাপড়ের খারিজির কেবিন আছে ও তাহার উপর (Bridge) হাল ফিরাইবার স্থান।

প্রথম শ্রেণীর প্রতি কেবিনে একটি বা দুইটি করিয়া। শুইবার স্থান আছে। প্রত্যেকটি ৬ ফুট লম্বা ও ২২০ ফুট চওড়া এবং এর দিকে বাড়ির জন্য এক একটি পোসিলেনের মুখ ধুইবার তব ও তাহার অহ্ব-সঙ্ক্ষিপ্ত দ্বাদ্রাদি, যথা,—সাবান তোয়ালে আয়না ইত্যাদি আছে। ঘর বিহারের আলো জলে। পাইথানা ও সানাগার অভ্যাস হয়।

সানাগারে ১০ মিনিটের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই। সকল লোকের ত সুবিধা দেখা চাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনগুলিও ঐরূপ, তবে তাহাতে তিন চারিটি লোকের থাকিবার স্থান আছে এই মাত্র পথেদে।

বিচ্ছানা, কমনল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি আবশ্যক দ্বাদ্রাদি জাহাজ কৌতুকেই দেওয়া হয়। অনেকগুলি কেবিন লইয়া এক একটি চাকর
নির্দিষ্ট আছে। তাহাকে বয় (Boy) বলে। সে যথা সময়ে বিছানা পাতে, জুতা ঝাড়ে ও খানা জোগায়। জাহাজে নাপিত আছে; কিন্তু ধোপার ব্যবস্থা নাই। কোন বন্দরে জাহাজ থামিয়ে কাপড় কাচাইয়া লইতে হয়। এক দিনেই কাপড় কাচিয়া দিতে পারে; কিন্তু প্রতি কাপড় খানির জন্য হই আনারও বেশী দিতে হয়।

প্রথম শেরিয়ার ও দ্বিতীয় শেরিয়ার ভোজনাগার পৃথক পৃথক; ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে ভোজনের ঘণ্টা পড়ে। সকাল ৯টার সময়ে প্রাতঘোজন (Breakfast), ১টার সময়ে জলযোগ টিফিন (Tiffin) ও সকাল ৭টার সময়ে প্রধান ভোজন বা ডিনার (Dinner) হয়। তা'ছাড়া প্রভুত্বে ৬টার সময় ছোট হাজরী ও বৈকালে ৪টার সময় বৈকালিক বা (Afternoon Tea) দেওয়া হয়। এ ছোটে কেবল চা ও মাথন, এবং পাউ-করিতে টোষ্ট থাকে। তা ছাড়া সকল সময়ই প্রচুর মাংস দেয়। ডিম, নাছ, মাঞ্জী, পায়রা, হাচ, ভেড়া ইত্যাদি নামারপ মাংস আধিক্য ভাবে প্রস্তুত হয়। মাংস ও নাছ ধরনের ঘরে (Ice Chamber) রক্ষিত হয়। এজাহা ইহা অনেক দিন পর্যন্ত টাটকা জিনিসের মত থাকে। তবে কতক কতক জীবিত জন্য ও পঙ্কীর রাখা হয়। বেক্কা-ফাঁষ ও টাফিনে ভাতও পাওয়া যায়। তা ছাড়া অতি উপাদেয় ফল, খেলাং বা পাওয়া যায়, উক্ত খানার ও টাইফিনের সঙ্গে দিয়া থাকে। কষী, মাথন, জ্যাম, জেলি অপর্যাপ্ত। তবে নিরামিষশীল আহারের অনেকটা অস্থিয়া হয়। জাহাজে বিলাতী গাড়ি হ্রদ (Condensed Milk) ছাড়া অন্য হ্রদ পাওয়া যায় না।

পুরুষই বলিয়াছি, দিন রাত জাহাজ চলে। তখন জাহাজের লোক জন, বিশ্বীর জলরাশি ও অনস্ত নীল আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার মধ্যে সকল জাহাজের শঙ্কে জল হইতে উড়িষ্যা খানিকদূর গিয়া আবার জলে বিলীন হয়। পথে কখনু
চীন ভ্রমণ।

কখনু অন্য জাহাজের সহিত দেখা হয়; তখন শত শত লোক উংস্থক চিত্তে, সাগুখ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে,—মন কি এক অস্তুর নূতন জিনিস। এই সময় ডেকে বসিয়াই অধিকাংশ সময় কাটে। বসিয়া বসিয়া বিরক্তি ধরিয়া গায়। একটু চলিতে ইচ্ছা হয়। তখন কেবল মাত্র একটু এদিক ওদিক পা-চালি করা চলে। দৌলন্ত আছে দলিতে পার। রক্ত সঞ্চালন একটু সতেজ হইবে। পুষ্পকাণার আছে তাহা হইতেই পুত্তক লইয়া অধিক সময় কাটান যায়। সঙ্গীতের জন্য একটা গরে পিয়ানো (Piano) আছে, তাতেও অনেক সময় আমোদে কাটিতে পারে। কত লোক তার খেলে, জোয়া খেলে। সকলেই সময় কাটাইবার জন্য বাণ্ড, স্নাতকোত্তর বোকার সহিত আলাপ সহজেই ঘটিয়া গায়। এককে বসিয়া দাড়াইয়া। অন্য দিনের ভিতর এই আলাপ হয়,—উভয়ে যেন কত দিনের, কত পুরুষের আমোদ। আছে। অন্তরের কথা অবধি বিনিময় হয়। বিদায় লইবার কালে বড়ই বাধা লাগে। জাহাজের উচ্চ কক্ষ-চারীরাও প্রায়ই অতিশয় মিষ্টক ও অবসর কালে সকলের সহিত মিশিতে ও গল্প করিতে ভালবাসেন। এইরূপ নান। রকমে বেশ অনেকে সময় কাটিয়া যায়।

তবে যদি সমুদ্রে বেশী চেউ হয় ও জাহাজ টলে, তাহা হইলে শরীরের ক্ষত্র আন্তরণ করে, মাথা ঘোরে, দাড়াইয়ে কঠ হয় ও কাহারও কাহারও,—বিশেষ প্রথম সমুদ্রবায়ীর বর্মির বেগ আসে। (Sea-sickness) সামুদ্রিক পীড়া একেই বলে। দাড়াইবার বোনাই, মাথা বুলিবার যে নাই, কিছু খাইবার যে নাই, অনবরত বর্মির বেগ। বর্মি হইয়া গেলে আরাম বোধ হয়, তবে প্রায়ই কেবল মাত্র বর্মির বেগই আসে,—বর্মি হয় না। অথবা যদি কিছু উঠে, তাহা অতি বিকট প্রতি কিষ্টা অপর। জাহাজের মধ্যখানে সর্বাপেক্ষা কম দোলে।—তাই দ্বিতীয় বর্ষণের ডেকের উপর হাওয়ার মাথা।
রেঙ্গুনের পথে।

করিয়া শুইয়া থাকিলে খুব আরাম বোধ হয়। খুব পাক দিলে যে কারণে বমি হয়, সামুদ্রিক পীড়াও সেইসময় কারণে হইয়া থাকে। অনেকের মত, এরূপ অবস্থায় বমির বেগ সবেও আহার করা উচিত।
কিন্তু আমার বোধ হয়, গরম জল পান করিয়া গলায় অংশুল দিয়া প্রথম বমি করিয়া ফেলাই করিবে; তাহাতে বিস্তৃত পিত্ত ও অস্থিরতা গেলে শরীরের শব্দ সংক্রামক হয়। সামুদ্রিক পীড়া কাটিয়া গাওয়ার পরে খুষ্টা ও হয়ম আরও ভাল হয়, এবং শরীর আরও সুস্থ ও সবল হয়।

অনেক প্রকার বায়ু সহিত একত্রে পাকিয়া; তার মধ্যে কতক-গুলির কথা বিশেষ করিয়া বলি। আমাদের সঙ্গে একটি জাহাজ-বালিকা ছিলেন, তিনি তাহার বিধবা মায়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যাইতেছিলেন। তাহার পিতার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার কাহাকেও তত বিস্ফোরণ দেখিলাম না। তিনি অহরহ সামুদ্রিক পীড়ায় কাতর হইতেন। ১৭১৮ সংসর বয়সের গায়ের তাহার বালিকা স্নাতক চলিতা মায় নাই। স্নাতক, সবল শরীরে ও মনের অনন্দে সারাদিন তিনি জাহাজের একিনী ওদিক ছুটি ছুটি করিয়া বেড়াইয়েন। কিন্তু নাই জাহাজ একটু দুর্লভ, অমনি তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন,—উঠিবার বা খাইবার শক্ত থাকিত না।

একটি চীনের বালক ছিল সে কলিকাতার ডেভেটন কলেজের ছাত্র। তার পিতা চীনে আসিয়া এবং মাতা বঙ্গদেশী স্ত্রীলোক। তাহাকে দেখিয়া সন্মতিপূর্ণ লোকের ছেলে বলিয়া মনে হইল। বাড়ি খাইবার আনন্দে সে সারাপথই উঁচুর। কিন্তু সেও ঐরূপ জাহাজ ছলিলেই কাতর হইয়া পড়িত। নয়ত সারা দিন একটি ছোট বালী জাহাজের দিন কাটাইত। তাহার বালী জাহাজের শিক্ষা ও অতি আশ্চর্য।
এখনের শব্দ ভেদ করিয়া অতি সুস্থির হয়ে সে যখন চীনে গমনের, বন্ধ গানের, ইংরাজী গানের রাগ-রাগিণী আলাপ করিত, তখন
চীন অভ্যন্তরের কর্মচারীরা ও বাসিন্দারা মুখ্য হইয়া তাহার সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতে থাকিত।

আর ছিল,—একটি অনাথ ইংরেজ বালক। তাহার ১৭ বৎসর মাত্র বয়স। তাহার বিধবা মাতাকে যিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই পিতা তাহার মায়ের মৃত্যুর পরই ১৪ বৎসর বয়স হইতে তাহার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই থেকে বলক টেলিগ্রামের কাজ করে। এত দিনে সে স্বচ্ছ পড়ার মুখ দেখিতে চেয়েছে। অন্য বয়স হইতেই আপনার পথ দেখিতে হইতেছে বলিয়া তার প্রতিকার্য্য স্বাধীনতা ও স্বজ্ঞাতিকে তাহা দেখিলাম। নিজের মৎস্যামন্ত্র ব্র্যাদি লইয়া সে আদামান দীপে তারহীন টেলিগ্রাফের (Wireless Telegraphy) তত্ত্বাবধান করিতে নাইতেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন শীর্ষকার বৃদ্ধ খালাসী জাহাজের ডেকের উপর দাড়াইয়া নেমাজ পড়িতে ছিল। কাজ হইতে ক্ষণক্ষণ চুটি পেয়ে যখন সে পশ্চিম আকাশের দিকে কালিকা মাথা মুখ ফিরিয়ে ভঙ্গ। ভঙ্গে স্বতি গানগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, তার প্রতি স্বর, প্রতি মুক্তিকা ও অঙ্গ বিভিন্ন এক পরিত্র তন্ময় ভাব উঠিল পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় দিন রাতে, পথে (Bessin) বেসিনের আলোক-গৃহ দেখিলাম। নিবিড় অবাতাসের ভিতর আলোকটি দুরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অলিতেছে। একবার পূর্ণ দীপ্তিযুক্ত, এক একবার স্বীকৃত। অন্য সকল আলো হইতে গোড়ের জানাইবার জন্য আলোক-গৃহের আলো এমনি ঘুরিয়া ঘুরিয়াই জলে। যখন পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তি হইয়া বিপদ-সমূহ হারাতে দাড়াইয়া পথকে পথ দেখাইতেছে।

নিকটবর্তী তীরভূমির বা পাহাড় হইতে সাবধান হইবার জন্য ও সমুদ্র পথ দেখাইবার জন্য যেন আলোক-গৃহ থাকে, নিমজ্জিত চুড়া হইতে সাবধান করিবার জন্য তরঙ্গ আলোক-সাহাজ (Light
রেন্দুনের পথে। ১

Ship) থাকে। একথানি কৃত্রিম জাহাজ মাঝ সমুদ্রে নগর করিয়া তাহার উচ্চ মাস্তলে আলো জানে। পথে এইরূপ আলোক-জাহাজও অনেক জায়গায় দেখা যায়।

তিন দিন হইল রাত্রি কমাগত জাহাজ চালাইয়া তৃতীয় দিন সন্ধ্যার
সময় এলিফেন্ট পয়েন্টের (Elephant Point) আলোক-গৃহ দেখা
গেল। কলিকাতা হইতে রেন্দুন ৭৬০ মাইল হইলে। আমাদের জাহাজ-
থানি মেল অর্থাৎ ডাক লইয়া আসিয়েছে, তাহী অপেক্ষাকৃত শীতে আসিয়া
পৌছিল। অতঃ দীর্ঘদিন পৌছিতে আরও এক দিন দেরি হয়।

সকল হামার জলির সময়কে হইলেই কতকগুলি চিঙ্গ দ্বারা
বেলায়তির দেখিতে পাইবার বহু পুল জমি যে নিকটে আছে, তাহা
বেশ বুঝা যায়। সমুদ্রঘাটের ঘরে নৌল রঙ সবুজ হইয়া উঠে। জমির
মাঠাভ ও গাছের জলে ভাসিয়ে দেখা যায়। নদীতে বিচরণকারী
পাখি সকল উড়িয়া। আদিয়া চারি দিকে বেড়ায়।

সন্ধ্যার সময় আমরা ইরামসুর নোহাহর প্রবেশ করিলাম।

হাঁসের মাস্তলে রাজার ডাকের (Royal Mail) নিশান উড়াইয়া
দেওয়া হইল। নদীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় জাহাজ বাণী
বাজাইয়া হঠাৎ করিল। সকলেরই মনে অঞ্চল হইল। নূতন দেশের
নূতন হওয়া আমাদের গায়ে লাগিতে লাগিল। স্থানকারী তৃতীয় চাদ শুকতারার সঙ্গে লাল সন্ধ্যাকাশে দেখা দিল। বৃহৎপ্রতিহত
উদ্যোগুচ্ছ। অগণ্য তারাদল ইরামসুরকে ও রঞ্জনের সমতল-
ভূমির উপর উদয় হইল।

ওই রঙ্গনের ও এই ইরামসুর নদী ভারতবর্ষেরই পাশে, সংকুচ
নামে অভিহিত। গৌরন বুক্রের প্রবহিত “সর্বজ্যে দয়াবর্ষ”
এখানেও গ্রাহিত। ইহারা আমাদের প্রতিবাদী ও কত নিকট
আয়োজ।
ঘটনার সময়, তাই আমাদের আসতে দেখে কতকগুলি সাড়া সাড়া শ্রদ্ধাকার পক্ষী
মধুর ঘরে ডাকতে ডাকতে জাহাজ প্রদক্ষিণ করে আমাদের মন
সম্ভাষণ করতে এলো। অমন স্বৰ্গ শরীর,—এমন উন্মুক্ত স্থানে না
পাওয়া হয় না। সরল কি তেমনি আনন্দ-বাঞ্ছা! খেন বলিল, "আমার পতিক! আমার বিদেশী!—আমার তোমা, আমাদেরই আপনার
লোক। এ তোমাদেরই ঘর-বাড়ি। পথশেষে কাতর হ'রেছিলু। মুখ
হাত পা দো। পর ভেবে খেন সত্যিই হোলনে।"

খানিক অগ্রসর হইয়া জাহাজ নষ্ঠার করিল। কলের তরীখানি
ইরাতীর শ্রেষ্ঠ চুলিতে লাগিল। একটা বাঙালী বাবু চাকরী
উপলক্ষে রেঞ্জুন মাইতেছিলেন। তিনি পুলকে গলা ছাড়িয়া স্বরেঘ্ন
গাহিতে লাগিলেন,—

"জলধি রয়েছে স্বল্প,
ধু-ধূ করে সন্তুষ্ট-তীর,
প্রাসাদ ভুলেল নীর নীল শুনে মিশাইয়া।"
রেঙ্গুন \\

ইরাবতীর পাইলট আসিয়া রাজেই জাহাজে ছিল। তোর ৫টার সময় জাহাজ ছাড়িল, তখন পূর্বদিক লাল হইয়া আসিতেছে মাঝ।
একটি পূর্বে আলোক-রেখা দূর্দিশা উঠিল। তাই দানে শতশ্বামলা তীর-
ভূমি দেখা গেল। বন্দূর চক্ষু যায়, কেবল সবুজ রঙ বই আর কিছু নাই। ভূমি এত উর্বরী ও ধূম এত আচুর পরিমাণে জমে যে, প্রতি-
বৎসর এক লোহার বন্ধ হইতেই মালয়, চীন ও জাপান, এমন কি ভারতবর্ষ ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশ বহ স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ
চাউল রপ্তানি হয়। মোট সড়কের কোটি টাকার ও অধিক চাউল
বিদেশে যায়।

অন্যথার পক্ষে রেঙ্গুন বন্দরের নিকটবর্তী হইলাম। অতি শুনর
কাঠ নির্গত বাড়ি সকল দেখা গায়তে লাগিল। তাই পাশেই বড়
বড় কল-কারখানা ও উচ্চ উচ্চ সোনালী রংয়ের বৌদ্ধ-মন্দির-চূড়া
( Pagojia ) সকল গগনপত্র হইতে পাড়াইয়া আছে। অসংখ্য অর্ব-
পাত ও “সাম্পাল” নামক দেশী নোকা ইরাবতীর গ্রোতে হাসিতেছে।

কলিকাতা হইতে জাহাজ আসিলেই প্রেরের জন্য এখানে বড় কড়া
পরীক্ষা করে। পাছে প্রের আকার রোগী বা প্রের বিশেষ দৃষ্টি
ড্যান্সি সংস্পর্শে রেঙ্গুনে প্রের রোগ প্রের করে, তাহার জন্য সাবধান
হওয়াই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। কোনও লোকের উপর সদনেহ হইলে,
তাহার জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া (Inspection Camp)
পরীক্ষা-তারুতে রাখা হয়। তাহার ব্যবস্থা কাপড়-চোপড় গুলি ধোয়া।
দিয়া (Vapour bath) শোধিত করার হয়। এই জন্য যাত্রীদের প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা আটক থাকিতে হয়।

এই ঘাটে আমি এ জাহাজ ছাড়িয়া। চীন যাইবার জাহাজ চড়িলাম, ও তাহাতে আমার জিনিষ পত্র রাখিয়া সহর দেখিয়ে বাহির হইলাম।

জাহাজ হইতে তীরে নামিতে হইলে সামাগ্রী করিয়া নামিতে হয়। ঐ নৌকাগুলি ছোট ও হাল্কা এবং দেখিতে অতি সুন্দর। একজন মাঝি দাড়াইয়া দাড়াইয়া। হইয়া হাতে হাতে দাড়াইয়া দাড়াইয়া দাড়াইয়া। তাহাতে হালের আবশ্যক হয় না। দেখিলাম, সকল নৌকা গুলিরই মাঝি চট্টগ্রামের মুসলমান লোক। একটিতেও ব্রাহ্মণীয় মাঝি নাই।

তীরে নামিয়া দেখিয়া জাহাজ হইতে যে সব লোক জিনিষপত্র নামাইতেছে ও উঠাইতেছে, তাহারা সকলেই মাঝাজ দেশীয়। তাহাদের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মণ দেশীয় লোক নাই। ঘোড়া গাড়ীতে উঠিয়ে গিয়া
দেখি,—সব গাড়োয়ানই উত্তর-পশ্চিম দেশের মুসলমান। রাস্তায় দেখি,
যত পাহারাওলা সবই শিখজাতীয়; কেহই মগজাতীয় নহে। ছই
ধারের দোকানে দেখি, সব দোকানদারই হয় সরাটী মুসলমান, নয়
ঈদী, নয় পাশী, নয় চীনে, নয় সাহেব, বন্ধু এক জনও নহে।
বাজারের ভিতরে চুক্তি দেখি, বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকগণ ছোট ছোট
দোকানে বসিয়া নানা রঙের লঙ্গী পরিয়া ও মুখে ঘন করিয়া
“তা-না-খা” অর্থাৎ চাঁদনকাঠের ও ডা মাথিয়া স্থঙ্গ শরীরে হঠিচিতে
কেনা বেচা করিতেছে।

এই সকল দেখিয়া আমার বিমুখের আর অবধি রহিল না। সবইত
দেখিলাম তিন্ন দেশীয় লোক—চাটগায়ের লক্ষল, নাতাজী কুলী, পশ্চিমে
গাড়োয়ান, শিখ পাহারাওরালা, সরাটী, ঈদী, পাশী ও চীনে ব্যবসা-
দার। এখানকার আদত বঙ্গদেশী লোক গেল কোথায়? স্ত্রীলোকেরা
দোকান করিতেছে দেখিলাম; কিন্তু পুরুষেরা কোথায়? অনেকক্ষণ
আমি এ সমস্তকে কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

রাস্তায় নে সকল বঙ্গবাসী পুরুষ দেখিলাম, তাদের ভিতর যেন
গ্রান নাই। দেহ বেজোখীন,—সাহায্যশূন্ত। তাহাদিগকে দেখিয়া
উৎসাহহীন, ভর্তৃত্ব, নিয়মন বলিয়া বোধ হইল। মধ্যে মধ্যে ছই
একজন বঙ্গ যুক্ত টক্টকের রঙের লঙ্গী পরিয়া, মাথায় রেখের চাদর
বাড়িয়া, সতেজে (Bicycle) বাইসাইকেল চড়িয়া চাইতেছিল বটে, অথবা
কোন ধনী বঙ্গদেশীয় লোক সুসজ্জিত বঙ্গবাসীর সহিত
ঈহাম গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে গেল বটে, কিন্তু অধিকাংশ বর্ষানকেই
যেন ক্ষীণজাতীয় নিয়মন বলিয়া মনে হইল। ঈহার কারণ কি?

বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের প্রভূত অত্যাধীক। তাহারাই বাহিরের কাজ
যে সকল করিয়া থাকেন, দোকান রাখেন ও কেনা-বেচা করেন।
তাহার অংশ কারণেই (Divorce) বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারেন।
চীন অভ্যন্ত।

বাহিরের কাজ করা করেন বলিয়া তাহাদের শরীরের পূর্ণ অপেক্ষা অনেক স্থল ও কষ্ট। এখনের অনেক আফিস স্থলে অপর পুরুষ ঘরে বসিয়া থাকেন—কতক কতক গৃহকর্ম করেন—রাধেন, ঘর ছাঁট দেন। তাহারা রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টির ছাট সহিতে পারেন না। বাহিরে আসা কাজের ভিতর কেবল স্থান বানান টুকরো দোকানে পোড়াইয়া দেওয়া। নিম্ন এখন একটি উত্সর্গ নে জমিতে আঁচড় দিয়া বীজ ছড়াইয়ে অনায়াসে খোল আন। ফল হয়। সে কাজেও তাহারা অধিকাংশ সময়ে মাদারাজি কুলীর সাহায্য লান। একুশ কোনের ভিতর থাকা ও অলস অভ্যাসের দোষেই তাহাদের শরীর তত সবল ও হঠি হয় না।

বঙ্গ দেশের দ্বীপের পুলিশের ও সংখ্যাগারের সেহে পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বলিয়া মনে হয়। এদেশের জমির অত্যধিক উৎসর্গতাই এদেশের পুরুষকে এত অস্থির ও শক্তিহীন করিয়াছে। চীন দেশে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। যেমন অহুওরা খুনি, মামুনের পরিশ্রমশক্তিও সেখানে তত অধিক। রেজুনে বিশ্ব চীন-মানের বাস। তাহারা সকলেই ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপার। ( China Lane ) চীনাগুলির পশ্চিম দিকের সমস্ত অংশ চীনামানের বসতিও অনেকে। ত্রু দেশের দ্বীপের বিবাহ করে। এইরূপে অনেক চীন ও বঙ্গ নিশ্চিত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। চীনামানের রেখায়। যায়, সেই ধারায় এই নীতি অবলম্বন এবং এইরূপ বর্ণশ্রেণি জাতি উংপন করে। কলিকাতাতেও অনেক এইরূপ করিয়াছে।

রেজুনে নতুন সহর; তাই আয়তনে ছোট ও এত পরিস্ফুট পরিস্ফুট। রাজাগুলি সব সোজা সোজা ও পরিস্ফুট-পরিস্ফুট। মার্কিন-সাহা যায় নহে। দিয়া পথের নামকরণ হইয়াছে; যথা ১৬শ ইংরু, ৩৫শ ইংরু, ইত্যাদি। তবে জলকষ্ট প্রযুক্ত রাজাগুলিতে ভাল করিয়া জল দেওয়া হয় না। বলিয়া কোথাও কোথাও স্থানে বড় ধূলা হয়। ইরাবতীর জল লোগা।
রেঙ্গুন।

দেই কারণে রেঙ্গুনে পানীয় জলের বড়ই কষ্ট। যেখানে-যেখানে এক একটি প্যাগোডা বা রুদ্রদেবের মন্দির আছে। অনেক রাজার নামে 
দেই সকল স্থানের প্যাগোডার নামে হইয়াছে। রেঙ্গুনের প্রধানতঃ 
১১টি দেখার জিনিষ আছে;—পশ্চিম রেঙ্গুনের দিকে প্রধান 
প্যাগোডা ও পূর্ব রেঙ্গুনের দিকে লেক পার্ক।

পূর্বেই বলিয়াছি রেঙ্গুন সমতল ভূমি; তবে নদীর ধার হইতে জমি 
ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ে গিয়া 
নিশ্চিত হইয়াছে। প্রধান প্যাগোডা (Grand Pagoda) এইরূপ একটি 
পাহাড়ে অবস্থিত। প্যাগোডাটি প্রায় পাচ শত ফিট উচ্চ হইবে। 
নদীর 
ধার হইতে সেখানে পর্যন্ত একজনের টমচল। শত শত যাত্রী 
অত্যন্ত তথায় উপাসনার জন্য গিয়া যাকে। আমি অনেকবার 
সে প্যাগোডাটি দেখিয়া আসিয়াছি। ঐ দৃষ্টিটি আমার বড়ই তাল 
আনিত।

নিম্ন হইতে তড়িৎ তড়িৎ চওড়া পাহাড়ের সিড়ি উঠিয়াছে। তাহার 
উপর ডাকরে খিলান করা ছাড়। তাহাতে অনেক প্রস্তরমূৱন রক্ষিত 
আছ। চুই পাশে যাত্রিদের বসিবার জন্য কাঠাসন আছে ও তথায় 
স্থানের রাজকুমারের পূজার উপাসনা মন্দিরস্থানের বেশিতেছে। ধূপ, 
কুল, বাতি, চুক্ত, ডুল, ধর্ম ইতাদি। কেহ বা এয়ানা সামনে 
করিয়া চুল অঁচড়াইতেছে। কেহন মুখে চন্দন কাঠের পাংকার 
ধূতেছে। কেহ বা দেই খানেই বসিয়া পরিতোষের সহিত অন্ন 
দেব করিতেছে। মনিদের উঠিতে উঠিতে পায়ে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। 
যাহাই সমুদ্রে একটা বিদ্যার্থী উচ্চ পরিকাঠ্যে বাধান উঠান। 
তার মধ্যে এই চারিটি চতুই বিশাল কাঠের কোলা রেঙ্গুনের 
স্থিত ঘোষণা করিতেছে। মনিদের ভিত্তি ভিন্ন কক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
 দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলি মূর্তি ১৫ ফিট হইতে ২০ ফুট উচ্চ।
বাহিরে একটা ধানহু মূর্তি উপবিষ্ট; ঐ মূর্তিটা প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ।

সাদা মাল্লালেমার্কেলে খোদিত, বন্ধ ও উত্তরীয়ের পাড়গুলি সোণালী রঙের।
ধানে গতীর চিন্তন-শিলায় বাঁধু। সেন

মূর্ত্তি হইতে কীট
পতঙ্গ অবধি জগতের
তাকল ফুটির জুহল
সরলে বায়। সে
মূর্তি দেখিলে, সে
জীবনের পুণ্য-কথা
নরণ করিলে হৃদয়
পবিত্র হয়। মন্দিরের
সমক্ষেই পরিকাঠা-
পরিচয়। জুহল
পরিয়া বাইতে কোন
আপত্তি নাই। তবে
ব্রাহ্মণীয় লোকেরা
জুহল হাতে করিয়া
লইয়া যায়। শত
শত যাত্রী। উপাদান
নাম রত দেখিয়া

"ফুটি" বা পুজু পুরোহিত

লাম। মূর্তিতে মন্তক হলুদে পোষাক পরা “ফুটি” বা পুরোহিতগণ চারি
দিকে বিচ্ছিন্ন করিয়েছেন,—কেহ বা কোন গ্রন্থ পড়িয়েছেন। মন্দিরের ভিতর প্রদীপ জ্বালিয়েছে,—বিলাতী চর্চিতের বাতিও জলে। ধূপধারী সুপ্রসঙ্গ চতুর্দিকে বায়ুঘ্ন। সমুদ্রে ফুলের তোড়া সাজান রহিয়াছে।

কারার-ঘণ্টার মত কোন ওঁর বাদা-যষ্ঠ নাই। জাহ্ন পৃথিবিতে বসিয়া যাত্রিতে করিয়ে দোবাং করিয়েছে। অল্পর্কের বাঁধ পাঠ করিয়েছে, কেহ বা আপনার কামনা জানাইতেছে। কোন ওঁর চীংকার বা গোলমাল নাই।

প্রশ্ন দীপ হতে কেহ বা দেবপদে পুনাঙ্গর দিয়েছে। পৃথিবীর উপকরণের মধ্যে কোন ওঁর খাত্রিক্রম নাই। মন্দিরের ছাদের সান্নিধ্যে বসিয়া অনেকগুলি অন্ধ মাঝে ও প্রুত সম্বন্ধে সোজ গান করিয়েছে।

কেহ বা সুপ্রসঙ্গের মত একিয়ে গল্প কাটি দিয়া রাজাইয়েছে ও নিজেরাই পায়ে খাজু বাজাইয়া তাল রাখিয়েছে। কেহ বা সুপ্রসঙ্গের মত একিয়ে গল্প বাজাইয়া সেই স্বত্ত্ব-গানের সহিত সৌড দিয়েছে।

অন্ধ পায়কগুলির মুখের ভাবে যেন তাৰাত মাখান। সামনে অনেকগুলি পয়ন্ত্রা জড় হইয়াছে। ইচ্ছা হয় পয়ন্ত্রা দাও,—পুরোহিতের জয়নবন্ধী বা বিধারীর উপাত নাই। আমি অনেক দিন, অনেকবার, অনেকক্ষণ বসিয়া এই মন্দিরটি দেখিয়াছি।.

মন্দিরের উপর হইতে রেক্ষণের চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর।

একটিকে সহর ও দূরে ইরাবতী নদী প্রবাহিত। অপর দিকে বৃক্ষ-
লতা-সমাজের অসমতল পর্যালোচনার স্থায়িত্ব দৃশ্য।

স্থানাকালে পশ্চিম আকাশ রঙিত করিয়া যখন স্থ্যালেব অন্ত যান, এখান হইতে সে দৃশ্য তখন বড়ই সুন্দর দেখায়।

মন্দিরের পথেও অনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে মৃত্তিকামত্তক
ভাষারিতি মন্দিরের দিকে মুখ ফিকাইয়া ধুলায় জান্য পাতিয়া বসিয়া
উপসনা করেন এবং নির্বিচিতে বসিয়া ধনুশ্চু পাঠ করেন।

রেক্ষণে
নীচের একটি ধানহর মূঢ় উপবিষ্ট; ঐ মূঢ়টি প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ।

সাদা মান্ডালের কেম বহ ও উত্তরাঞ্চলের পাড়ার মোটামুটি রংঘর।

ধানে গভীর চিন্তা-শিল বাজ। যেন মস্তিষ্ক হইতে কীট পাতঙ্গ অবধিগতের সকল প্রাণীর তুষ আরো বাধিত। সে মূঢ় দেখিলে, সে জীবনের পুত্র-কথা সম্পন্ন করিলে হদয় গবিত্র হয়। মন্দিরের সকল পরিকল্পনা পরিবর্তন এত জুতা পরিয়া যাহি কোন আংশিক নাই। তবে ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ যাকে তার জুতা হাতে করিয়া দিতে পারি। শত শত যাত্রীর উপসনায় রত দেখি।

"ফুঙ্গি” বা বৌক পুরোহিত

লাম। মুঢ়টি মন্দির হইতে পোষাক পরা "ফুঙ্গি” বা পুরোহিতগণ চারি
বিচরণ করিতেছেন,—কেহ বা কোন একটি পাড়িতেছেন। মন্দিরের ভিতর প্রশিক্ষার অংশ ছিলেন,—বিলাতী চর্চার বাতিল করে। দুষ্পথীক মন্দির চাঁপাই হয়। সমুদ্রে ভুলে ভুলে সাজান রহিয়াছে।
বাদ-মশা মত কোন জোর বাদ-মশা নাই। জাহ্ন পাতিষ্ঠা বসিয়া যাত্রী করে। তাহাতে তুমিতে অহংকার করিতেছে। অন্ধকার করে শোক পাল করিতেছে, কেহ বা আপনার ভাবনা জানিতেছে। কোন চিন্তা বা গোলমাল নাই। প্রতিলিপি চন্দ্র হস্ত কেহ বা পুষ্পাঙ্কি দিতেছে। পূজার উপকরণের মধ্যে কোন মাত্রার বা নাই।
মন্দিরের দারাই বসিয়া আনেকগুলি অনিঃসার গৌরীলোক ও পুরুষ সম্বন্ধে তোলা গানের ইতিহাস দেওয়া করিতেছে। কেহ বা সমুদ্রের মত একটি দলের কাটি দিয়া বাজাইতেছে ও নিজের পায়ে খণ্ডনী বাজাইয়া তাল রাখিতেছে। কেহ বা সারিসারি মত একটি বয়স্ক বাজাইয়া সেই স্তুতি-গানের সহিত স্বর দিতেছে। অন্য গায়কগণের মুখের ভাবে খনন অমর মাত্রান। সাধারনে আনেকগুলি পয়সা তাড় হইয়াছে। ইচ্ছা হয় পয়সা দাও,—পুরোহিতের জয়বরদ্ধী বা তিথারির উৎপাত নাই।
আমি আনেক দিন, আনেকবার, আনেকক্ষণ ধরিয়া। এই মন্দিরটি দেখিয়াছি।

মন্দিরের উপর হইতে রেক্তুনের চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোহর।
একদিকে তাল ও দূরে ইবারতিন নদী প্রবাহিত। অপর দিকে দুর্লভ হওয়া পরিগমনের স্থান দৃশ্য। সম্ভাবনা পশির আকাশ রঞ্জিত করিয়া যখন স্বর্য্যের অর্থ যান, এথানে হইতে সে দৃশ্য তখন বড়ই মনোর দেখিয়া।
মন্দিরের পথেও আনেকগুলি মঠ আছে। সেখানে মূষ্টি-মতামত বিথারিকীগণ মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ধুলায় জাহ্ন পাতিষ্ঠা বসিয়া উপসনা করেন এবং নিষ্ঠিতভাবে বসিয়া ধর্মীয় পাঠ করেন। 
রেক্তুনে
চীন ভ্রমণ।

পার্বত্য জলের অভাব বলিয়া তাহারা শ্রাদ্ধ পথিকে জল পান করিতে দেন।

এক দিকে যেমন পাহাড়ের উপর প্রধান প্যাগোডা অবস্থিত, অপর-দিকে তেমনি কতকগুলি ছোট পাহাড়ের জল নিকাশের পথ বক করিয়া একটি হ্রদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইটাই রেনকুনের (Lake Park) “লেক পার্ক” নামে অভিহিত। ইহা সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে। সেই স্থানে বাইবার পথেই ধনী ইউরোপীয়দের বসতিস্থান বা বাগানবাড়ি। কাঠের ছোট ছোট পাঞ্জালাগুলি অতি সুন্দরভাবে গঠিত। নীচের তলা একবারে খোলা। জমি স্যাঁতেঁতে বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা।

চূড়াগুলি নান্দনিক কাঠকার্যা খচিত। বাহির হইতে ঠিক যেন ছবিরানিরমত দেখায়। তাহার চারিপাশে নানা-জাতীয় ফূলগাছ ও বাগান।

বাগানের ভিতর-কার পাহাড়গুলি খুব ছোট ছোট।

হ্রদটি নানা ধরণে রাখা কাকারা। পাহাড়গুলির নীচে দিয়া সুরক্ষিত পথ। পাহাড়গুলির গায়ে ঘন সরু ঘাস সমান করিয়া ছাঁটা। যেখানে সেখানে বেশী গাছপালা নাই। একটা পাহাড়ের উপর একটি ইটকুশিয়াত

ব্রক্ষবাসীর বাসগৃহ।
গাছের নীচে অনেকগুলি কাঠামো আছে। সেখানে বসিয়া এই সকল দৃষ্টি দেখিলে মনে বিমল আনন্দ হয়। আমার কত পুরান কথা মনে পড়িতে লাগিল। মাথার উপর গাছের ডালে অতি করুণায়—অতি মিষ্টান্নের কাকগুলি কোলাহল করিতে ছিল। আমাদের এদেশের মত রেঙ্গুনের কাক কর্কশকণ্ঠ নয়।

সেই মঞ্চে বসিয়া অনেকগুলি বংশের স্ত্রীলোক ও পুরুষ ভাত কিনিয়া খাইতেছিল। এখানে রাত্রি ভাত বেচে ও সকলেই তাহা কিনিয়া খায়। কি বংশেন, কি মালয়দেশ, কি চীনরাজ্য, কি জাপান—লোকের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। যবে ও গমনের দিকে সম্পর্ক তাহদের বড়ই কম। ছুধিতারা মোটেই পছন্দ করে না।

কলিকাতায় হইতে আমাদের জাহাজে অনেক চাটের থলে (Gunny Bag) ও তামাকের পাতা গিয়াছিল। বর্ষাচুর্ণ এক্ষণে করিবার জন্য তামাকের পাতাগুলি এখানে নামাইয়া দেওয়া হইল। চাটের খেলেগুলি বন্দরে নামান হইল। জাহাজে রাশি রাশি চাউল বোঝাই হইল। মালয় ও চীনে এই সকল চাউল আমদানি হয়। পুরুষই বলিয়াছি, প্রতি বৎসর বংশেশ হইতে সাড়ে তেরকটা টাকায় এবং মোটামুটি মালয়র চাউল এসিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ ও আমেরিকায় বিদ্যমান হয়। চাউলগুলি মোট। ইউরোপ ও আমেরিকায় এই চাউল হইতে কাপড়ের মাঠ ও মদ প্রস্তুত হয়; কিন্ত মালয় ও চীনদেশের ইহাই খাস। এক্ষের আর একটা প্রধান রপ্তানীদ্বয় বাহাদুরী কঠোর (Timber)। উত্তর বংশে স্বর্ণ ও হীরার ধনি আছে। কেরোসিন তৈরির মত এক প্রকার তেলও (Burma oil) এখানে পাওয়া যায়। দেশে এত মূল্যবান দ্রব্যাদি সরের বংশেশ দেবিদু তাহার প্রধান কারণ, বংশবাসী পুরুষদের দারুণ আলা এবং বিবেচনা না করিয়া আমোদ প্রমোদ অবীত অর্থ ব্যয়। এই সকল বিষয় পর প্রবন্ধে বলিব।
ব্রাহ্মদেশ।

ইতিহাস ও সামাজিক রীতি-নীতি।

ইতিহাস পড়িয়া দেখা যায়, প্রাচ্য সকল পুরাতন দেশের অধিবাসী-দেরই ধারণা যে, তাহারা দেবতা হইতে উংসর, আর তাহাদের দেশের রাজবংশ যমুং ঈশ্বরের অঃ-সত্ত্ব। জাপানীদের এইরূপ বিস্মাস,—পুরাকালে ছই দেবরাগী—ভাই-ভাগিনী—যোগ হইতে সেতুপথে জলময়ী পৃথিবীর জলকমলে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভাগিনীর মুক্তার মালা ছিয়াণ্ডীয়। জলে পড়িল, আর জাপান দীপ যশো হইল। সেই দীপে ভাই-ভাগিনী স্বর্গ-পুরুষ-ভাবে রহিয়া গেলেন। ঈহা হইতেই জাপানের রাজ-বংশের আরস্ত। চীনের কতকটা এইরূপ ধারণা। সে কথা চীন প্রবন্ধে বলিত। কিন্তু ব্রাহ্মদের রাজবংশের উৎপত্তি এরূপ দেবরোনি হইতে নাহে। তাহাদের শাক্যবংশ ও শাক্যসিংহ লইয়াই সব।

বুদ্ধের জন্মবার বহ শতাব্দী পূর্বে শাক্যবংশের কোনও রাজা আসিয়া ব্রাহ্মদেশ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে বুদ্ধের পাচগাছি চুল লইয়াই বেঁচিয়া গেলেন। চৌকাশন্তার মতানুসারে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্ম হইতেই তাহারা সকলের উৎপত্তির কথা বিস্মাস করে। তাই সাহারা নিজেরা ও ‘ব্রহ্ম’ বা ‘বহিঃ’ নাম লইয়াছে।

ব্রাহ্মদেশের লোক বুদ্ধগততর। হিন্দুস্থান তাহাদের চক্ষে বড়ই পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত,—তাহাদের দেবতার লীলাভূমি, তাহাদের মহা তীর্থধাম। অনেকে বুদ্ধগায়, রাজগুহ্ব প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করিতে আসে। বেঁচের যে বড় প্যাগোডার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধের
বর্ণদেশ।

যাইয়া তপভারত বুদ্ধের নিকট হইতে ঐ পাঁচগাছি চুল চাহিয়া আনিয়াছিল। ঐ মন্দির-গঠন হইতেই রেঙ্ঘুনের উৎপত্তি। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আলাপ্রা' নামক এক জন রাজা রেঙ্ঘুনের আসল ভিত্তি স্থাপন করেন।

আলাপ্রা এক জন সামাজ্য অবস্থার লোক ছিলেন। বনে বনে শিকার করিয়া তিনি জীবনযাপন করিতেন, পরে অনেক লোকের নেতা হইয়া যুদ্ধ-বিপ্লব আরম্ভ করেন; খেলায় অভিযান করেন, সেই খানেই জয়ী হয়েন। তখন ব্রহ্মণ ছোট ছোট নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেখানকার রাজাবী সর্বদাই পরস্পর কলহ করিতেন। রুপের পেশ, আরাকাণ, টেনিসেরিম্যাস সবগুলোই তিনি জয় করিলেন; খেলায় শাসনে যুদ্ধবাস্ত্র করিলেন। তথাকার রাজধানী তিহার হইতেই হইলে, সেই স্থানেই তিনি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই আলাপ্রা হইতেই বর্ণার শেষ রাজবংশের শুরুপাত। এ সব বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় পালাশী যুদ্ধের সমসাময়িক; অর্থাৎ, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

তখন আসাম, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্য বর্ণ রাজেরই ক্ষমতাধীন ছিল। বর্ণের রাজখানা এই পথ দিয়া আসিয়া ব্রিটিশ রাজ্য লুট-ভারত করিতেন, নিষেধ করিয়া কর্পোরাতও করিতেন না। এই সর্বকালের যুদ্ধে বিপ্লব ঘটে। কাশ্মীর সাহেবের সম্বন্ধে ইরাবতীর ভিতর প্রবেশ করেন। একটিমাত্র তোপের আরোহকেই রেঙ্ঘুন অধিকৃত হয়। সেখানকার কেলাগুলি শেখান কাঠে নিখিল ও চন্দন কাঠের কাঠুকাঠের বৃক্ষ উপরে ঘরচিত। ভূমির হইলেও দেখিয়া অতি পরিপাত ছিল। রেঙ্ঘুন অধিকার করিয়া তিনি চারি দিকে সৈন্য পাঠাইয়া দেশ জয় করিতে লাগিলেন, এবং অতি অল্প আয়াসেই সে কার্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া বড়োরাজ আমেরিকান পাদরী জড়ুনকে সম্বরণ করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিলেন।
চীন ভমণ

প্রস্তাব করিতে পারা ইলেন। এই পাদরী সাধুের কথা পর বলিব ।
১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ান্দাৰু বা বান্দারু নগরে সন্ধি স্থাপিত হয়।
ইংরেজ আরাকাণ, টেনিসেরীম ও আসাম দখল করিলেন, এবং
যুদ্ধের খেসারত ধর্পে এক কোটি টাকা পাওনা ধার্য্য করিলেন। এই
অবধিই বেঙ্গল ইংরেজের করতলগত রহিল।

ইহার অর্থে এই লর্ড ডালহাউসীর আমলে দ্বিতীয় বম্বা-যুদ্ধ
গোষ্ঠী হয়। ইংরেজ বনিকদের উপর বন্দোবস্ত অন্ত্যাচার করিয়া-
ছেন,—ইহাই যুদ্ধের করণ। এবারও প্রায় বিনা যুদ্ধে নিম্ন নিম্ন
বা পেপু ইংরেজ দখল করিয়া লইলেন।

আবার ইহার কিছু দিন পরে, লর্ড ডক্রিয়ের সময় তৃতীয় বম্বা-যুদ্ধ
ঘটি। সেই হইতেই বম্বার সাধারণতা একেবারে অবহেলিত হইয়াছে।
আবার সে সকল ঘটন। বেশ মনে আছে—তথাপি আমি প্রেমিকা
পরিক্ষা দিয়া উদ্যোগ করিতেছি। রাজা মণ্ডলীনে মরিলে
তাহার চেলে ধীর রাজা হন। জারো বলিয়া অনেক তাহার সিংহাসন-
অধিকারে আপনি করেন। ধীর ইংরেজী জানিতেন, এবং সর্বজনপ্রিয়
ছিলেন। রাজ্যের প্রধান রাজী, তাহার কথা 'সুপোষ্ণলাটের' সহিত
ধীর বিবাহ দিয়া, তাহাকেই সিংহাসনে অধিরাজ্য করেন। শুনা যায়,
রাজ্যারোহণ করিয়াই বিদ্রোহের ভয়ে ধীর রাজাবংশের হাতা-ভগিনী
প্রভূতি অনেক আমীর-শাহনকে শোষাতে হতা করেন। সকল অসমান
দেশেই ওরুপ হয় ; দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবও ওরুপ করিয়াছিলেন।
কিছু দিন রাজন করিবার পর আবার আর এক গোল উঠিল যে,
শেরুন-কাঠ-বাব্বাৰী 'বম্বা-বষে টেডিং কোম্পানীর' উপর ধীর
অন্ত্যাচার করিয়াছেন। ট্র্যান্সভালে উইটব্যাকারদের উপর অপরা
বাবহার উপলক্ষ করিয়াই বুঝি যুদ্ধের দ্বন্দ্বিত্য হয়। পরে আবার এক
কথা, অতীত ধীর বন্দী সম্মতি মহিত সাহসীগণ করিয়া
চেষ্টা করিতেছেন। রূবিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সহকারী সম্পন্ন করিতেছে, এই অঙ্কিলাতেই তিনত-অভিযানের আবশ্যক হইল। এইরূপ নিত্যঃ।

রাজার “ধৌব” ও তাহার মহিষী “সুধারাজী”।

চিত্রে উপস্থিত একজন ব্যক্তি নতন নতন দোষারোপ হইতে লাগিল।
চাঁদ ভোজন।

তখন উত্তর-বঙ্গের নূতন আবিষ্কৃত হীরার খনির কথা শুনিয়া অনেক ইংরেজ-বাণিজ্য তাহা হস্তগত করিবার জন্য বাস্ত হইলেন। রাণু এবং কিছু শর্মিষ্ট স্থানে ও হীরাফ�নির লোকের দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্য-সংগ্রহ বিলুপ্ত করিবার প্রধান কারণ। দেশ তাহা চিরস্থায়ি করিলে, কারণের আর অভাব হয় না। এই সকল সত্য মিথ্যা নানা কারণে, ১৮৮৫ হইতে, শেষ বন্ধ্য-যুদ্ধ ঘটে। রেস্বুন দখল করিতে একটি তোপের আওয়াজ করিতে হইয়াছিল, মানালেতে তাহাও আবার হয় নাই। বাঙ্গালা জয় করিতে যেমন সত্তর জন মাত্র পাঠান সৈন্যসই পর্যাপ্ত হইয়াছিল, এথেনেও সেইরূপ ইংরেজ-সৈন্য উপস্থিত হইবামাত্রই বর্ষা জয় হইল। ধীরে ও তাহার মহিষীকে বল্লী করিয়া মাজ্জাকে পাঠান হইল। ইংরেজগণ সমস্ত বর্ষা অধিকার করিলেন। এখন এই রাজপরিবারের অর্থভাঙ্গা যার-পর-নাই দূরবস্থা হইতেছে।

তারপর হইতেই স্থানের শুভাঙ্গ ইংরেজের হইতেই শত। ক্রমেই দেশের উন্নত, লোকবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে। প্রথম প্রথম ভারতের রাজ্য হইতে ব্রহ্মের রাজ্য-বাণিজ্যাদির জন্য অর্থ যোগাইতে হইত বটে, কিন্তু আজকাল রাজ্যের আর্থিক উন্নতি হওয়াতে, তাহা আর দিতে হয় না, বরং কিছু উদ্ভূত থাকে।

বর্ষা ইংরেজের হাতেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে। মুসলমান জাতি কখনও বর্ষা জয় করেন নাই। তাহা হইলে বর্ষাতেও ভারতবর্ষের মত অবরোধপ্রথা নিষেধায় প্রচলিত হইত। মুসলমান-বিজয় কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে এই বর্ষা ছুড়াইয়া মালস উপকূলে কিয়া পড়িয়াছিল। সেই কারণেই মালসের অধিবাসীরা মুসলমান। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, যদিও বর্ষা-যুদ্ধের সময় বর্ষাকে নিতাঙ্গ হীনবল দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহার বহ পূর্বে বর্ষা একটা হীনবল ছিল না।
ধর্মে দিয়া তাহারা বর্ষার আসিয়া বসবাস করিয়াছে। যে সকল আদিমনিবাসীদের পরামর্শ করিয়া। তাহারা বর্ষা দেশে বাস করে, দেশে অনেক জাতি এখনও বর্ষায় দেখা যায়। তাহার মধ্যে 'কারণ' জাতি একটি। ইহাদের অধিকাংশই শ্রীলঙ্কার দীর্ঘকাল হইয়াছে, এবং সেই কারণেই সকল বিষয়েই ইহারা উন্মত।

বর্ষার পূর্ববর্গ অতিশয় আলো-পরবশ। কেবল চূরট খাইয়া, গল্প-গুজব ও আমদ-আহলাদ করিয়াই সময় কাটায়। ধান বর্ষার একটি প্রধান উৎপন্নদ্বয়,—এত বড় ধানের আড়া আর কোথাও নাই। প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে তিনটি টাকার ধান এখান হইতে রণ্ধনী হয়। কিন্তু অনেক চাষা শুরুকার মাদ্রাজী শ্রেষ্ঠ কর্তৃক বড়ই উৎপীড়িত। অতিরিক্ত আমদ-আহলাদের জন্য একেই শ্রীল টাকা ধার করিয়া তাহারা বড়ই বিপন্ন। পূর্বেই বলিয়াছি, বর্ষা প্রায় শতকরা ৩০ জন চীনে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং তাহারা বন্য-রমণী বিবাহ করিয়া এক প্রকার সংস্কার জাতি উৎপন্ন করিয়াছে।

গুলি যায়, ইহাতে বর্ষার অনেক মঙ্গল ঘটিয়াছে। তাহাদের অপতাগণ পিতার মত পরিশ্রমী,—বর্ষা দেশের লোকের মত অলস নহে। কিন্তু অনেক চীনের মূল্যে দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ছেলেুগুলিকে লইয়া যায়, মেয়েদের রাখিয়া যায়। মেয়েরা বর্ষার মত শ্রীলঙ্কামুখীদের দেশ হইতে চীন দেশে গিয়া ক্ষুধী হয় না। তাহার ফলে এই দাড়াইয়াছে, একেমোল মেয়ের সংখ্যা। এত বেশী যে, কোনও বিদেশী বর্ষায় যাইলে তাহারা উপনন্য হইয়া থাকিবার জন্য দলে দলে তাহার নিকট আসিতে থাকে। বিদেশী লোক একা বর্ষা দেশে বেশী দিন থাকিলে তাহার আর নিয়ে নাই।

বর্ষা দেশের লোক তাল কারিগর। ঘরে ঘরে রেশমের কাপড় বোনা হয়, কিন্তু বাড়ীতে ছাড়া তাহারা সে মোটা রেশমের কাপড়
বেবহার করে না। যে দেশে রেশমের কাপড়ই সাধারণের পরিধিতে, সে দেশে সাজ-সজ্জায় স্পৃহা কত বেশী তা সহজেই বুঝা যায়। মিহি রেশমের কাপড় চীন হইতে আমদানী হয়,—তার দামও অনেক।

সাজ-সজ্জার বিষয়ে তাহাদের এত বাড়াবড়ি যে, কাপড় একবার কাচাইলে আর সে কাপড় তাহারা বাহির হইবার কালে পরিবে না,—কেবল বাড়তীতেই পরিবে।

বর্ষা দেশে কাঠের কাজ ও গালার কাজ অতি পরিপূর্ণ হয়। আমি কতকগুলি গালা-পালিস-করা বড় বড় কাঠের ও ঝড়ির খালা ও গেলাস আনিয়াছি। এক একধানির বারো আনা মাত্র দাম। যে দেশে, সেই স্থায়িত্ব করে,—সেগুলি এত অন্ধকার।

বর্ষাবাদীর বিবাহ-প্রথা আমাদের বিবাহ-প্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বালা-বিবাহের তো নামকরণ নাই। ওসব অঞ্চলের কোনও দেশেই সমাজের দায়ুন অনিষ্কার বালা-বিবাহ-প্রথা নাই। দিন-শুক্ল দেবিবার তার সব ভ্রমে আমাদের দেশের মত বৈঠকের উপর ভালুক; তবে বর-ক'নেই পরস্পরকে বাহিয়া লইয়া থাকে। চীন বা জাপানে কিন্তু এতে প্রথা নাই। সে সকল দেশে আমাদের দেশের মত বাপ-মা যাহাকে পছন্দ করিয়া দিবেন, তাহার উপর কাহারও কথা নাই। আমাদের দেশের মত বর্ষা বর ক'নের বাড়ি গিয়া বিবাহ করেন। চীন ও জাপানে ক'নেকে সমারাহের সহিত বরের বাড়ি বিবাহ করিতে হয়। বর্ষায় স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এতেই বেশী যে, বিবাহের পর জামাটাকে অষ্টতঃ কিছুদিন খণ্ডরস্ত করিতেই হয়।

ধূলাপায়েই কেহ কেহ হই তিন বংসর থাকেন। কেহ কেহ বা খণ্ডর-বংসের উপাধি লইয়া। চিরকালই পোয়াগুলিতের মত খণ্ডর-বংসে

থাকিয়া যায়। এক জন জাপানীর নিকট শুনিয়াছি, জাপানেও এতেপ
এ সকল দেশের মধ্যে কোনও দেশেই বিবাহ ধর্ষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়,—সামাজিক চূড়ান্তিত যায়। ইচ্ছা করিলেই চূড়ান্ত ভাংজিতে যায়। এ বিষয়ে স্ত্রী স্বাধীনতা বর্ষা দেশে অত্যন্ত অধিক। শুনিয়াছি, কোনও কোনও স্ত্রী বহু স্ত্রীয় বালিসর নীচে পান-প্রাপ্ত স্ত্রী দিয়া চলিয়া যাইলেই হইল। পঞ্চায়তে বিবাহভঙ্গ বিরোধের মীমাংসা করিয়া দেশ। স্ত্রীলোকের এই স্বাধীনতাটাকেরও বর্ষায় বর্ষায় বহুবিবাহ যে কিরূপে প্রচলিত হইল, তাহা বুঝা যায় না।

বিবাহের বড় একটা বাচ বিচার নাই; যেমন সহজে হয়, তেমনি শীত ভাঙিয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ দুই জনে কিছুকাল একত্র থাকিলেই বিবাহ সাবধান হইল। স্ত্রীলোকের বার-তার সহিত থাকা চলে। শ্রেষ্ঠ বিষয় যদি সঙ্গে থাকুক না কেন, একনিষ্ঠ হইলা থাকিলে তাহাতে সমাজে তাহাদের অর্থাদানের কোনও হানি হয় না। চঞ্চল-প্রভাব হইলে অবশু আলাহিদা কথা।

তুষ্টে পাওয়া ও ভূত ঠাকাননি বিশাল সকল জাতিতেই আছে। প্রসবকালে বর্ষা দেশের স্ত্রীলোকের বন্ধুরায় আয় অবধি থাকে না। কুসংখ্যার বৃদ্ধ দেশের মহান হয় মহান থাকে, নীচে উঠের দাইয়ের হাতে সব ভার হয়। পুরুষদের ইহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। এ বিষয়ে পরিবর্তনের মৌল পৌঁছিতে দেরি লাগে। প্রাথমিক অনুষ্ঠানের চতুর্দিকে অধিবেশিত করিয়া রাখা হয়। উদ্দেশ্য, গরম রাখাও বা, আবার ভুত ঠাড়ানো বা। সে অন্য তাপে কি যত্নায় রেকমেন কাটে, তা বুঝা যায় না। সাধারণ এইসকল থাকিবার পর অষ্টম দিবসে তাহাকে 'ভেগার বাধার' অর্থাং গরম মাঝের 'ভাপেরা' দিয়া গরেই ঠান্ডা জলে মান করান হয়। তাহাতে যে কত শিক্ষা ও কত প্রস্তুতি মারা যায় তাহার ইচ্ছা নাই। আমাদের দেশের মত এইসকল নীচ শ্রেণীর দাইয়ের প্রথা বর্ষায় এখনও অধ্যাত্মে অন্যতম হইতেছে।
চীন ভ্রমণ।

মাঝে ভাতো বন্ধ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রধান থাকি। বর্ষা দেশে পচা মাঝার চাট্টনের মত বাবহত হয়; তাহাকে ‘নাপি’ বলে। ‘নাপি’ বর্ষাীরা অস্ত উপাদেষ সামগ্রী বিলিয়া বোধ করে। রাধা ভাত ও তরকারী ফেরি করিয়া বিক্রয় করে। আমাদের দেশের মত রাধা খাওয়া অস্ত্রীত ‘সঁড়ি’ বিলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ষাবাসীরা সচরাচর মাটিতে উপু হইয়া বিলিয়া হাত দিয়া আহার করে। চীনা প্রথা,—তেবিলে বিলিয়া ‘চপ্পটি’ দিয়া আহার করা। আহারান্তে বর্ষাবাসীজ আমাদের মত হস্তমূল্য প্রকাশন করে। আহারের সহিত পানীয় ডেবো ব্যবহার ও সে দেশের কোথাও নাই। সকলেই সময়স্ত্রে চা থাইয়ার চুষ্প-পান কেহ করে না। চুষ্ট বা তন্নল কোন না কোন কথা সহজভাবই ব্যবহার হয়। গ্রী-পুকুর উভয়েই ধূমপান করে। সাধারণ যে চুষ্ট ব্যবহার করিয়া দেখা যায়, সে চুষ্ট খুব মোটা ও বড়। এত মোটা যে যথে ধরিতে কষ্ট হয়। বন্ধা ও মালের লোক পান-স্বাদুর থাই। আরিং-সেবন জাপান ছাড়া। অন্যের সকল দেশেই প্রচলিত।

গ্রীলোকের চুল রাখা সকল দেশেই প্রথা, তবে মঙ্গোলিয়ান জাতির মত অত চুলের আদর আর কোন জাতিই জানে না। তাদের যেমন গোফ-দাড়ি প্রভৃতির স্থানে চুল বড় জন্মে না, তেমন মাথায় চুল খুব লম্বা ও সোজা হয়। পৃথিবীর আর কোন জাতিতে ইহাদের মত কেবের এত পারিপাটি করে না। ইহারা চুলের সজ্জা লইয়াই সারাদিন বাড়ি।

বর্ষা দেশের পুকুরকান্ন বড় বড় চুল রাখে। তাহারা সব চুলগুলি রক্ষা করে। চীনের মাথার মাঝে লম্বা বিস্তারী রাখে মাত্র।

গ্রীলোকের পায়ে গহনা নাই, যা কিছু আছে কানে, হাতে ?
চলচ্চিত্রে পোষাক পছন্দ। কাপড়চোপড়েই তাহাদের সজ্জার বেশী-ভাগ দৃষ্ট। কিন্তু উপর অবধি অর্থিতা বুঝি পরে বলিয়া, স্বাধীনতার চলা ফেরার ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই বর্ষা, জল্পনার ব্রীলোকের চলা ও নীচ সরল ভাবে হয় না; কতকটা আড়ত৷-আড়ত৷ ভাব।

বস্ত্রের লোক অলস, এবং আমোদ ও সজ্জাপ্রিয় একথা পুরনোই বিলম্বিত। ভবিষ্যতের ভাবনা ইহারা ভাবে না। সেই জন্য অনেক লোকই সংস্কৃত। নাচ, গান, যাত্রা ইত্যাদি পারিহ হইয়া থাকে। তড়িৎ লড়াই, পুরোই লড়াই, নৌকার বাঁচি-খেলা সচরাচরই দেখা যায়। বঙ্গদেশ ধনধার্য পূর্ণ। আমরাবাস নির্মাণের জন্য শেষে কঠোর ও আহারের জন্য চাউল অনায়াসে অর্গাণ্ড জামে। আহার ও আশ্রয়-স্থান,—এই হইটি জীবনধারণের প্রধান আবশ্যক—দ্বিতীয়ে এই সহজে যোগাড় হয় বলিয়াই তাহারা এত অলস হইয়া পড়িয়াছে। গণান্তর মূলত হইলে সকল দেশেই এরূপ ঘটিত থাকে,—লোকের অলস ও অকল্যাণ হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষেও এরূপ ঘটিত হইছে। তাই দেশ বহুগুণ হইলেও বর্ষাবাসী এখন আর তত লাভবান নয়। লাভের বেশীর ভাগই বিদেশী ব্যবসায় ও স্বদেশীর হাতে যায়।

বঙ্গদেশে সচরাচর শব্দেহ গোর দেশ, এবং ফুঁস্টার শব্দেহী দাহ করা হয়। কখন কখনও বা কিছু দিন গোর দিয়া রাখার পর সেই শব্দেহ পুনরায় উঠাইয়া বহ সমারাহের সহিত দাহ করা হয়। আমাদের দেশে যেমন অশোচ-পালন-রুপ একটি নিয়ম পালন করিয়ে সকলেই বাধ্য, ও সকল দেশেও সেইরূপ। অশোচ কালে আহার ও পরিধিত সমব্ধে বাধা নিয়ম আছে। আমীর রূখীতা অশোচের দিন বাড়ে ও কমে; সে সময় নিরাপদে ভোজনই করবে। ফুঁস্টার অশোচ কম, বাঁচাবে সরকারের বেশী। বাপ-মায়ের জন্য অশোচ অশোচের মত; তিন দিন নহে। আমাদের দেশে যেমন অশোচ
চীন অভ্যন্ত।

অবস্থায় সাদা ধুতি পরিধান, ও অন্ধল সর্বত্র সেইরূপ সাদা রঙই শৌক একাধারের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত। ইউরোপে কিছু সাদা রঙ শৌক ব্যক্তি বহু বালিয়া বিবেচিত করে। রঙই শৌক ব্যক্তি।

চাওল ও শেঁজুর কাঠকে বসানো প্রধান উৎপত্তি হয়। ইহা ছাড়া হীরার খোন ও বন্ধা-অয়েল নামক কেরোসিন-হাতীর্ম এক প্রকার খণ্ড তৈলের পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, এত থাকিতেও বসানো লোক গরীব। আলাদা ও অবিচ্ছেদ্য তহার প্রধান কারণ। তাহারা কিন্তু কাঠ ও গালার কাজে স্থিনিত শিল্পী। রেশম ও বন্ধ চূরটের অল্প-বিস্তর কারার চেল। আমি এ সকল জিনিষের কিছু কিছু নয়নও আনিয়াছি।

বন্ধাকারীরা তাড়ি থায় এবং মাত্রাম করে; কিন্তু চীনদেশে অমন দেখি নাই। সকল দেশের সব পাপ-সহায়তার বন্ধারীর আঞ্চন অনুক্রম করিয়াছে। শুধুমাত্র, তাদের দেশে মদ বা আফিং কিছুই তত প্রচলন ছিল না। এখন চাইলের কাছে থেকে আফিং ও পাণ্ডা, জাতি ও হাইরাস্থ নিকট মদ বাইতে শিখিয়াছে। একটা তাড়িখানার কাছে পাড়াইয়া কতকগুলি লোকের কাছের কাছের দেখিতেছিলাম তারা অতি অনুরোধ ভঙ্গ করিয়া আমায় ভঙ্গচাহিতে লাগিল। কিন্তু চীন দেশে কত আফিং থায় আড়ালে গিয়াছি, তারা কেহ কিছু বলে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, হারমোন ভঙ্গবাদার তীর্থভ্রমণ। অনেক যাত্রী বৃষ্টির রাগ্রুহ, রাজগুরু বারাণসী প্রভূতি থানে তীর্থ করিতে আসেন। আমি তখন দেশে ফিরিতেছিলাম, তখন কতকগুলি ভদ্রবংশীয় ত্রিতী ও পুরুষ তীর্থ করিতে আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, ঐ আমার কতকগুলি চেলে মেয়ে? চেলে-মেয়েতে আমাদের ওড়িষা রঙ ভরা, এই কথা হইয়া তাহাদের আর আমাদের দীনা ধারিত না।
চাঁদ দেশেও এই পরিচয় পাইয়া গীতকথার অন্তর্ব্য অনন্দ অন্তর্ব্য করিতে দেখিতাম। বৃক্ষার স্থিত কথায় জিজ্ঞাসা করিয়েন; তাহাদের প্রথম প্রশ্ন এই। অর্থে সুরা গুলিতে চাঁদ, অথচ পুত্র ফুটে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না,—প্রশ্ন করিবার অন্তর্ব্যের জন্য অপেক্ষা করেন; অথবা অন্তর্ব্যের মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে চেষ্টা করেন। বিবাহ ও ছেলেপুলে হইয়াছে জানিলে যেন একদলভুক্ত মনে করেন, এবং মিশিবার সঞ্চাচ আরও কমে। ছেলেপুলের কথা গুলিলে সকল দেশের গীতকথারকেই অনন্দের সীমা থাকে না; পুরুষদের অনন্দ অন্তর্ব্যর বিশেষ বিলিয়া মনে হইত না। সকলেই ছোট ছেলে ভালবাসে। বিবাহে বিবাহে ছেলেকে আদর করিতাম, তখন প্রত্যহ বুধবার, তাদের মা-বাপের মনে অনন্দ উথালিয়া উঠিত।

জীবন পর্যন্ত তাহতে বাহির হইয়া এক কুঠীর খালিয়া নগা অনন্দ নিতভিক্ষ চাহিল। তাহ ছেলেটি বাপের দেখাদেখি এসে হাত পাতিল। ছোট ছোট হাত গলি বেশ ঝঞ্চর দেখাচ্ছিল। তার শরীরে কানও রোগলক্ষণ নাই। কুঠীর গ্রামে দেখিলাম। গরিব হইলেও বেশ- বড় বাণী অপেক্ষা অনেকটা পরিকার-পরিচ্ছন্ন। আমার কাছে রোপানো ছাড়া আর কিছু ছিল না। দিলে ইত্যাদি করিয়া একটি কুঠীর রোপামুদ্রা কুঠীর হাতে দিলাম। হিন্দীতে বলিলাম, দু’জনে অধ করে নিও। ছেলেটি হাতে না পেয়ে বড়ই বিস্মৃত হলেন। জাহাজে করিয়া আসিয়াও মনে হতে লাগিল, তার হাতে কিছু দিয়া আসিয়া।

নদীরে এক জন গীতকথার তার ছোট ছেলেটিকে জানা পাতিয়া বিন্দু উপাসনা করিতে শিখাচ্ছিলেন। আমার সে দৃশ্য বড়ই ভাল লেগেছিল। ছেলেমানুষের ভাবে ও আধ-আধ নরে যেমন এক বগীচা ভাব প্রকাশ পায়, তারও প্রতাপ অব্যবহার্য্য প্রতোক কার্য্য এই ভাব পরিপূর্ত।
বর্ষার দৌকানে জিনিষ কিনিতে গিয়া। অন্তত জিনিষ কেনার মত অতি বিরক্তি বোধ হয় না। বোধ হয়, তাহার একটি কারণ, শ্রীলোকেরা বেচে বিলিয়া। চীনে দেখিতাম, এক জন পুরুষ দৌকানী পাঁচ ডলার মূলা বিলিয়া দশ সেন্টে জিনিষ বেচে। এত ঠকাইবার প্রয়াস! কিন্তু এখানকার দৌকানে শ্রীলোকেরা বস্তঃ আমাদের দেখিয়া। প্রায় ঠিক ঠিক দাম বলে। বোঝাই দর দস্তার করিতে হয় না। অসহায় বিদেশী বিলিয়া শ্রীলোককেলে করণ ভাব তাদের ব্যবহারেও দেখা যায়।

একটি ছাউনিওয়ালা বাগারে কিছু জন্য দেখে নিজের গিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি লোক জড় হয়ে ফিসের মীমাংসা করিয়েছে। এতে লোক, তবু তত গোল নাই। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আরও গোলমাল হুঁহু যায়। একটি নমুনী হুতাশীর সময়ে অনেকগুলি শ্রীলোক ছিল। হুতাশীর লোকের বিলিয়া বিলিয়াছিল, নীচের একটি দেবদারু কাঠের বায়ের উপর একটি শোষকায় রুদ্ধ বর্ষণ যেন মন্ত্রাহতের মত বিলিয়াছিল। তার পাশেও অনেক লোক। এক শোয়ানী মুসলমানকে জিজ্ঞাসা। করিলাম, কি হ’য়েছে? সুনিলাম, এই হুতাশী বৃদ্ধের শ্রী, হেলে বিবাহিত। মেয়ের সহিত দৌকানে প্রভাত এক বন্ধু আসিয়া অনন্তর পর্যন্ত গল্প করে,—মেয়ে তাহাকে চুটিক্ষণের ব্যবহার দেয়। বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের ছেলে চ’পরে চলে চাই দিতে এসে দেখে গিয়ে বাপকে বংলেচ। তাই রুখ, বাপার কি ভাল করিয়া জানিওয়া যেন নিজেই এসেছে। তার মুখের তাব বড়ই কষ্টবায়ু,—প্রতিশোধের মত প্রচলন না। যেন সন্ধিক্ষ ও অশ্রুতক্ষ হইয়া ভাবিয়েছে, কেন এমন অস্য এমন হলাহল পান করিলাম। হুতাশী নমুনী; কিন্তু তাহাকে অশ্রুতক্ষ বিলিয়া মনে হইল না। তার যেন প্রধান ভয়, এ সব গোলমাল শুনিয়া যদি সে বর্ষণ হুতাশী আর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না আসে। নয় ত প্রশ্ন ক’রে পা।
দাড়াতে কাটার, এমন তার তাহার মুখে ছিল না। শ্রীলোকেরা তার দোষ ঢেকে তার পরম্পরায় ক'ছিল। সকল পুরুষদেরই দেখিলাম বুঝের দিকে টান। কে জানে কেন, বুড়োর প্রতি আমার অগুন্মাত্র সহায়তা হ'লো না। অবিচ্ছেদনার কার্যে, অসমত বিষয়ে সহায়তা কেমন ক'রে হবে?

এক দিন লেকু পাক্ক দেখিতে যাবার সময় রাস্তায় দেখিলাম একটি আঘাতযুদ্ধের বন্ধ রমণী কাশাচাঁ। হ'ল জন লোক তাকে সাবধানে ধরে নিয়ে রাখিল। সে বড়ই আকুলতায় কাদাচাঁ। কাদাচাঁ এ জ্ঞানে তো ভাবা জানার দরকার হয় না। তবে কি জ্ঞান ও কাহার জ্ঞান কাদাচাঁ জানিবার জন্য আমার থেকে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে জ্ঞানে বলে, সর্পাঙ্গে উঠার ছেলে মারা গিয়েছে, তাই কাদাচাঁ। কাজার বুলিট এইরুপ,- “তুমি গেলে আমি রহিলাম, তোমাকে আর ঘরে গিয়ে দেখিতে পাব না, সে ঘরে কেমন ক'রে থাকবো?” ঠিক কি আমাদের দেশের মত! তার সঙ্গীরাও কাদাচাঁ কাদাচাঁ ভাঙ্কে—ঠিক কি আমাদের দেশের মত! পথে যে দেখি, যে শুনি, সেই চোখের জলে ফেলে যাচে,—ঠিক কি আমাদের দেশের মত!

এই দিন পরে রেঙ্গুন হইতে জাহাজ ছাড়িল। একটি শ্রীলোক এক প্রোডাক্ট জাহাজে চড়িয়ে দিতে এসেছিল। জাহাজ ছাড়িলে সে নদীতীরে হৃদয় লুটিয়ে অভিশপ্ত কাটার হ'য়ে কাদাচাঁ লাগল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিলাম রেখার নত তার পোহাটি মাটিতে পড়ে রয়েছে।
পিনাঙ্গ।

[ প্রথম প্রশ্ন। ]

রেক্ষুন হইতে জাহাজ ছাড়িয়া দুই দিন দুই রাত কমাগত বাওয়ার পর চতুর্থ দিন তোরে জমি দেখা গেল। এ সকল জমি রেক্ষুনের মত সমভূমি নয়; কেবল পর্বতময়। উপকূলের চতুর্দিকেই সমুদ্র হইতে মাছ ধরিবার বিপুল আয়োজন দেখিলাম; বড় বড় কাল রঙের হুটী দিয়া ঘাস অন্ধ্র জাল ফেল। বীরবরদের ঘাবার খাত তীরে ছোট ছোট কর্কট আয়রণের ঘর। পাল তোলা নৌকার অহরহ তীর আছে। সাত আর মাছই এ সকল দেশের প্রধান আহার। এই সকল মাছ উকাইয়া বচ দিন পর্যায়ে বেশ রাখ যায় ও তাহাই অন্য দুরবসী সানে রাখি রাখি রপ্তানি হয়। এখানকার সকল দেশই সুইকে মাছ একটি উপাদান যাহাত। এ সকল দেশে কত ন্তুন রকমের মাছ দেখা যায়। 'জেলী ফিশ' (Jelly fish) মামক এক প্রকার মাছ ঠিক জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। চিত-চিত্ত করা ছাতার মত দেখিতে। তার চতুর্দিক হইতে বেন নানা রঙের ফল-কুল ঝুলিতেছে। (Cuttle fish) 'কাটেল ফিস' মামক আর এক রকম লম্বা লম্বা দাড়াইয়া গোল মাছ মাথা নীচের দিকে করিয়া জলের ভিতর ঝুরিয়া বেড়ায়। ইহারা বড় হিংস্র ও প্রশিক্ষী; কিন্তু চীন-মানুষেরা অতি উপাদান মনে করিয়া এই জাতীয় শুক্না মাছ থায়।

বন্দরে জাহাজ দুইবার তথ্য সাপ্তাহিক সাম্পণ আসিয়া জাহাজের চারি ধারে ঘিরিল। মাঝিরা সকলেই চীনমান। তাহারা তাহাদের প্রিয় নীলাচরের চলচ্চিত্রে পোষাক পরিয়া কৃষ্ণবন্দু দাঁড় বাহিয়া।
পিনাঙঃ

চাহাজের সহিত চলিতে লাগিল। চীনে যাত্রীদের সহিত উচ্চস্বরে খানা খেনা চীনে ভাষায় তাহাদের কথাবার্তা চলিতে লাগিল।
বাণ্ডহ হয় তীরে নামাইবার দরদমানের কথা হইয়েছিল। জাহাজের উপর দড়ি ছুড়িয়া দিয়া তাহারা সেই দড়ি ধরিয়া জাহাজে উঠিল। সিনুক ও তোরঙ্গলাল দড়ি বাধিয়া জাহাজ হইতে সামপানে কেলিয়া দিতে লাগিল। বিয়র কোলাহাল হইতে লাগিল ও বাগ্নার চিঙ চারিদিকে দেখা গেল। কাডাকাড়ি, মারমারি দেখিয়া আমি মনে করিলাম, নিষ্ঠুর কতকগুলি লোক মরিবে ও জ্ঞাম হইবে; কিন্তু সেরুপ

"সামান না।"

মালয়দেশ হইতেই চীনেমানের দেশ আরম্ভ হইল বলিয়াই চলে।
বহুলে তিন ভাগের এক ভাগ চীনেমান। এখানে শতকরা ৮০ জন চীনেমান। প্রায় সব বার্সাদার চীনে; কুলি মুটে মন্দুর অধিকাংশই চীন। অসংখ্যা জীন-রিকা বা ঠেলাগাড়িওয়ালা; সকলেই চীন।
চীন ভ্রমণ।

চীনেরা অন্ধুত জাতি। আকৃতি, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও ভাষা,—সকল রকমের ইহারা আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

নীরা একটি বড় (Clock Tower) কুক টাওয়ার ও তার ধারেই একটি ছোট জেটি আছে। সেখান হইতে বোঝাই হইয়া মালপত ছোট রেলগাড়ীর সহযোগে সহরের ভিতর নীত হইতেছে। রাস্তাগুলি চওঁড়া ও অতি পরিকাঠামোই সাদা কাঁকড়ি ও বালি দিয়ে বাধান। ঠেলাগাড়ী ছাড়া ঘোড়ার গাড়ী বেশী নাই বলিয়া রাস্তা খারাপ হয় না। আমাদের কলিকাতার মত ঐ রাস্তার ধারে ফুটপাথ নাই। এই ধারেই দোকান। অধিকাংশ দোকানেই বিলিভিত-বদিয় চীনেরা নিবিড়চিন্তে আপন আপন কাজ করিতেছে। রিক্সা গাড়ি চতুর্দিকে অবিশ্রান্ত ঘাটাঘাট করিতেছে। একবার সাহাজ হইতে কিনারায় নামিলে হয়; অমনি দশখানি রিক্সা তোমারে বেরিয়ে।

সকলেই তোমাকে চড়াইতে বাধ্ব। এত মাহুষ, ও মাহুষের পরি-প্রকাশের মূল এত সত্য যে, এই জন্ম মিলিয়া একখানি রিক্সাতে চড়িয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বেড়াও। এতি ঘটায় ২০ সেন্ট মাত্র দিতে হইবে। এখানকার মুদ্রার নাম 'সেন্ট' (Cent) ও 'ডলার' (Dollar)। আমাদের দেশের মুদ্রায় এক টাকা হয় আনা একটি ডলার পাওয়া যায়। ১০০টি সেন্ট একটি ডলার হয়। এক টাকায় যেমন ৬৪টি পত্রিকা, তেমনি ৭০টি সেন্ট পাওয়া যায়। কলিকাতার চিঠি লিখিবার জন্য লপটকারের দাম ৩ সেন্ট এবং টিকিটের দাম ৪ সেন্ট। রিক্সা গাড়ীগুলি দেখিতে ছোট বড়ি গাড়ির মত—বিচিত্র, হালকা ও নানা রঙের ফুল, পার্দা ইত্যাদি চিন্তাবিদ্যাতে হয়। জানু অবধি পা, কাটা পাখামায় ও কম্হই অবধি হাত
পিনাঙ  

কাটো চলচ্চিত্র কোন পরিস্থি এবং প্রথম আত্মপন্থা নির্বাচনের জন্য একটি 
চৌড়াইয়ের হাট (Straw hat) মাঝার দিন, যাম মুরিয়া জন্য গলার 
হইতে একখানি রমলা বুলান শুষ্ক চীনেমান, যাত্রীগণ তৃতীয়কে 
এই গাড়ীগুলি দিনে আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা। টানিয়া বেড়াইতেছে। একটি 
অধিক পরিশ্রমের ফলেই তাহারা হ্রদঘোষ হয় এবং ১৭১২ বাংলা 
এটির পরিশ্রম করার পর, অন্যতম হাঁটা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
চীনেমানদের মধ্যে হ্রদঘোষ সচরাচর দেখা যায়। 

মালয়েশিয়া ও তাহার অধিবাসী সম্প্রদায়ে আমি বেশী কিছু দেখে নাই; 
কারণ এ সকল স্থানে চীনেমানই পর্যন্ত আসেন, মালয় অতি কম। তবে 
এর দেখা যায় তাহারা মনে হয়, সে দেশের লোকেরা অতি ভ্রুদ্ধাগ্রস্থ। 
তাহারা বেলে, স্বল্পকার্য ও সবল; কিছু বাবসাবালিক বড় একটি 
তাহাদের নিজেদের হাটের নাই। এখানকার সূচিতে ব্রাহ্মণের মত 
তত ধন-ধান্যে পূর্ণ নয়। বেশ তবুও গ্রীলোকেরা ব্যবসা করে, 
দোকান করে; কিন্তু এখানে কেহই সরু কাজ করে না। একটি 
কথা প্রচলিত আছে, "Malay is a good horseman," অর্থাৎ 
খোড়ার কাজে মালয় খুব মজ্জাত করেন চড়িতে, তত্তেমন তার তোঁতাক 
করতে। সকলেই ছোট কাজ দান আছে। ইহারা হয় খোড়ার 
গাড়ির সহিত-কোচওয়ানি, নয় পোষ্টপিয়ন, বেহারা বা চাহারাওয়ালার 
কাজ করে। অতি পরিপাটি অন্ধকার শুধু পোশাক পরিয়া তাহারা 
ও শ্রীরীতে সক্ষমচিত্তে নিজ নিজ কাজ করিতেছে। তাহারা মুসলমান 
ধ্বন্নাবল্য; কিন্তু দাঙ্গি রাতে না। 

তাহারা আমাদের মত ছোট করিয়া চুল ছাঁটে,—চীনেমানের মত 
আণ্ডামুখিতি বেনী (Pigtail) ইহাদের নাই। লুঙ্গ পরে, কোট 
গায়ে দেয় ও বাক। করিয়া কেপ (Felt cap) মাঝার দেয়। গ্রীলোক- 
দের তোমরা অবরোধ প্রথা নাই। অনেকে মাঝার কাপড় অবধি দেয়
না। তবে কেহ কেহ মাথায়ও কাপড় দেয় ও বাহিরে বাইবার সময় রিক্সা গাড়ির সামনের পরদাতা একটু তুলিয়া দেয় মাত্র।

তাহাদের মসজিদ পাগোড়ার মত চূড়াবিশিষ্ট, এখানকার মসজিদের মত নহে। তাহাদের ভাষা মালাই; কিন্তু আরবী অক্ষরে লিখিত হয়। বহুদিন পূর্বে মুসলমান ধর্ম প্রচারকালে আরব জাতির প্রভাব, বাবসাস্ত্রেই হার বা ধর্ম প্রচারার্থই হার, এই সকল দেশ অবধি প্রসারিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এদেশে মুসলমানধর্ম ও আরবী অক্ষর প্রচলিত হইয়াছে। এদেশে ডিঙাইয়া আরব জাতির ধর্ম ও বর্ণমালা এখানে যেকেনন করিয়া, কাহা কর্ডুক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা জানিনার উপায় নাই।
পিনাঙ্গ।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

কি জানি কেন, যত যায়গায় গেলাম, তথাকার সকলকে ভারতবাসীর মনে হইতে লাগিল। তাহার বুদ্ধি কম; মুঠিবার উচ্চাশাও কম। আর উচ্চাশা নাই বলিয়া তাহার মনের অস্বাভাবিকতা ও অশাস্তিও নাই। অপূর্ণ উচ্চাশা হইতেই মনে অশাস্তি আসে; তাই ভারতবাসীর শরীরে এত অস্থির—মন এত দূর্বল। নারী চীনেমানের সে অশাস্তির ছায়া মোটেই পড়ে নাই। তাই তাহার শরীরে এত স্থির ও দেহ এত সবল।

এ সকল অশ্লীল যত লোক—বিক্ষোভী, মাতাক, চীনেমান বা হামানী,—সকলেরই শরীরের গঠন ও রীতি-নীতির অনেকটা মিল আছে। সকলেই মঙ্গলিয়ান জাতিভুক্ত। গালের হাড় উচু; চোখ-শিখা ছোট ছোট ও ঈষৎ ঢাকা, রাটি ব্যাকাসে; মুখে লোম অকি অন্ত জন্মে এবং চুলগুলি লম্বা ও সোজা। ঐহাদের সকলেরই প্রধান ভাঙ্খল হাত ও মাছ। ময়দার বড় একটা ব্যবহার নাই। প্রায় সকলের ধরনেই অর্থনীতির বৌখ-ধরনের সংমিশ্রণ আছে। বোধ হয়, তাহাদের দেশে একক। মাছ খাওয়ার এই রো প্রচলন, তাহাও “অহিংসা পরমে ধম্মঃ” হইতে উংপব। নিজ হাতে প্রাণীহত্যা করিতে নাই, কিন্তু অন্য নারিয়া দিলে খাওয়ার কোন আপত্তি নাই। সকলেরই চলচ্চিত্রে পোষাক। অধিকাংশ লোকই আফিন্ট ও চা-সেবী। সকলেই যেন চীনেমানের অমূল্য করে। চীনেমানের চাণ লইয়াই বাস। তাহারা প্রিপাটি করিয়া খোপা বাধে ও সেই বোঝাপটি অনাবৃত রাখে এবং
মরাল একবার সকলকে দেখাতে ভালবাসে। তাই প্রাণাঙ্গে তাহারা মাথায় গোলা দেয় না। এ অংশে কোথাও গ্রীলোকদের মন্তকাবরণের (head dress) প্রচলন নাই।

ধেমন একাধারে সহ্রাদা। লোক ও দোকান তেমনি অন্ত দিকে ফাঁকা আনও আছে। সেখানে ধনীদের রাগান্ত ও পাতার বসন-বাঁধা; এবং গরীবদের বাষণ ও নারিকেল পাতা নিষিদ্ধ কুঁড়ে ঘর। বড় বড় নারিকেল গাছের বন—এক একটি গাছ আমাদের দেশের গাছ অপেক্ষা তিন চারিগুলি উচ্চ; তাহার ফলগুলিও উন্নত বড়। কিন্তু তার ভিতরের শাঁস সেরূপ পুরু নয় বা এদেশের নারিকেলের মত মিঠিও না। রাশি রাসি নারিকেল পিনাও হইতে বেশুর আমাদানি হয়। বহুদেশীয় গ্রীলোকেরা তাহ। অলুক কুটির। কাউন্ট্রি চিন্ডো ও নানাবিধ খাবার প্রস্তুত করে এবং পচা মাছের সঙ্গে মিশাইয়া “নালা” নামক চাটানী প্রস্তুত করে। নারিকেলের মালাটি ভাতের খোলের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিনাওর মূলগুলি পিনার অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ হয়ে এইদিকে চেয়ার, কতো আদি অনেক দরু প্রস্তুত হয়; সে দ্রব্যগুলি অন্ত চাকিও লামেও অতি স্বাদ। লালাভী লাভার জন্ম একে-বারে আচরণ। লাল গোলাকার ফুলগুলির পাশে সতেজ পাতাগুলি মানুষের পদদ্বারে, বেগমী কিরাবের হাওয়ায়, ধূলাতে বা মাছের ভরে অবহে বৃষ্টিতেছে ও খুলিতেছে। আমি আমার পকেট বহিতে পুরিয়া ঐ লালাভীর অনেকগুলি পাতা ও ফুল অনিয়মাত্য।

যে বন্দরে যখন জাহাজ লাগিত, আমি তখনই এই আমার “বন”কে আমার কামরায় খাবার রাতিতে বলিয়া সহর দেখিবার জন্য জাহাজ হইতে নামিতাম। যদিও বিদেশ-বিপ্লুই, তথ্যপি সেখানে সেখানে বাহিতে ও বেড়াইতে আমার একটুও ভয় করিত না। সর্বদাই মনে হইত, ভিক্ষার রাজ্যে সকলেরই ধন-প্রাণ নিরাপদ।
পিনাঙ্গ

পিনাঙ্গ প্রধান চাহি দেখিবার জিনিস আছে,—চীন দেশের খন্ন-মন্দির এবং জলপ্রপাত।

পূর্বেই বলিয়াছি, পিনাঙ্গ একটা পরমতম স্থান। পুরুষ পিনাঙ্গ নহে, পরে আমার যেখানে যেখানে গেলাম, তাহার সকল স্থানই পরমতম। পাতার স্থান। বেশুনের মত উহার সমতল ধ্বংস আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনে সমুদ্রতার পরমতম। আমাদের আয়ে-গিরিসমাকুল পরমতম দীপ। তবে পিনাঙ্গে ঠিক সমুদ্রতারই ধানিকটা সমতলবৃহৎ আছে, সহরটা তথায় অবস্থিত। উহার পীতান্তরে ও চারি পায় উহু উচু পাহাড়। অনেকগুলি ছোট নদী এই পাহাড় হইতে বাহির হইয়া, সহরের মধ্য দিয়া কুলকুল বেলে সমুদ্রে পতিয়া পড়িয়াছে। তাহ পিনাঙ্গে,—রেখুন্ন, সিক্কাপুর, হংকং প্রাচীর মত পানীয় জলের অভাব নাই।

প্রথমেই চীনদের মত দেখিতে গেলাম। উহা সহরের বাহিরে পার ৫০০ ফিট উচ্চ একটা পাহাড়ে অবস্থিত। ঠিক সেই পাহাড়ের গা বাহির। একটা ছোট ভোধ্যাত্মক দেখ মৃচ্ছরে স্থির গান করিতে করিতে নতুন প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। পাতার বাধান সিঁড়ি, পাটার,
চীন ভূমি।

অস্ট্রেলিকা, বাগান, পুরোহিতের ধর, দেবগৃহ হয়ে হয়ে উঠিয়াছে। বাগানের চারিদিকের নালায় কত পদ্মগাছ ঝরণার জলমগ্নতে গমিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটা উচ্চ ফোয়ারার। ঘরে পুরোহিতেরা একটা বসিয়া রহিয়াছে, কেহো টিবিলে বসিয়া আহার করিতেছে। তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত, বিনানী নাই। তাহারা সবে আমাকে মন্দিরের সকল হাত দেখাইলেন। তাহাদের বাসা বুঝাইয়া দেয়, এমন কোন লোক ছিল না। ইঙ্গিতে যতদূর বুঝা যায়, বুঝিলাম। দেবগৃহে ভীষণকার দেবতা বা দেবতার মুর্তি সজ্জিত। মুখে কোধরাণক ভক্তি; হাতে বক্ষমূর্তি বা যুদ্ধের অঙ্গশ্রুত; দাড়াইবার অঙ্গী যেন আন্তরিকশ্চু। সকল মূর্তিতে কৃষ্ণ ভাব। নন্দ ভাবের একটা মূর্তিও নাই। একটাও স্ত্রীলোকের বা বালকের মূর্তি নাই। শুনিলাম সৌভাগ্যের নেতৃত্ব ধরিয়া এই মূর্তিগুলি চীনমানান্দ বীর পুরুষ-পুরুষগণেরই মূর্তি। চীনমানান্দের বাড়ীর দেওয়ালেও এইরূপ ছবির পট দেখা যায়। মহারাজ বিপুল পরাক্ষে চীনকে শক্রহত্ত হইতে বাচাইয়াছেন, এ সকল তাহাদেহই প্রতিমূর্তি। অধিকাংশ চীনবাসিগণ এই সকল মূর্তিকেই পুজা করিয়া থাকেন। তবে মন্দিরের কোন কোন ঘরে ধাননাট বুঝেছেরও প্রশংসমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। চীনবাসিগণ এই সকলকে আলো, ধূপ, ধুলাদি দিয়া পুজা করেন।

মন্দির দেখা শেষ হইলে জল-প্রপাত দেখিয়া গেলাম। উচ্চ সহর হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। পর্বত-পরিধা বেষ্টিত বটানিকাল গার্ডনে, সেইখানেই অবস্থিত। ভিতরে দুর্গালিঙ্গ জলপ্রপাতের অস্ত্রহীন কাণ্ড যায়। সকল হাত হইতেই সে ধানি গুল্মৰ যায়, কিছু বুঝা যায় না। মনে হয়, নিঃস্বে কে যেন কার কাণে কাণে মিটা কথা কহিতেছে। সে স্থানটি এমন যে, একটু পাখি ঢাকিলে
চতুষ্কিষ্ঠ পাহাড়ে তাহা কতবার ধরনিত হয়। তাহার ভিতর কত রকমের গাছ সবচেয়ে রক্ষিত। ভারতবর্ষ চীন ও অঞ্চলের বিবিধ জাতীয় গাছ রক্ষা করাই এই বাগানের প্রধান উদ্দেশ্য। পথগুলি উচু-নীচু, পাহাড়ে পথের মত ক্রমে ক্রমে উচু হইয়া জলপ্রপাতের দিকে গিয়াছে। খানিকদূর গিয়া দূর হইতে জলপ্রপাতটি দেখা গেল। স্তুপাকার জলরশি পর্বতশিখর হইতে প্রায় ২০০ ফিট নীচে পড়িয়া ফেল। দোলাইতে দোলাইতে সবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। খানিক দূর গিয়া সেই সকল জল-তরঙ্গ, উপরে সেহু ও নীচে বাধান পথের মধ্যে দিয়া শৈলবালদল কাপাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে চলিয়াছে। চারি পাশে সে দেশের গাছ, গাছগুলি সব সতেজ। এক পাশে আমাদের দেশের চম্পকও দেখিলাম; কিন্তু উহা তত ফুলিত পায় নাই। আমাদের দেশের তেঁতুল গাছগুলি ছোট ছোট, ফলও তরঙ্গ। হবেই তো, বিদেশে, অন্যান্য হাজারের চের। করিলেও জীবনীশক্তি ব্যবহারের মত তেমন ফুলিত পায় না। তবে (Orchid) “অর্কিড” গুলি খুব বড়। একপ্রকার পতঙ্গভোজী গাছ আছে, তাহাকে (Pitcher plant) “পিচার প্লাংট” বলে। সে গাছের “ফুল” গুলি অতি বৃহৎ ও সে যন্ত্রগুলির সাহায্যে গাছটা মাছি ধরিয়া ধরায়, সে যন্ত্রগুলিতে মশা মাছির কক্ষপূর্ণ। (Fruit Dharion) “চৌরঙ্গ” ফল দেখিতে ঠিক আমাদের কঠালের মত, তাই একটা গাছে ফলিয়াও ছিল; কিন্তু উহা হইতে একরূপ বিকৃত গাছ নির্গত হইতেছিল। ব্রজ, মালয় ও চীনবাসিগণ এই ফলের কিছু বিশেষ আদর করিয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বটানিকাল গার্ডেনটি সহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে। তাহার নিকটবর্তী স্থানে অনেক পশুর দৃশ্য দেখা যায়। দিনের গৃহদের কুম চালা-ধরের আসার পরে গাছ বাধা। অল্পেই কুঠু
চীন আমান।

হইয়া লোকগুলি কাশ্মির পরিশ্রম, মৃদু শরীরে, অতিন্ত্রে দিন যাপন
করিতেছে। সকলেরই মুখে হাসি,—সকলই আনন্দের রোল। উষ্ণান
হইতে বাহির হইয়া। একটি স্বাভাবিক বড়ই মনমুগ্ধী দৃষ্টি দেখিলাম।
কোন গৃহের কর্তা ভর্তা রক্ষক ও পালক আজ ইহ্যাম ছুড়ে গিয়ে-
ছেন। কাপড় ঢাকা তাহার শবদেহ গৃহমারে শয্যায় আছে। মৃত
বাক্সির কৃষ্ণ ধুলায় বুটিয়ে কাঁদচেন। কাপড় তুলে মৃত পতির মুখ
দেখতে যাচেন, তার আত্মীয়েরা বাধা দিচ্ছে। বড় ছেলেগুলি
ও ছোট ছোলে মেয়েগুলি কাঁদচে। পাড়াপ্রায়ীরা কাঁদচে। লোকে পথ
দিয়ে গেয়ে যেতে দাড়িয়ে কাঁদচে। এক প্রতিবেশিনী তার ছোট
ছেলে কোলে করে কাঁদচে। তার যেই ছোট ছেলেটাও নামের
মুখের দিকে চেয়ে কাঁদচে আর ছোট হাতঘামি বাড়ীর নামের
চেথের জল মুছে দিচ্ছে।

বটানিকাল গাড়েন হইতে আরো খানিক দূরে এক স্থানে দেখি,
কতকগুলি কুলি এক জায়গায় বাড়ুম আগুন দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে
পাত্র তাঙ্গাছ। তা’র মধ্যে একটি কৃষ্ণকায় বলিত লোক খুলিয়ে,
কাপড় মত অতি করণার্থে, গান গাহিতে গাহিতে পাত্র বহিতে-
ছিল। তাহার মুখের গড়ান মালয় দেশীর মতও না, চীনমানের
মতও না। তাহার নাসিকা উল্টু। আমাদের দেখিয়া সে বন বন
আমার দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে পাতরগুলি মাটিতে নামাইয়া
আমার কাছে আসিয়া হিন্দীতে হিন্দীস। করিল,—“আপনি কি
হিন্দুমাৰ্গ হ’তে এসেছেন?“ আমি আশ্চর্য হ’য়ে উভয় বিলাম,—“হু।
কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?“ সে বলিল,—“আমার বাড়ী
মাটিতে। আমি বড় রাগী, ঝড়া করে একটি লোকের খুন করাতে
আমার মেয়াদ হ’য়েছিল, বছর কতক হ’ল খালাস গেয়ে আমি
এক ব্যবসায়িদের সঙ্গে এখানে এলে কুলির কাজ কচি।"
পরে সে আপনিই বলতে লাগল,—“আমার কেউ নাই, আমি ইংরাজি বুঝিও কিছুদিন পড়েছিলাম। তার পর এখানে এসে এক মাস গ্রীলোককে বিয়ে করেছি। সে বড় ভাল। সে আমায় বলে,‘তুমি যে দেশে যাবে আমি ও সঙ্গে যাব,—মার বারণ ভুলব না’।”

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম লোকটি রোজ ২০ সেন্ট রোজগার—

করে। তার স্ত্রী অনেক ভাল জিনিস তাকেই খাওয়া, আপনি খাট না। সে নিজে সারাদিন খাটে, বাড়ী যেতে পার না; আর তার স্ত্রী রোজ চূপেরবেলা ঘরের কাজ সেরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আজ আসে নাই। স্ত্রীর পায়ে সেদিন একটা পাত্র গড়িয়ে চোট লেগেছে। তাই স্ত্রীর পায়ে আজ সে লম্বনের তেল মালিক করে দিয়ে এসেছে।

সে বলল,---“এক জনা বলেছিল—এতেই সেরে যাবে। তার পায়ে বড় বাধা হয়েছে,—সে চলতে পারে না।” এই সব কথা এমন সরল কান-কান ভাবে বলতে লাগল যে, আমার ইচ্ছা হ’চ্ছিল, চুটে গিয়ে তার স্ত্রীর পায়ে এমন ওষুধ বেঁধে দিয়ে আসি, যাতে তার বাধা এখনি ভাল হ’য়ে গায়,—এখনি তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে।

দেই কুলীর সহিত আমার আরো কথা কহিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার সহায়তার সাধ্য একটি সাহেব বড় তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন; স্বতরা আর বেশী কথা হুইল না। আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম—

“তুমি যে গানটা গাছিলে, তার মানে কি ?” সে বাহা বুঝিয়া দিল, বাঙ্গালা ভাষায় তার ভাব এইরূপ,—

“তুমি আমার পরম হেতুকাজ্ঞ। আমার ঘোর হুণিনের সময় তুমি কোথায় ছিলে? জীবনের প্রথম অবস্থায় তোমাকে পাই নাই কেন ? এতদিনে পেঞ্চি,—সব বাধা ছুড়ে দিয়েছে, সব কঠ ভুলে গেছি।”
চীন ভ্রমণ

যেৰূপ অস্তারের সহিত সে গানটা গাছিল, হিন্দীতে বুঝায়: দিবার সময়েও যেন "যার পায়ে চোট লেগেছে" তার মধুর ছবি। তার অন্তরচক্র সামনে এসে গাড়াল; তার মুখে খুনে দম্যার ভাব একটুকুও দেখিলাম না।

সে আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিতে এল। আসিবার সময় তার কাছের কাছে একটা দাগ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কিসের দাগ? সে বলল, "হ'বছর আগে যখন আমি আমার প্রিয়ে বিয়ে করি তখন আমার খুশির ও পাড়াশুন্ধ লোক মিলে আমাকে মেরেছিল। খুব মেরেছিল। কেটে রক্তাপ্রকৃৎ হ'য়েছিল। কত দিন ভুগী। ও তারই দাগ।" তারপর সে আপনিই বলল, --"কাজ শেষ হলে যখন বাড়ী যাই আমার প্রিয় এই জায়গায় হাত বুলিয়ে দেয় আমাকে।" তার ওইরূপ সরল কথা শুনে আমার চোখে জল এল। খুনে অশিক্ষিত কুলী সে মানববন্ধনের এত গুরুত্ব ভাব কোথা থেকে বর্ণন করতে শিখলে তা ভেবে পেলাম না।

সারাপথ তার কথা ভাবতে ভাবতে জাহাজে ফিরে এলাম। পরদিন বিকালে ঠিক ওটার সময় পিনাঙ হ'তে জাহাজ ছাড়িল। তখন সেই কক্ত টাওয়ারের মধুর ঘরে ঘড়ি বাজছিল।
সিঙ্গাপুর

[ প্রথম প্রস্তাব ]

মালয় দেশে আমি তিনটি স্থান দেখি আছি। প্রথমটি পিনাঙ। পিনাঙের কথার পূর্বের দুই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। মালয়ের সরাসরি বড় সহর সিঙ্গাপুর। পিনাঙ হইতে সিঙ্গাপুর যাইতে তিন দিন লাগে। তবে পথে পোট হাইটেনহাম নামক এক বনার্ডু ধাটু কতকের জন্য বাড়াও থামে।

হাইটেনহাম একটি ছোট বনার্ডু; সবে প্রতিপালিত হইয়াছে মাত্র। সেখানে ম্যালেরিয়ার উপর এ স্থানটি অবস্থিত বলিয়া এখান হইতে রেলবাগে মালরয় দেশের ভিতরে বহুদূর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। পিনাঙ বা সিঙ্গাপুর দুইটি স্থানই দ্বারে অবস্থিত, এই কারণে এই সকল স্থান হইতে মালয় উপদ্বীপের মধ্যভাগে রেল যাওয়া অসম্ভব। তাই এ স্থানে একটি নূতন আড়া করা হইয়াছে। এ স্থানটি নিচু সমতলভূমির উপর, অন্যদিন হইল নিবিড় জঙ্গল কাটিয়া স্থাপিত। সেখানে বড় সাইঙ্গাঙ্গাত; মশার উৎপাত ও ঘরের প্রত্যাহার ও এই স্থানে বেশী। প্রতিভাশালী ডাক্তার রসের আবিষ্কারের আজকাল স্থির হইয়াছে যে, এক তাত্ত্বিক দুর্ঘটনা দর্শনযোগ্য ম্যালেরিয়া ঘরের উৎপাতের কারণ। সেই কারণে বিশ্বাস করে শেষের শেষের প্রারম্ভের অর্থাৎ পৃথ্বীর সময় ও পরে যখন মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকে, সেই সময় মশার বিস্তৃত হয়। তাহার ফলে ঐ সময় আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া ঘরের যত প্রভাব হয় অন্য সময়ে তত হয় না। কিন্তু হাইটেনহাম বনার্ডু সমুদ্রপুকুরের মাটি অনবরত ভিজা থাকাতে বার
এখান হইতে চাহাজ ছাড়িয়া তাঁর পর পরদিন প্রাতে সিঙ্গাপুর পৌছিলাম। পূখু মালয়-উপদ্বীপ নর, সমগ্র এসিরাম মধ্যে সিঙ্গাপুরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য বন্ধ। বন্ধের ঢুকিবার সময় চুরি হইতেই তাহার
অন্ধকার পাওয়া যায়। অসংখ্যা ছোট ছোট পাহাড় জল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের উপর অতি সুন্দর সুন্দর বাঙালী নিশ্চিত, ও তাহার চারি পাশেই পিনাকের মত প্রকাশ প্রকাশ মাছ ধরিবার অঞ্চল। নানা রকম নুতন নুতন মাছ এখানে পাওয়া যায়। পুকেই পিনাকের প্রবেশে বলা হইয়াছে, "কাটেল ফিস নামক এক প্রকার বড় বড় দাড়া সাধারণ গোল মাছ জলের নাচে মাথা নিচু করিয়া চলে। অতিশয় হিংস্র স্বভাব বলিয়া ইহাদের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রথম। দেখিলে এক রকম বলিয়া পাশের ইহার ছবি দেওয়া গেল।

একটি কথা আছে,—এ সকল দেশের লোক মত ভাত খায়, তত নাছ খায়। অসংখ্যা ছোট বড় সাম্প্রদায়িক কোলেলে ও ক্রুড়গমনে, যে দিকে ইচ্ছা পাল তুলিয়া যাইতেছে। সাহায্যে যে দিকেই হউক না কেন, এ দেশের মত সমুদ্র-পরিবেষ্টিত স্থানে মাঝিরা নৌকা চালাইতে পারে বিশেষ যে যে দিক উত্তর পালকিতে কাজ করা যাইতে পারে।
চীন ভাষায়

বায়ুভরে পাল কীট হইয়া যখন নীল রঙে চিহ্নিত চোখ আঁকা "ডায়োন" কোলান সাম্প্রতিক সমুদ্র আচ্ছন্ন করিয়া একটি জলন্ত ভাসিম্বা বেড়ায়, দূর হইতে তখন সে দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। ছোট বড় অর্ণব-পাতের ও সংখ্যাই নাই। নানা দেশের নানা রকম নিশান তুলিয়া বাণিজ্য-তরী সকল সমুদ্রে ভাসমান। এখানে কত রকমের বিভিন্ন জাতির গুজ্জ-জাহাজ দেখিলাম। কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে, কেহ মাঝেরিয়ায় নগর করিয়া আছে, কেহ জেটিতে কল্যান বোকাই লইতেছে। তাদের শিটির বিকট শর শুনুলে যেন গ্রাণ কঁপে উঠে। ভীমদন গোরা ও কাফ্রী সৈন্যগুলি ঠিক যেন গম্ভীরের মত দেখিতে। আর তাদের বাবহারও পশ্চাৎ মত। রুষ-জাপান যুদ্ধের জন্য একটি বিভিন্ন দেশের এত রণতরী এখানে জন্ম হইয়াছে; আবশ্যক বুঝিলেই যুদ্ধে যোগ দিবে। "স্থীমলঘু" গুলি তীরবর্গে নিকটবর্তী স্থানে বাহারাত করিতেছে। বন্দরে দুঃখিয়া গতদূরদেখা যায়, কেবল নোক। আর জাহাজ; তাঁহাদের আর কিছু দেখা যায় না। কলিকাতার বন্দরের সহিত তুলনায় এ বন্দর অন্যতম দৈহিক বড়। সহরের প্রাকৃত বাড়ীগুলি সব যেন তীরে অবস্থিত হইয়া দাড়াইয়া আছে।

জাহাজ জেটিতে যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ছোটছোট ডিঙ্গীতে চড়িয়া মালায় দেশের কতকগুলি কালো কালে। নমুনটি লোক আসিয়া জাহাজের চারিদিকে ঘিরিল। তাদের মধ্যে ৮৯ বংসরের ছেলেও অস্তকগুলি ছিল। আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল, এদের কাণ ম'লে ভূলে দিয়ে আসি। কিন্তু তা’হলে এদের আর এমন স্বাভাবিক না। এরা খুব জবাব দিতুরী। জাহাজের উপর হইতে দিকি হয়। জলের ফেলে দিন্তে এরা তঞ্চ্যান্ত হয়ে দিয়ে তা’ তুলে আনে। এরা মাছের মত অপলোককে সাতার দিতে পারে। সমস্ত দিনই এরা ছোট ডিঙ্গীতে চ'ড়ে সমুদ্রতীরে যুবে বেড়ায়; আর জাহাজ আসিলেই
সিঙ্গাপুর।

এইরূপে সিকি দূয়ানী রোজগার করে। এইরূপে প্রতিদিন এদের
আয়ের যথেষ্ট হয়। এদের অন্য কোন কাজ নাই। শ্রম ও মালয়ের
সমুদ্রতাপর্বতী লোকেরা সম্ভবতঃ কার্যো অতি পটু। শুনিয়াছি এডেনেও
নাকি এরূপ দুর্বলী আছে।

বন্দরে প্রবেশ
করিবার সময় জাহাজের রেঙ কমান হইল। চারি দিকে
অক্ষর ‘জেলি’ মাছ দেখা গেল। সুখা-
রাখিয়ে নানা রঙে
রঞ্জিত হইয়া তাহার তলের নীচে বেলিয়া
বেড়াইতেছে; দে-
থিতে ঠিক যেন
শেত ও লোহিত
আতায়ক পথফুলের
মত, অগ্র সাদার সারাংশ অতি কম।
জল হইতে তুলিয়ে
এককুট লম্বা একটা
জেলি মাছ সমুচিত হইয়া এক ইঞ্জি হয়। ডাডাইনের ক্রমবিকাশ
মতে, এই জেলি মাছ জীবের বিকাশের দ্বিতীয় অবস্থা। জুল
দেহের ভিতর দেহ-লেজেরও আবর্জনা হইয়াছে। প্রথম জীব
সিঙ্গাপুরে আর একটি ফুল দেখিলাম। কালো ফিরিকীর পোষাক-পরা কতগুলি মাদার জাহাজের ধারে ধারে ছোট নোকা
করিয়া অনেক রকম প্রবাল ও নানা বিধী ছোট বড় চিত্র-বিচিত্র শামুক
বেহিয়া বেড়াইতেছে। সেগুলি দেখিয়ে এক ফুল যে, মনে হয়
ঠিক যেন গজন্ধন নিশ্চিত সাদা সাদা ফুল। এই প্রবালগুলি ক্রমবিক্রম-
পর্যায়ে জেটি মাছ হইতে এক স্তর উচু, শুধু দেহনল নয়, ইহাদের
দেহে খাদানলও সংযুক্ত আছে। দামও অতি অল্প। এক ডলার দিলে
নানা রকম রঙ ও আকারের এক জুড়ি প্রবাল পাওয়া যায়। অজ্ঞাত
অনেক গুলি কিনিয়া আনিয়াছি ও আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকে উপহার
দিয়াছি।

সিঙ্গাপুর দ্বীপটির উপকূলের অর্ধেক অংশ ক্রমিক জেটি দিয়ে
বাধান। একক স্থানে বাহাদুরী কাঠের অভাব নাই। বড় বড়
বাহাদুরী কাঠ দিয়ে জেটি প্রস্তুত। এখানে বাবসা-বাবিজা এর বেশী
টে, জাহাজ একবার জেটিতে লাগিয়া মালপত্র নাবাইয়া না দিলে বা
বোঝাই না নিলে চলে না। যতদূর চয়ন যায়, জেটিতে সারি সারি
জাহাজ বাধা রহিয়াছে। অতি ক্ষুণ্ণতার সহিত আমাদের জাহাজ
জেটিতে ভিড়ান হইল। চীনেমান কুলি, কুলির সরদার, কেরাণীর
ইত্যাদিতে জেটি পরিবাস্ত। সবই চীনেমান। মার্শালেশী বহুল
স্থানে অবস্থান দেহতে তাহারা অকালে ১০১২ ঘটা করিয়া। খাটিয়া
মাল নাবান-উঠান কাজ করিতেছে। জেটির পাশেই বিশ্ব অবস্থান
চেউদোলা টিনের শুদাম-বর। তার ভিতর হইতেই ছোট টেন্যোগে
মালপত্র সহরের ভিতর নীত হইতেছে। তার নিকটেই পাথুরে কমলার
গুপ্ত। বহুদূর ধরিয়া পর্বতাকালে কমলা রক্ষিত হইয়াছে। যেন
সমুদ্রের ধারে বরাবর একটি অবিচ্ছেদ কমলার পাহাড়ের সারি চলিয়া
গিয়াছে। সিঙ্গাপুর জাহাজে কমলা লাগিয়া একটি পেয়ান আলিয়া।
সিঙ্গাপুর।

জাহাজের জন্য পাথুরে কয়লা বোখাই হইবার স্থান। এ অঞ্চলের সকল জাহাজই এখানে থাকে। জাপান যাইবার জাহাজই ইউক, আর চীন যাইবার বা অ্যাটলসি। যাইবার জাহাজই ইউক,—সকল জাহাজই এখানে আগে লাগে ও এখান হইতে কয়লা ও আবর্তকীর্ণ দ্রবাদি বোখাই লয়। সিঙ্গাপুর যে কেবল বড় বাবসার স্থান বা কয়লা বোখাই হইবার আড়া, তাহা নয়; এ স্থানটি অতি সুদৃশ্রুপে রক্ষিত। এখানে একটা কেলা আছে, তাহাই অতি সুকোমলে গঠিত ও দুর্ভিক্ষ।

সিঙ্গাপুরের আবহাওয়া অতি সুন্দর। বিশ্ববেঞ্চার অতি সম্ভিক্ত, স্নতরাং এখানে সুল গরম হইবারই কথা; প্রকৃতপক্ষে এখানে কিন্তু বেশী গরম পড়ে না। সমুদ্রের নিকটবর্তী সকল স্থানই যেমন বেশী শীত বা বেশী গরম হয় না, এখানেও সেইরূপ। এখানে প্রায় সবার বছর ধরিয়াই একরূপ নাতিশীতোষ্ণ ঋতু বিরাজ করে। এখানে বায়ুকাল বলিয়া কোনও কাল নাই। বৃষ্টি সবার বছরই মাকে মাকে হইয়া থাকে।

যেখানে এমন চিরবসন্ধি বিরাজমান, সেই স্থানের সেই ছোট ছোট পাহাড়ের উপরকার ছোট ছোট বাঙ্গালীর দিকে চাহিলেই আমার মনে হইত,—যে ভাগ্যবান পুরুষের। এ স্থানে বাস করেন, তাহারা কত শুক শরীরের কত মনের স্থূলে থাকেন। উল্লুক বিমল বাসাস দিবারাত্রি বহিতেছে। কলিকাতার ঘন অবস্থিত দুঃস্থি ও ধূমসমাকীর্ণ বাড়ীর তূলনায় এবং বিপণিল ত সর্পপুরী। অনন্ত সন্নাম সমুদ্র চাঁদজীর বিষ্ণু। স্থায়োদয়ে, স্থায়োদয়ে ও পৃথিবীর বিমল আলোকে সমুদ্র-বক্ষে নভোমণ্ডলের প্রতিবিধ পড়িয়া কতই না জানি শোভা হয়।
সিঙ্গাপুর।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

জাহাজও জেটীতে লাগিল আমিও জাহাজ হইতে নামিলাম। জেটীতে লাগে বলিয়া, এ সকল স্থানে জাহাজ হইতে নামা-উঠার কোনও গোলমাল নাই। রেলওয়ের মত সাম্প্রতির সাহায্য লাইতে হয় না। নামিয়া আর চাই পাঁ' গেলেই অসংখ্য রিক্সস (ঠেলা গাড়ী) পাওয়া যায়; সুতরাং এ সকল স্থানে ভ্রমণ করার বিশেষ স্থবিধা। পূর্বাঞ্চলে বলিয়াছি, ঘণ্টায় দুই জন রাতে ৩০ সেট মাত্র তাড়া; — রিক্সগাড়ী ঘোড়ার গাড়ীর মত বেগে চলে; সুতরাং অতি অন্য সময়ে ও অতি কম খরচে সকল স্থান দেখা যায়।

প্রতি সাগর বা প্রণালীতে প্রবেশের পথেই ইংরেজ অধিকাংশ একটু না একটু স্থান আছেই। সমুদ্রের উপর কোমতা অস্কুল রাধিকার কঙ্ক এরূপ আবশ্যক। এক সিঙ্গাপুরই কোথাকেই পথ আগুলিয়া আছে। চীন, জাপান ও আন্টিলিয়া যাইবার পথে সকল জাহাজকেই এখান দিয়া গাইতে হয়। শুধু এখানে নহে, ভূমধ্য সাগরের পথে জিজ্ঞাসাটী হইতে দেখিয়া আসিলে, সকলই এরূপ দেখা যায়। ভূমধ্য সাগরের মধ্যপথে মাল্টা ঘোড়া ইংরেজ অধিকাংশ। মিসর দেশ ইংরেজেরই কম্পায়নে; ইহা ভূমধ্য সাগর হইতে লোহিত সমুদ্রের পথের অবস্থিত। লোহিত সমুদ্র হইতে বাহির হইবার পথেই এডেন-বন্দর। তার পর ভারতবর্ষ, লঙ্কাদীপ ও প্রস্তাব ত ইংরেজেরই করতলগত। মালয়-প্রণালীর পথে পিনাঙ্গ ও সিঙ্গাপুর এবং চীন-সমুদ্রের একদিকে লাবুয়ান ঘোড়া এবং অপর দিকে হংকং ঘোড়া ইংরেজাধিকৃত।
সিঙ্গাপুর।

শেষের এই অধিকারগুলির একটি বিশেষত্ত্ব আছে। ইহার জমির পানিকটা অংশ ও তাহার নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত। পিয়ারো একটি দ্বীপ; কিন্তু নিকটবর্তী তুঁথের অংশুকার নাম ওয়েলশলি টাউন। এইরূপ সিঙ্গাপুরও একটি দ্বীপে অবস্থিত; কিন্তু "নিকটবর্তী তুঁথের মালাকা বলে। বর্তমান প্রধান আজীবন আছে, তাহা দীপেই অবস্থিত। বিদেশে দীপই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান। পিয়ারো, সিঙ্গাপুর, হংকং,—সবগুলি দ্বীপ। তুঁথগুলি জমি, আবাসনরীন বাসবা-বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক। সেই স্থান হইতেই রেলপথে ইউরোপীয় পণ্যাবাদি দেশের ভিতর নীত হয়।

বহুপূর্বে এই সকল স্থানের নিকটবর্তী দ্বীপগুলো পর্ন্যবিজ্ঞানের কমতাই প্রবল ছিল। তাহাদের হাত হইতে ওলন্দাজেরা অনেক স্থান কাঁদিয়া লইয়া এবং অনেক স্থান আবার ইহাদের হাত হইতে ইংরাজের, ফার্সি, জাপান ও আমেরিকা প্রভৃতির হাতে পিয়ারো। এইরূপে নিকটবর্তী স্থানগুলি বিদেশীয় জাতির মধ্যে ভাগাভাগী হইতাছে।

নামিথাই প্রথমে জোটেতে খানিক পরিবর্ধন করিলাম। কথা মাত্র উহা লেখা, তাহার আমি শেষ পর্যন্ত গাইতে পারিলাম না। চীন-কুলির ভিড় ও নালপাশ নামান্তর গোলমালে তাহার উপর দিয়া গাইতাছে ও সহজ নহে। চীন কুলি অতি সমৃদ্ধ, তাহারা নিশ্চেষ্ট কাজ করে। চীনিয়ার কালা বা ভাষা-চুরা ক্ষতিগ্রস্ত থাকে। কলিকাতার কুলি বা রেষ্টির মাদাজী কুলি কত রকম সহ করিয়া গান করে। ইহাদের মুখে কিছু কোন শক্তি নাই। সত্যেন কাজ করিবে, কখনকখন হরে হইল একবার বিশ্রাম করে না, কেবল ঠিক আহারর সময় ফিরিয়ালালার কাছ হইতে হতে তাঁত-তরকারি কিনিয়া পাঠায় জন্য সন্ন্যাসের মূল পাছে৷ সকাল হইতে সক্ষু। পর্যন্ত অবিরাম পরিশ্রমের মূল৷ অর্থ-কাংশ হলেই ২০ বা ৩০ সেটে অর্থাং আসাম মাত্র। বেশী লোক বলিয়া
চীন ভর্মণ।

চীনদেশে মহুরী এত সঙ্গ। তাই চীনের মালয় এথনিকাদেশ প্রবৃত্তি স্থানে এত ছড়িয়ে পড়েছে; ও ভারত বর্ষ, ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য চীনিজ নাগরিক ও কূলির কাজ করিয়া আয় লাভ করিয়াছে বাংলাদেশের জনক বন্দ চীনে কুলি চালান হয়। তাহার সরোবর আনা রোগ নাইতেছে। জাহাজের আফ্রিকার লোকেদের নিকট হইতে যবে পাইলাম বে, এক একটি চীনে কুলি চারিটি ভারতবর্ষীয় কুলির কাজ করে। নুতন হিসাব মত কট সঙ্গ পড়ে। প্রশ্ন তাই দেখিলাম।

নারিকেল বিক্রেতার রিজ গাড়ী।

রেখতে যে বলে সব বস্তা হটা তিনটি কীগরেক মাজারী কলাইতে গান
গাছিতে গাছিতে মুখভঙ্গী করিয়া তুলে ও ফেলিয়া জ্ঞম করে, এক একটী চিনে কুলি অবলীলাক্রমে তাহার বহন করিয়া থাকে। কিন্তু ভৎসনায় ও কুত্তকক্ষণ ধরিয়া। ঈহারা শাব্দিক দিকে গাছের টানিয়া। লইয়া বেড়ায় তাহা দেখিলে তাহার কত তে ক্ষমতা তাহা বুঝা যায়। বটানিকাল গার্ডেন দেখিতে যাইবার কালে ধনী ছায়াযুক্ত বড় বড় নারিকেল-নিকুঞ্জের ভিতর দিয়া ক্ষগঠন চিনে রিকুস ওয়ালা দ্বারা। যখন তীরে গেলে আমাদের রিকুস গাছই নিত হইতেছিল, সে স্থানে—সে সময়কালে আমার মনের অনন্ত ভাষায় বুঝান যায় না।

এই পরিশোধের সহিত তাহাদের আহারের তুলনা করিলে বিষয় হইতে হয়। দিনে—তিনবারে ৩ পেয়ালা মাত্র ভাত-তরকারি ও অতি সমান্ত মাস্ত মাসে ও কিছু নাছ থাইয়া ঈহাদের দেহ কেমন করিয়া এবং পাখি ও বলিয়া থাকে, তাহা বুঝা যায় না। আমার মনে হইয়া, আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা ঐ বেলায় অদ্যাবধি ঈহাদের একজনের দৈনিক আহারের চাই তিন পুণ আহার করে। অত্র আহার ও কার্যকর পরিশোধে এবং মনের চিরপ্রকৃতিতে ঈহাদের পরিশোধে বলিলাক্ষণ করে। মৃদুজ্জ্বলের সে সব লক্ষণ, তার সব চুলিয়া এদের ভিতর দেখা যায়।

এর সুমারে একবারে অকাতরেন—ঠিক যেন মৃত বাক্সিক মত। মাত্রে শুয়ে এবং বাশ বা কাঠের বার্শাম মাপার দিয়া যে অবস্থায় চূড়ান্ত, সেই অবস্থায়ই উঠিয়ে—একবারে পাশ ফিরে না। এদের প্রতিদিন মঞ্চাজ্জু প্রথা নাই,—তিনার দিন অস্ত্র, যখন অবস্থাক হইবে, তখন থাইবে। আর সে দাঁতও গতে কুচকানবাঙ্কি হইতে হয়। নায়ে প্রাচুর্যা বা তরলতায় লেখ মাত্র তাহাতে নাই। অতি অল্পনাত সময়ে ঈহাদের মলতাস সমাধা হয়।

এদের পোষাক চালালে ঈহাদের ও কোট; তবে কেহ কেহ গাঁঁ খুলিয়াও কাজ করে। চীনজাতি বড় নৌকরঙ্গ প্রিয়। তাদের পোষাক
চীন ভ্রমণ

নীলরঙের, সাম্পূর্ণ নীলরঙের, বাঁধি গুলিতে নীল রঙ মাথান ও সাইন্টাক্সগুলির হয় জমি না হয় হরফ নীল রঙের।

এদের স্থানজমের কারণ কি ও এমন স্থান মাংশ পেশীবহুল দেহে অতিরিক্ত কার্যকর পরিশ্রমের কুফলই বা কি,—সে সব কথা বিষ্ণুতরূপে পরে নিল। তাহা হইতে আমাদের দেশের লোকের অনেক শিক্ষাবাটি আছে। তবে এই টুকু মাত্র এখানে নিল। রাখা আবশ্যক না, চীনের ভিতরে সদরের আর্থিক বড়ই দেখা যায়। পিণাঙ প্রক্ষে রুক্স ওয়ালার কথায় নিল। বিশ্বাস যে, দশ বার বংশের এক গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তাহারা হঠাং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কুলি ও নৌকার মাঝিরও সেই রূপ। সদরের এক পৃথিবীর কারণ।

থাকে; কিন্তু মাথান জল দেয় না,—পাঁচ বিনানীতে লোকা জল লাগে ও চুল বিজিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে আগনাদের কাপড়গুলিও কেটে দেয়। মাথা ধুইয়া জল আলাহিদা দোকান আছে, সেখানে গরম জল ও সবাঙ্গ দিয়া মাথা ধুইয়া চুল বিনাওয়া দেয়। পূর্বেই বিশ্বাস ফিরিওয়ালা। ভাত, মাছ, মাখ, তরকারী ইত্যাদি বেচিয়া বেড়ায়। কোনও কুলিকে রেখে হয় না। দিনে তিন বার-বাইবার খাব ১২ সেক্ট মাত্র। কাপড় জাম। ছিটিয়া গেলে চীনে ফিরিওয়ালী শ্রীলোক দই এক সেক্ট লইয়া তাহা রীণু করিয়া দেয়। ঐবার জমা এদের একটি মাত্র একটি কাঠের বা বাংশের বালিশ মাত্র। দরকার হয়। এরা কখনও আহারের সময় জলপান করে না, অথবা কখনও সবচেয়ে মাত্র জল পান করে না। আবশ্যক মত ছোট ছোট পিণাঙ্গীর সবজে চা খাত; তাহে চিনি বা চুরি দেয় না। আবশ্যক সকল জুথাই ফিরিওয়ালা। সেই স্থানে আতিন্থা যোগাযোগ; কুতুব তাদের কাজের ভাবনা ছাড়া আর কোনও ভাবনা ভাবিতে হয় না।
সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুর প্রবন্ধে চীনের সমন্দে বেশি কথা বলার আমার ইচ্ছা ছিল না; সে কথা হংকং, এমন প্রভূতি চীনের দেশীয় স্বাগতকে বলিলাই ভাল হইত। তবে মালয় দেশ ও তথাকার আদিরাসী সমন্দে পিনাঙ্গ সমন্দে বলিতে গিয়া। অনেক কথা বলিয়াছি আর ইহাও বলিয়াছি যে, এ সকল দেশে শত্রুরা ৯০ জন চীনের বাস করে। যদিও দেশটি মালয়-উপদ্বীপ বর্তে, কিন্তু চীনের অধিবাসী বেশি ও ব্যবসায়ী হয় তাহারাই প্রধান। এই কারণে চীনের কথা আপনিই আসি। পড়িল। বিশেষ সিঙ্গাপুরের মত একটি প্রধান বন্দরে বিপুল জোটের কথা বলিতে বলিতে চীনের কুলির কথা না বলিলাই নয়।

জোটের কথা বিভিন্ন প্রাকার দেখিলাম। বেঙ্গল হইতে আশীর্বিভূষিত চাহার বন্দী টাসা রহিয়াছে। আমরা আবার আরও কতকগুলি চাহার বন্দী নামাইয়া দিলাম। বাহাইরী কাঠ, লোহার কড়ি, ককি-গেটার আয়ারোণ, অনেক বিলাতী কাপড়ের গাটি ও আলান্না নামাইয়া রকমের বিলাতী ব্যাগারি নামিল। জোটেতে অধিকাংশই বিদেশী পণ্যমূল্য। জাপানী দেশলাইয়ের অসংখ্য বড় বড় বাজার এখান হইতে গালান হইয়া। ভিন্ন ভিন্ন জাহাজের বেঙ্গল প্রধান পিরাঙ প্রভৃতি দেশে নীত হইতেছে। আপনার কোম্পানীর জাহাজের সর্বাপেক্ষা ভিড়। চীনের মালপত্র বা লোকজন নিয়ে গাওয়া, নিয়ে আসা সমন্দে আপনার কোম্পানীর জাহাজ প্রধান।

সহরের ভিতর চুকিয়া যতদূর দেখিলাম, সমস্ত সহরটি কেবল দোকানে পরিপূর্ণ। লোকে লোকারণা, তার অধিকাংশই চীনী। পৃথিবীর সকল দেশের লোকই এখানে ব্যবসায়ী আসিয়াছে। সকল লোককে দেখিলাম মনে হয় তাহারা অস্তায়ী, কেবল ধন লুটিতে আসিয়াছে। খেতাবদের মধ্যে অমেরিকার অবৈতনিক ভূতাই ভাগ। বিশ্বর ক্রান্তীয় আছে, তাহারা মদের দোকান বা বিশেষে বা ফেল পারি-
চীন ভ্রমণ।

পাটের দোকান করে, কেহ বা হোটেলের সত্তাধিকারী ও মানেজার।

- তাহারা দোকানে অতি সুন্দর সুন্দর মোম নির্মিত অর্ধনথ বীমূর্তি রাখিয়াছে।

এদেরের লোক সমক্ষে আর একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা উচিত। ইউরোপীয় ও চীন নির্মিত একরূপ সঙ্গ জাতি এ অঞ্চলে বিচিত্র পরিমাণে দেখা যায়। তাদের নাসিকা উল্লত, কিন্তু গালের হাড় উঁচু ও চোক বাকা। তারা অনেকেই সাহেবদের মত পোষাক পরে; আবার অনেকে ঠিক চীনেমানের মত চুল চলে বেশ করিয়া থাকে। আর কতকগুলি আছে, তাহারা ইউরোপীয় লোকদের মত আঁটা গোতা পোষাক পরে বটে, কিন্তু টুপির ভিতর চীনেদের মত বিনামাও লুকাইয়া রাখে। পূর্বেই বলিয়াছি, চীনেমান যেখানে যায় সেই খানেই বর্ণসঙ্গ জাতি উৎপন্ন করে। ইউরোপীয় জাতি ও মাগ্রাজির সঙ্গে, এমন কি কলিকাতার চাইনেশাড়া বেণিক্ষ প্লাটে অনেক চীনেমানের ঘরে এবং ফিনিক্স মেয়েদের গল্পে অনেক দো-আসলা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। অফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ-সমূহে চীনেশাড়া আমাদানি করিতে বে আপনি, তার একটা কারণ,-

এইরূপ দো-আসলা জাতির স্বীকার ভয়।

এ ছাড়া অনেক অঞ্চলের লোক, ইরানি ও পাশী এখানে বড় বড় দোকান করিয়াছে। এ অঞ্চলের সকলই শিখ পাহাড়াওয়ালাদেখা যায়। তাদের সাহায্য বাতাস ইংরাজ গবষ্মেন্টের যেন শাস্তি-রক্ষা চলে না। বেছে বেছে ভীমকৃতি শিখ আমাদানি করা হয়েছে। অধিকাংশই দেখি ইমাম ৬ ফোটোর উপর টেনা। তাহারা রাত্রি মাকে পাহাড়াইয়া শাস্তি রক্ষা করিতেছে। খান্তির মাল পূলিস তাদের চারিদিকে পাহাড়াইয়া চুক্তি তামিল করিতেছে। শিখ পাহাড়া-ওয়ালাদে এখানে সকলেই যেনর মত ভয় করে। দোমার বিচারেও
সিলাসুর।

তাদের হাতে সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। গালি, ঘুষি, চপেটায়িত, যষ্টিযুদ্ধ ও চীনের বিনাশী ধরে টানিয়া উৎপীড়ন,—ইহা আসি দেখা যায়। লম্বুপাতে গুরুদু চারচাচ হইয়া থাকে। শিখ পাহারা-ওয়ালা একবার হাঁক দিয়েছিল হ’ল—সকল লোকই ভয়ে কাপে। আমরা তাদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কহিলে, তাদের আর আনন্দের সীমা গাছিত না। দেশের লোক দেখিয়া তাদের যেন আত্মীয়তার সুখা কাগিয়া উঠিত। চীন রিক্সওয়ালাকে আমাদিগকে দেখাইবার স্থান সকল বুঝাইয়া দিত, এবং আমাদের সেন কোনও বিষয়ে অসুখিত না ঘটে, সে সম্রাফ ও শাসাইয়া দিত। এখানে মাদ্রাজীরও অসহ্য নাই। তারা অনেকই সাহেবের চাকরী করে; অনেক খাদিনান্থে নিজে নিজে দোকান করিতেন।

আর স্ত্রীলোকের ত সংখ্যা নাই। এই স্ত্রীলোকের কথা ও কখন দেখি নাই। গত বিতর্ক জাতীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এখানে বুঝিয়াছে, তার মধ্যে জান্নাতের ইচ্ছা ও জাপানী স্ত্রীলোককেই বেশি। তাহার যেখানে থাকে সে পথ দিয়া চলিয়েছি “আপনার সঙ্গে একটি মাত্র কথা কহিতে চাই” শিক্ষা উচ্চারিত এই কথা সুলিয়া অহরহ শুনিয়ে পাওয়া যায়। সহরের অনেক হানে কেবল তাদেরই বসতি। সেই স্থানেই ঘোড়ার, সেই স্থানেই হোটেল, সেই স্থানেই মদের দোকান। নারাজিয় দিনের মত করত। যুরে যুরে বড় পিপাসা হোয়ায় চীনে রিক্সওয়ালাকে অঙ্গভঙ্গ করিয়া,—সঙ্গে বুঝাইয়া দিয়া যে জল খাইতে চাই। সে মদের দোকানে নিজে গেল। তারাই ২০ সেন্ট বা ৫ আনার বিনয়ে লেমনেন্ড ও বরফ খাওয়াইল। একটা ফরাসি রমণী আসিয়া ফিরিয়া করিলেন,—“আপনি কি ধানিক কৃষির কথা উপরে আসিয়া একটু বিশ্বাস করিবেন না?” সে হলেও চীনে স্ত্রীলোকের গান্ধীবাবু যায় নাই, চারিদিকের সাহ-সাহা বর্ধিতস্বাস ও অঙ্গ-বিদেশের মাঝে তাদের গান্ধীবাবু অভ্যন্তর আছে।
চীন ভ্রমণ।

বাড়ীগুলি সব তিন চারিতলা উঠ। সর্কারপালের ছাত ঢালু। গাছে গাছে গাদা সবগুলি এক রকম দেখিতে ও অধিকাংশই নীল রঙ নাখান। নীচে দোকান; উপরে ধাকিবার আড়া। দোকানের সামনে নৌলরঙের সাইনবোর্ড ঝুলছে। চীনে হরফগুলি নীচে নীচে লেখা,—দেখিয়ে ঠিক যেন যে বাড়ির মত। প্রতি বাড়ির সম্ভুকেই ঢাকা বারান্ডা। সব বাড়ির বারান্ডাগুলিই সংযুক্ত; হতরাঙ তার বিহর দিয়া যেন একটা ঢাকা ফুটপাথ হইয়াছে। বরাবর সাইলে মাথায় রোদ্দ বা রুষ্ট ছাট লাগে না।

রাস্তায় রথযাত্রার মত বিভূত। স্বতন্ত্রে বিশ্ব গাড়ি প্রবৃত্ত অনন্তর যাতায়াত করিতেছে। এমন কি কলিকাতা হইতে গিয়াও আমাদের ভাবাচেকা লাগিত। মধ্যে মধ্যে সমুদ্র হইতে এক একটা পালকাটা হইয়াছে, তাহা দিয়া কত নৌকা নালিপত্র আরিয়া একবারে দোকানের কাছে পৌঁছাইয়া দিতেছে। জলের উপর দিয়া বিখ্যাত আমিনার পরছ জমির উপর দিয়া। আনার পরছের এক চীনাতের নাম।

এখানে ভাল ভাল ডাকারখানা আছে,- কিন্তু নতুন ভাল ডাকার নাই। বর্তমানে লাইফের নাই; যাহা আছে, তাহা নতুন পুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই,—উচ্চ শ্রেণীর বিভাগের বিশ্বাশী দেওয়া হয়।

এখানে এত ঘন বসতি যে সমস্ত সহরটীতে, রেস্তো ও পিনাঙ্গের মত একটো বড় উচ্চান বা মদ্যের দেখিলাম না। গোড়াদের মত আছে বটে কিন্তু তখন চৌড়া ও ভাষার চারিদিকে বসতি। সহরের অনেক দুরে, শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের মত, পুরাতিকাল পার্থে আছে। সেখানকার দৃষ্ট অতি মনোহর। তার নিকটে কোথাও বসতি নাই। চারিদিক নিশ্চুৎ; যেন পৃথিবীর সজীব সকল সম্ভব

সেখানকার বিভিন্ন সরোবরে “চিক্টোরিয়া রিজিয়া” (বাংলা ভিক্টোরিয়া) নামক আমাদের পশ্চিম ভারতীয় এক প্রকার প্রজাতি ।
সিঙাপুর।

আরুকতিবিশিষ্ট শতদল ফুল রাশি রাশি ফুটিয়া থাকে। কোন কোনটার কাস দেড় বা তুই ফুট হইবে। ঐ পশ্চির পাতাগুলিও অতি প্রকাশ। দেখিলে মনে হয়, এস্থানের উপর বীণা বাছাইয়া নাচা কিছু অপেক্ষ নহে। আর সেখানকার সোজা লম্বা নারিকেল গাছের ঘন কুচক্ক, ঠিক যেমন রেডসল্কেজের মত। বড় ও অশ্চি গাছ অশেষ একাড়েন্তরের ছায়া-তক্তর তলায় বেলা দ্বিপ্রহরে বসিয়ে আর উঠিয়া। আসিতে ইচ্ছা হয় না। চারিদিক নিশ্চুক। দূরাগত পাথীর গান ঠিক যেন দূরাগত বংশধরের মত কুটিলক্ষণ। মাথার উপরে গাছের ঘন পাতায় পুকাইয়া একটি পাথী কক্ষকূপে ডাকিয়াছিল। আর যেন আমারই চীবনের অভাব হতি-হাস মুখের ভাবায় বংস ছিল।

সেখান ৪' ৫' ফিট আমার পায়ে ফিরতে আমার প্রায় সকলের কলায়। আসি-বার গাড়ী সহর ছাড়া অনেক স্থানে বাংলাদেশ দেখিলাম। ছন্দ ছন্দ বংশধরের একটি দূরাগত ঐ পর্যা ঘনিঃ কাঠের বাড়ীর চাল চালা তুলি বড়ুণ্ড অবধি, সমাধায়ের চালিয়াছে।

সেই সকল গাছ-পালা সমাজের পাহাড়েরই পাদদূল ঘোঁট করিয়া
সমুদ্রের জল কুল-কুল রবে গোযারভাব খেলে। কতগুলো শামুক ও জলজ প্রাণীর চিত্র-বিচিত্র খোলা থাকায় দেখিলাম; চৌরায়ের সহিত তীরের দিকে উঠিতেছে ও নামিতেছে। পাল্লায় ছোট ছেলেগুলি সমুদ্রজল থেকে সেই সকল কুড়িয়ে গুলি ছোড়াচুড়ি করে। আর ছোট মেয়েরা ভিজে বালি দিয়ে খেলাঘর প্রস্তুত করে, মুক্ত হাওয়ায় মসৃণ তারার মনের আনন্দে সময় কাটায়। তাহাদের বয়স্কা বোনেরা বন্ধুদের মালা গেছে গাছের ডালে বুলিয়ে দেয়। সে মালার তলা দিয়ে বিচারসানে যে চলে, তারই মনের ভাব পরিবর্তিত হয়, তাদের এইরূপ বিশ্বাস।

স্নায়ুর অল্পক্ষণ পৃথিবী আমাদের জাহাজ ছাড়িল। এইবার আমরা ভীষণ চীন-সমুদ্র বহির্দিনের জন্য ভাসমান হইলাম।
চীন সমুদ্র।

সিঙ্গাপুর হইতে হংকং সতেরশো ঘূট মাইল দূর। তথায় পৌঁছিতে ছয় দিন লাগে। সিঙ্গাপুর হইতেই চীন সমুদ্র আরম্ভ হইয়াছে। হংকং হইতেও অনেক দূর অবধি এই চীন সমুদ্র বিখ্যাত। স্বতরাং সারা পথই চীন সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হয়। তখন জাহাজ সিঙ্গাপুর হইতে চাড়ে উত্তরমুখী হইল, তখন জাহাজের কর্ণচারীরা বলিতে লাগিলেন, এইবার বিশ্ব পরীক্ষার হল আসিবে। আমার এই পথে সমুদ্রং বলিয়া আমি ওসকল কথার তাংপর্য কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

এক দিন বেশ গেলাম। মুনীল সমুদ্র সে দিন দীর্ঘ-প্রি। ছয় দিন কম্পন হইতে হইবে বলিয়া সকলেরই নয় দিন ছিল। জাহাজে উপনমান ও অজ্ঞাত বাহীর ঢালাষ্টাসিড়। অনন্য দিনরাত নানা প্রকার চীনে লোক ঢোকের উপর থাকায়, তাদের কাবালাপ, গড়ন-পিঠ, বীরলীতি সকলই বেশ করিয়া দেখিয়া যাওয়া হইত এবং সমাজ বিশ্বযুক্ত অবধি মনোরঞ্জনের সহিত দেখিহাম ও নোট বহিতে বিখ্যা রাখিতাম।

নুতন নুতন নানা দেশ, নানা প্রকারের রোকজন, দেখিয়া যেন মনে অনেকের আর দীর্ঘ থাকিত না। তাহা আমাদেরই মত আহার বিচার করে দেখিয়া যেন কিছু আমার বলে মনে হয়। যেমন ৰে অপরস্ব ভাব এবং শরীরের যে অবস্থায় জন্ম সমুদ্রগার্ভ নষ্ট করিয়াছিলাম, তাহা দিন দিন অনেক কমিয়া নাইতে লাগিল। অগমনা ও অনিয়ম-বাইবেশ কৃত্তা ও খ্রিস্ট হইতে লাগিল। যে সকল সহারার সহিত
চীন অর্জন।

অনবরত মিশিতাম, তাহারা কত দেশ বেড়াইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কত ধনী সওদাগর ছিলেন। কেহ কেহ বা অর্ন্দকারী কষ্ঠচারী, বহু দিন ধরিয়া ও অঞ্জলের সকল দেশে ঘুরিতেছেন। কোনু জিনিষের কোথায় কত দাম, কোনু দ্বিতীয় কোথা কত সত্যায় উৎপন্ন হইতে পারে, কিরূপ বলা কোথায় অবশ্যক, ইত্যাদি সংবাদ সঞ্চয় করিয়া আজীবন দেশে দেশে ফিরিতেছেন। অর্ন্দপার্থসি কি সহজে হয়? তাহাদের সহিত সদা সংগ্রহ বসিয়া সেই সকল বিষয়ের ও নানা দেশের কথাবাদ্য হইত। তাহার মধ্যে অনেক ধনী চীনে সওদাগর ও অপর ধনী লোকও ছিলেন। চীনেরা ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষ হয়ে বাবসা-বাণিজ্য করিতেছেন। খুব কম লোকই চাকরির জন্য লালাগিত। তাহারা সবাই অব-বিদ্যাতে ইংরাজী জানেন। তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের দেশ ও তথাকার আচার-বাবহার সর্বকে অনেক খবর পাইতাম। জাপানি, ইংরাজী, পাশী, ইউরোপীয়ান ও অমেরিকান ভাষায় পুরুষ অনেক ছিলেন। মুতরাং জনতাপূর্ণ সহরে থাকিলে যেমন সংগীত অভাব হয় না, জাহাজেও সহরখালি বেশ অনেকই সময় কাটিত।

তখন গুরু পক্ষ। যে দিন জাহাজ ছাড়ে, তার পর দিনই পূর্ণিমা। সঙ্কা দুই তার সময় ডিনার হইত। তার পর সকলে ডেরের উপর আরাম-কেদারার বসিয়া নিত্যবন্ধ ফোংশাপুলিকিতা, গোটা-গোটামীনীর সেন্দ্রণা দেখিতাম ও উপুনুকুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করিতাম। নীল সমুদ্রের উপর খেতে কোনও যেন কিষাণের উপর রাসীরুক্ত কুলের মত মনে হইত। এথানকার লোক জল রাখিতে জোসারকের মত বলে। বিঃের সমুদ্রে জাহাজ যখন ঈষৎ দৌলে, তখন বড়ই আরাম বোধ হয়; যেমন হয়, আজে আজে যুদ্ধ পাদাবার জন্য কে যেন কোলে করিয়া দোলাইয়াছেন।

কিন্তু সেই পূর্ণিমার নিশ্চয় পশ্চিম আকাশে মেঘ উঠিল; বায়ুও
চীন সমুদ্র।

জোরে বহিতে লাগিলে জাহাজ ও বৈশী শীতে লাগিলে পরে আর ডেকে যাতে পালা গেলা না। কাবিনে যাতে যাতে গিয়া পরাম। পরামন পাতে উঠিয়া দেখি, প্রকৃতির অংশে তথা মানসিক মূল্য একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রবক্সে অথচ তেমন সির নাই, তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ। জাহাজের আর আগের মত মুর্তনন্দ দোলাল না,--ভীষণ বেগে তরঙ্গের উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে। ডেকের উপর নিক্ষেপে বিস্বার না নাই, হাওয়ার এমনই জোর। তরঙ্গগুলি বিস্ব বেগে জাহাজের পায়ে আসিয়া প্রতিহিত হইতেছে। সে শক্তি অতি ভাল।

কমে জাহাজের সতই উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, হাওয়ার জোর ও চুক্তাম ততই বাড়িতে লাগিল। আরও এক দিন হাওয়ার পর দেখিলাম, আকাশ বাতাস ও সমুদ্রের অপর একা হইয়াছে যে, ডেকে আসা দূরে থাকিল, খাড়া হইয়া দাড়ান ও চলা পর্যন্ত অসম্ভব হইল। এক একটা টেইলে পশ্চাৎ সাত ফিট উঠে। উহার উপর জাহাজখানি উঠিতেছে ও পরক্ষণই সচরাচর পড়িতেছে। জাহাজের এপাশ হইতে ওপাশ যৌথ করিয়া টেইলে চলিয়া যাইতেছে। টেইলে কতকগুলি আহারের চেষ্টা করিয়া টেইলে ভাসাইয়া লইতে গেল। গল ঢুকিয়া নিয়া কাবিনের দুই তালাও তক করা হইল। সেখানে দেখিলে পান ও বমির উপেবে বিশেষ কষ্ট হয়। এরূপ হলে অনেকই দীর্ঘ শ্রীরের বৈশাখিক করিতে দিয়া অপরাধ হয়। জাহাজের মধ্যেরও অবধি বিলয় দেই যান। সমস্ত পরিচালক। পিছনের অপসর শ্রীরকে সে সময়ে অবধিত করা অতি কষ্টকর। তাই আকাশভুক্ত জাহাজের মৃত্যুর কাঠে মৃত্যুর কাচ হইতে লাগিল। কিছু সেই পুনরূপে পুনরূপে মৃত্যুর কাঠের হইতে লাগিল। হাওয়ার জোরে প্রথমে আহার ছাড়িলেন ও
চীন তৃষণ।

শুধুমাত্র মাছের হইলেন। সকলেই প্রায় অল্প-বিশ্বে পীড়াকারা হইলেন।
কেহ উঠে না, চলে না, নিজ স্থান ছাড়ে না,—যেখানে যেখানে বমি করে। রখন তখন বমির শক্তি; কোন কঠিন বমির চেষ্টায়,—
উঠে অতি কম। প্রথম শীর্ষের খাইবার যার ৩৩ জনের আসনের এগারটি মাত্র আসন ভরা, তার মধ্যে ৭ জন জাহাজের উচ্চ করুণচারী।
অভ্যন্তর লিঙ্গ রীতেই কোন সামুদ্রিক পীড়া হইল না। তাই সকলেই
অল্প-বিশ্বের ভুগিল। অন্য লেখক নিজে কাতর হইয়া একবারে নিরক্ষ
উপবাসে প্রায় তিন দিন পড়িয়াছিলেন। সে যাতনার কথা বর্ণন করে।
বায়। তবে অন্ধদনেই ঠাহা সহ্য হইয়া যায়, তাই বক্তা; নিতে সমুদ্রাত্রিয় অসহ্য হইত।

সামুদ্রিক পীড়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের চীনেমান যাত্রী নারী
কাহার লাগিল। প্রবাহ হই একটি করিয়া মৃতহে সামুদ্রবক্ষে
কোলতা দেওয়া হইত। আশ্চর্য এই যে, চীনেমান ছাড়া অন্য হাতীয়
যাত্রী একটো মরিল না। তাহার কারণ পূর্বলিখিত আভাসে বলিয়াছি:
চীনেমানদের মধ্যে হাতীরসের প্রাহর্ষিত বড়ই বেশি। তাদের হদ্ধর
বড়ই ধর্ষণ। অছের বমির বেগ তাহাদের হদ্ধর হদ্ধ সহকারে না
পারায় হঠাৎ মুহুর্ত ঘটিত। দেখা যাইত, কেহ বা আর্ণনার কাপড়ের
শিকারের উপর ফুটাই মরিয়া আছে, কেহ বা দেওয়ালে মেঝ নিয়ঃ
বসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধ,—সার
জীবন বিদেশে খাইয়া। অর্থ উপাধ্যায় করিয়া বাড়ি রাইতেছিল।
নিজের দেশে মুহুর্ত চীনেমানদের বড়ই প্রাধান্য। দেশের উপর তাদের
এই ভালবাস। কিন্তু আমাদের বর্তমানের উপর অনেকগুলি তুল
ভালবাসা নাই। গুহ-পালিত পশ্চ মধ্যে হই শীর্ষের জন্য দেখা যায়।
কুকুর ও ঘোড়া মাছের চেনে,—আবাস-যানের উপর হত বেশি অমুভুত
নহে। প্রায় যেখানে যায় অকাতরে অমুগমন করে। কিন্তু গুরু
চীন সমুদ্র।

বিড়ালের বাবহার অন্তরূপ। তাহারা ঠাই চেনে, লোক তত চেনে না। গৃহ অধিবাসী শৃঙ্গ হইলে তাহারা সেই খানে থাকিতে ভাল বাসে। চীনেরা এ হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। তাই স্বদেশপ্রিয় হইলেও ভাই মরিলে ভাই কঠে না। তাহার দুরবস্থায় অর্থ সাহায্য করিতে চাহে না। ইহার কারণ পরে বলিব।

অতি চর্চা ব্যাক্তি বা ধরুরোগীর রোগীর পক্ষে চীন সমুদ্রের মত ভীষণ সমুদ্র হাওয়া খাইতে রাওয়া বড়ই ভয়ের কথা। অতিশয় বিচরণ বেগে মৃত্যু ঘটা কিছুই অন্ধকার নয়। আমাদের জাহাজে কিছু বায়ু-পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রায় করিতেছেন, এমন অনেকগুলি রোগীও ছিলেন। কেহ বা বাতের জন্য, কেহ মাস্তাকাদের জন্য, কেহ অনেক দিন রোগে সুগি শরীর সরিবার জন্য বেড়াইতে বাইতেছিলেন। তাহারা প্রায় সকলেই অতি অর্থনিষ্ঠা বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। শাপ সমুদ্রে সমুদ্রায় মস্ত শরীরের অনেক উপকার আর কিছুতেই হয় না। তবে আমাদের জাহাজ অন্তরুর্বিধার মধ্যে আহারের একটি মহা অন্তরুর্বিধা ঢেট। কেবল মাস অনটিকর ও অঙ্গ হইয়া উঠে;

उह। हेकि है ना बलिया खातीर को पक्षे अपकार भाग है। निरामिष्ट आहारार्थ को भात, पाउडर, विश, माखन, धाम ओ फल पाओया गया; किल्ला को कोरुप भरकरी नाइ। कोटार छोड़ चाड़ा अन्न देख नाइ। तब निरामिष्ट आहार दिया भात खाओया चलित पारे।

চীন সমুদ্র অতি বিপদপূর্ণ হয়। কে কারণেই হউক, চীন সমুদ্রে বাজ মালী অর্থ-বিশ্ব দুফান হয়; কিন্তু বাঙ্গালের এই সময়, অর্থনৈতিক হইতে কেক্কারার পর্যাপ্ত। অতিশয় ভালোক।

সমুদ্র এরূপ দুফান ও তরঙ্গ-সমকুল হওয়ার কারণ, নৌম পরিবর্তন।

খনন বেল্পাসাগরে নৌম পরিবর্তনের সময় দুফান হয়, চীনসমুদ্র খনন করত শান্ত থাকে; কিন্তু এই কথা মাস অমূল্য অতি
চীন ভ্রমণ।

প্রবল বাতাস ক্রমাগত একদিক—অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক হইতে বাহিতে থাকে বলিয়া এরূপ তুফান হয়। এরূপ সময়ে জাহাজ উল্টে যাওয়া বা ডুবে যাওয়ার কোনও ভয় নাই। প্রধান ভয়, পাছে জাহাজ ঢেউয়ে উঠিবার ও নামিবার সময় তাহার হাল ভাঙিয়া যায়। হাল খুরিলে জাহাজের গতি হয়; উহা ভাঙিয়া গেলে জাহাজ অনেকদিন সমুদ্রে এত চেঁদ যে, তাহা আর সেস্থলে মেরামত হইবার উপায় নাই। জাহাজ ডুবিলে হালকা বোটে করিয়া পালাইবার যোগ্য নাই। সে চেঁদের, সে তুফানে, সে বোট ও ডুবিয়া যাইবে। জলে অস্থা হইবে; মামল্য পড়িলেই গিলিয়া ফেলে। আর একটি প্রধান ভয়, চীন-সমুদ্রে বিপদের নিমগ্নিত চড়া আছে।

গভীর সমুদ্রের জলের রং সাধারণতঃ ঘোর নীল; কিন্তু এখানে অনেক স্থানে হরিদালো; তাহার কারণ, জলের নীচে বালুকানায় চড়া। এই কারণেই চীন সমুদ্রের নিকটবর্তী হোয়াংহো সমুদ্রের অর্থ হলুদে সমুদ্র। নিমগ্নিত চড়াগুলিতে লাগিলে জাহাজ দুটা হইয়া যায়। আমরা যখন বাইতে ছিলাম তখন “ঝান্দুলী” নামক লোকের কোন জাহাজ রাখে নির্জন পাছ হাঁকার চীনে কুড়ি লইয়া যাইতে যাইতে ঐরূপ একটি চড়ায় লাগিলে দুটা হইয়া যায়। সমুদ্রের মাঝে নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গাত্রীগুলিকে নামাইয়া দিয়া ও মালপত্র সব সমুদ্রভূমিতে ফেলিয়া। দিয়া মেরামতের জন্য জাহাজ ধানি নিকটবর্তী বনের চালির গেল; অন্য জাহাজ ধাসিয়া সেই সকল লোকের প্রাণ বাচাইল। সে জাহাজ ধানেকে ভয় ও খালি অবহায় ফিরিবার কালে আমরা থাকিয়া দেখিলাম। দেখিয়া জাহাজ ও ঝুড়ি লোকের আত্মকের পরিসীমা রহিল না।

চীন সমুদ্রে আর একটি বিপদের কারণ,—“টাইফুন” নামক এক প্রকার খুব বড়। জাহাজ ভাঙিয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। জাহাজ প্রবল খুবই বায়ুবেগে চূর্ণ বিচ্ছুর ও উঁচু উঁকিপ হইয়া ডুবিয়া যায়।
চীন সমুদ্র।

কখন কখন এক সময় জলস্তন্ত্র উৎপন্ন হয়। তাহার ধীরে ধীরে এক ধারে অগ্রসর হইতে থাকে। জাহাজ তাহাতে পড়িলে আর ঘাটাইবার উপায় নাই। এমন কি জাহাজ হইতে আধা মাইল দূরেও যদি জলস্তন্ত্র অপনি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলেও জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়। এই কারণে জলস্তন্ত্র দেখিলেই দুর হইতে গোলা মারিয়া তাহাকে ভাঙিয়া দিতে হয়। সেই জন্ত এবং অন্যান্য কারণে জাহাজকে কামান থাকে। কখন নিজে উদাহরণটিরহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, তখন এই সকল কথা মনে আসিত ও এই সকল তৈয়ারের দৃষ্টি অহরহ মনস্তাত্ত্ব সামনে ভাঙিয়া উঠিত। তখনই মনে হইত, এত সব আত্মীয় বন্ধুর নিজেরা না জন্মে এক সকল বিপদসংক্রান্ত স্থানে জুড়ে করে এসে তাল কাজ করিয়া নাই। আবার ছুই তিন দিন বাদে যখন সব কষ্ট দূর হ'ল, তখন সে সব মন্ত্রাণ কথা তুলে গেলাম।

এক তুফানেও চীনমানেরা চাইনিক 'জাহাজ' ও বড় বড় চীনের বড় করে সমুদ্রে মাছ ধরিতে গায়। সেগুলি খুব বড় নৌকা, কেবল পাশ গুলি খুব উচ্চ ও সামনের ও পিছনের গলুই আগ নৌকার নিত সর্ক না হ'য়ে চেপা। নৌকায় তিনটি মাছুল আছে। সেই মাছুল-ঋত পার্শ্বে দিয়ে দিলে নৌকা চলে। ঐ নৌকা এক সময়ে গঠিত ও এমন সুস্থ ভাবে পরিচালিত যে, অন্য সুষম, অত তুফানেও তাহা জুড়ে না। চীনদেশে অর্থোপার্থকের কথা এত কষ্টকর যে, প্রাণের মমতা একজনের তাছে করে চীনের। এই সে অতি ভীষণ চীন সমুদ্রে সুগন্ধিতে মাছ ধরিতে গায়। সুগন্ধিতে কেন বলিয়া, যে কথা পরের প্রবলে বলিয়। আর আর্থো-বন্ধুর অব্যাহত কালে এই সে চীনের জাহাজ করিয়াই বাদা সামগ্রী চুপে চুপে বন্ধে চুকিয়া যায়।

এই স্থানে নানা জিনিস দেখিয়া ও নানা লোকের সঙ্গে ভিতরা "রুপ মঞ্চ অবস্থায়" থাকিয়া এত দিন বাছে শেষেও ভাবি নাই,
সেই সব ভাব আমার মনে আসিত। নানা দেশের নানা লোককে আমাদেরই মত আহার-বিহার করিয়ে দেখিয়া সবাইকে যেন ভাই ভাই বলে মনে হতো। হৃদয়ের চিত্রকার সৃষ্ট সন্ধীর্ণতা কত কমিয়া গেল। অর্থোপায়ন যে কত চেষ্টাবাধা তাহা সহজে উপলব্ধি করিলাম। পৃথিবী যে কতবড় তা এই প্রথম সমুদ্র-যাত্রাতে কতকটা বুঝিলাম। মানবের কার্যক্ষমতা যে কত সামান্য, কত নগণ্য তাও উপলব্ধি করিলাম। কেবল বুদ্ধি বলেই মানব এই বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে দিগম্বরী।
চীন জাহাজে যাত্রিদল

রেখান হইতে চীন জাহাজ ছাড়িয়াছিল। জাহাজে সকল জাতীয় সকল শেরীরের যাত্রী। প্রতি বন্দরে কতক লোক উঠিল, কতক নামিল।
একটি বড়ীতে যেমন অনেক লোক থাকে, জাহাজেও সেইরূপ সকল গাঁথিয়ে একত্রে কাল যাপন করিত; সর্বদা দেখাতাকাং ও মেশামিশি হইত। বিভিন্ন জাতীয় লোকদের এইরূপ একত্রে দেখিয়া তাহাদের আকুতি ও আচার-ব্যবহারের সে সকল পার্থক্য মনে হইত, তাহা বুঝিতে যে এই কয়টি ঘটনা লিখিলাম। এখানে তাহাদের প্রতি
কথা লক্ষ্য করিতাম। তীরে নামিয়া লোকদের দেখিলে এরূপ
pুষ্পাঙ্গুলীর রূপ দেখা যায় না।

পিনাঙ্গে একটি চীনে বালক উঠিল, সে আমার কথায় সাধারণ সমাধে
অনেক কাছে সাহায্য করিল। তাহার পিতা গরিব লোক, খাবার ফিরি
করিত। অনেক বংশের বিদেশে কাজ করিবার পর সপরিবারে বাড়ী
গাইতেছে। ছেলেটি পিনাঙ্গ মিশনারী মূলে বিনা বেঁধে ইংরাজী
পড়িতেছে। খুব বুদ্ধিমান ছেলে, চক্ষা বলিলেই মনে তাহ বুঝিতে
নেয়। আমি তাঁহার মুখের করিয়া একটি একটি চীন ভাষা শিখিয়ে চেষ্টা
করিতেছিলাম, তাহ অভ্যাস করিবার জন্য ঠাকুর সেল হই একটি
চীনে ভাবার কথা কহিতাম। বালকটির নাম “উসিন”। ঠাকুর সেল
দেখা হইলেই বলিলে—“উসিন লাই চুপে”! অর্থাৎ, “উসিন আমার
কাছে এসে। তোমাদের দেশের হই একটি খাবার বলে দাও।”
শক্ত ঠিক হইলে বলিয়া আমি ঠাকুর চীংকার করিয়া বলিতাম, আমি
ঝাড় ও চীনমানেরা হাসিয়া খুন হইত। আমি সেই সময়ে
চীনে স্ত্রীলোকদের মধ্যে দিকে চাহিতাম, হাসিবার কথা হইলেও
চীন ভ্রমণ।

তাহারা অপরিচিত লোকের কাছে হাসা ভদ্রচিত নয় মনে করিয়া হাসিত না।

উদিনের পিঠা ভাত মাছ ও তরকারী বেচিত। আর উদিনের মা আহারের সময় উদিনকে দিয়ে খাবার চাহিয়া পাঠাইত। সে স্ত্রীর খাবার দিবার সময়, যত ভাল ভাল মাছ ও মাংস খে—সব গুলি বাছিয়া বাহির করিয়া দিত। দেখিতাম, অন্যেকে খাবার দিবার সময় তাহার এমন হাত উঠিত না।

একটি বুধ চীনেমান একটি অল্লবয়স্ক মহ রমণীকে বিবাহ করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতেছে। সে বোধ হয়, রেখুনেই কোন কাজ-কষ্ট করিত, এখন বড়ো ফিরিতেছে। তাহার অনেক গুলি ছোট ছোট ছেলে আছে, তাহার মধ্যে একটি হৃদপোষক। ঐ চীনেমানের বুধ মাতাও সঙ্গে ছিলেন। তিনি পুত্রবধুকে মেয়ের মত যথা করেন, দেখিলাম। ছোট ছোট নাতি গুলি তার কোলে পিঠে চড়িয়া আবাদার করে। তাহার তাতে আমাদের আর সম্মা থাকে না। আমাদের বড়োর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে এই দৃশ্য আমি বেছে দেখি। তাই তাহাদিগকে দেখিয়ে আমার বড় ভাল লাগিত। দেশে পৌছিলে জাহাজ হইতে নামিয়া তাহাদের সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। অপরিচিতকে পরম আমাদিয়ী করিয়া। সে বধামরণী যে আপনার দেশ অমাদিয়ী-বজন ছাড়িয়া এই অাড়াই হাজার মাইল অসিয়াছেন, তাহাতেও তাহার মন বিচিতৰ দেখিলাম না। সেই চীনেমান তাহাকে অতি যথার্থ করিয়া নামাইল। সেই দুধের ছেলটিকে নিজে কোলে লইল, টীকে একটি সামান্ত প্রবোচ্ছার ভাবে বহুত দিল না।

আমাদের চীন কমাোড়ের খালিকাও সেই জাহাজে ছিলেন। তাহার রং ঠিক বরফের মত হল। তাহার পাঁ' ছ'খানি সমুচিত, স্বমরা জাহাজ ছুলিবার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ডেকে হইতে ক্যাবিনে।
চীন জাহাজে যাত্রিদল।

নামিতে হইলে খুব সত্তর্পণে অগরের সাহায্যা লইয়া তাহাকে নামিতে হইত। তিনি ভাল করিয়া চলিতে পারিতেন না। কাধেন একধিন কমোডোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"Commodore, ইনি কে?" কমোডোর বলিল,—"Wife's sister going to his husband."

অর্থাৎ,—"আমার স্ত্রীর বোন স্বামীর কাছে যাহেন।" পিজন ইংলিশ his এবং her প্রভৃতি পুলিঙ্গ ও স্রেলোকের সন্নাম সংক্ষেপে কোন প্রভু নাই।

প্রথম শ্রীলোকে অনেক গুলী রমণী ছিলেন, তাহার মধ্যে কাহারও কাহারও বর্ণ উমা মত হুদ, চেহারা কীৰ্ত্তি ও পীঠ। চিবুক অন্তঃে উচু ও চীনদেশীয় স্রীলোকের মত কালো রেস্তোরের পোষ্টক পরা।

ইহাদের সহিত অনেক লোকজন ছিল। পুলিঙ্গ, ইহারা মাঝে মাঝে জাতীয় স্রীলোক। চীনের রাজবংশ এই মাঝে তাহার জাতীয়।

তাহারা কাহারও সাহিত মিলিতেন না।

ইহাদের ঘরের পাশেই একটি ঘরে এক জন স্রীলোক পাকিতেন, তাহাকে আমরা উইথার দিন ও নামিয়ার দিন মার দেখিয়া পাইলাম। আর কেনও দিন তিনি ঘরের বাহির হন নাই। সর্বাঙ্গ সাদা পরিচ্ছদ দুইটাই—অন্য কেনও এর নাই। তাহার সকল একটি দাসী পাকিত। তাহার স্বামী, কাছে পৃথক এক ক্যাবিনে পাকিতেন। আমি যদিও তাহাদের খুব নিকটেই পাকিতাম, কিন্তু তাহাকে কখনও তাহার স্বামীর ঘরে বাহির হইতে দেখি নাই। ইনি কোরিয়া দেশের স্রীলোক। এমন অবরোধ্যা পৃথিবীর আর কেনও দেশেই নাই।

বিবাহের পর স্বামী তিনি কেনও পুৱুক, —এখন কি, নিজের পিতা-মাতাও ইহাদের সাহা দেখিতে পান না। পুলিঙ্গ সিখেল রাজকোলে স্রীলোকেরা ছদ্ম ছদ্ম কাঁপেন লজ্জাতে করিয়া পথে বাহির হইয়া বলিয়া পুৱুষেরা রাজে পথে বাহির হইতে পারে না। তবুও ভাল,
চীন জন্মে।
এত অবরোধ সত্বেও বাহিরে রেডাইবার একটী নিদিয়া সময় আছে, 'অস্ত দেখে যে তাহাও নাই, দিনরাত্তী ঘরে বঙ্গ থাকে।
কোনো দেশে প্রায়ই গানী অপেক্ষা স্তী বয়সে বড় হইয়া থাকে।
বিবাহের প্রাতিশ অতি চমৎকার। বর বিবাহের সময় ক'নের রোহী গিয়া দরজায় জান্নু পাতিয়া বসা। একটি হংসী চাড়িয়া দেন। আমাদের দেশে পুরাকালে নলরাজার বিবাহেও দমরুতীর নিকট দোনার হস্ত দূতকারী পরিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে হংসের অন্য তাপকে আছে। নিকোট ঘটনা হইয়া একত্র প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পুরাকালে একার এক হংসমিথ্যুন ক্রীড়ায় হট ছিল, এক বাধ শর্বিন্দ করিয়া স্তবককে মারিয়া ফেলে। হংসী কাতর যে ও চীংকার করিতে লাগিল।
তাহার পর সে যত্ন দিয়া ছিল, মধ্যে মধ্যে সেই স্থানে তার সঙ্গীকে খুলিতে আসিত ও না দেখিয়া করণশের বিলাপ করিত।
দমতী-যুগলের প্রশং এই উপাধি প্রাগচ্ছ ও অবিনায় হইয়া বলিয়াই হংস লইয়া। এই ঘটনা অভিনয় করা হয়। বিবাহ প্রথার ইহাই একটী অংশ।
হিন্দু বিবাহ যেমন শালগ্রাম নহিলে আইন সংগত হয় না, হংস সাংগে সেখানেও সেই উপাধি।
হংস-মিখুনের এই ঘটনাটি ঠিক আমাদের রামায়ণের ক্রীড়া-মিথুনের ঘটনার মত।
সকল দেশেই মানবজাতীয় চিন্তার গতি বুঝি এই পথে প্রায়বিত।
প্রথম শ্রেণীতে কভুকাল স্বীকৃত ছিল, তাহারা ইউরোপীয় ও চীন মিশ্রিত জাতি, পুষ্প-উপকীপনে বাস করে। ইউরোপীয়দের দত্ত নাসিকা উষ্ট, অখচ গালের হাড়ে হুচ। ইহারা চীন স্বীকৃত ত চল চলে ইহদের ও চায়না। কোত্ব বা বিবিদের মা গাউনের বিশ্বী পরে না।
তাহার গোপালক,—পরের রেমেনের বুখ ও গায়ে এক গা গুহন। ইহারা পান স্বাগত ও চুরট ধায় এবং পান করে। ইহারা পুত্র পাইতে পারে। প্রভাত প্রাতে উঠিয়া দেখিয়া
চীন জাহাজে যাইহিল।

রাজতে গুরু আহারের পরও, যুম ভাঙিলে 'মুখ হাত পা' ধুইবার পূর্বেই হাইরা মুখার অবীর হইয়া রানীরে মিঠাষ্ট আহার করিতেছে। হামারা প্রত্যে উঠিয়া যাহা থায়, টাহাতে আমি সাত দিন জীবন ধরণ করিতে পারি।

বাল্তা করিয়া জল আনিতে গিয়া, একজন বলিছ্বকায় চীনেমান হাজারা চলিতে ছিল বলিয়া পা’ পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার অভাবে আমার লাগিল। তবুও সে কাতর হইল না বা অন্যের সাহায্য চাহিল না। আমাদের দেশের লোক এমন পড়িয়া গেলে, কত লোক আহা-উচ্চ করে। কিন্তু চীনেরা সেখান খিড়কী করে না। অদূরে করকুলি চীন ও অভাব জাতিতে গীলোক ছিলেন। তাহারা দিদিও প্রকাশে সাহায্য করিলেন না, তবুও তাহাদের মুখে সহানুভূতি প্রকাশ পাইল।

এক চীনেমান রক-আমালের শবাগত হইয়া পড়িল। সে উদাসিত হইল। কন্ধর চাষায় মাধ্যম তাহারে আনিলে ভাই তাহাকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আমরা তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইলাম। অনেকগুলি গীলোক তাহার সাহায্যের ভয় তাহার হাতে একটি ঢঁট-করিয়া তাম-মুদ্রা দিলেন।

ছেলের বড় অসুখ আরোপে এই সংবাদ পাইল। একজন ভূপ চীনেমান পিছে হইয়া ওঠিয়া হংকং তাহাকে দেখিতে আসিতেছিলেন। তাহার সময়ে আর কাড়ি না। মুর্তির্লে মুর্তির চাষায় মাধ্যম তাহাকে করিয়া করিয়াবস্ত করিয়া, জাহাজ হংকং করিয়া পৌঁছিয়া। সিঙাপুরে আসিয়া তাহার খবর পাইলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি যদি অবার হইলে মনে করিয়াছিলাম, তাহার কি ছিল কিন্তু দেখিলাম না; কেবল নির্মাণ এবং ত্রিমান হইয়া বলিয়া পড়িলেন, --চোঁপের জল পড়িল না। তাহার শেঠের কথা চীনায় বলা দেশায় একটি গীলোক
চীন ব্রাহ্মণ।

আপনার ছেলেকে কোলে লইয়া অস্পষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি সে চীনের মধ্যে কোনও সম্পত্তির লোক নহেন।

প্রথম শেষীর যাত্রার মধ্যে একটি ইউরোপীয়, তাহার ভীমাকুতি ব্ল্‌ই ও দুটি শিশু ছিল। মেম দাহেব অহরহ তাহার চীনে আসার সহিত কলহ করিতেন। এত চেচাইতেন যে, লোক জমিত। তাহার স্নান Shakespearএর “Taming of the Shrew” (কুচুলী-ধমন) নামক নাটকের “পিট্রুসিওর” মত দেখিতে খুব ডাঙ্গা ও মনের দৃঢ়তা-বার্তা ঘন কাল মধ্য গোচর হয়। তিনি তাহা অপেক্ষা আরও চেচাইতে লাগিল। এক দিন তাহা বিষয় একটি সিকের বড় শেখাই করিতে করিতে আয়ার তপস্যা খুব রাগিয়া উঠিলেন। তাহার স্নান আয়ার তপস্যা খেয়ে আরও রাগিয়া, চেচাইতে আরও বকিতে বকিতে—টেবিল চাপড়াইয়া—কাচের গ্রাস ভঙ্গিয়া তাহার তীরে রেশমের খাদ্যে শেখাই করিয়াছিলেন, সেইটি লইয়া ছিড়িয়া ফেলিয়ে। তীর তৎক্ষণাৎ চুপ! আপনি সেই খাদ্যটি মেচে হইতে উঠাইয়া লইয়া, নিক্ষেপ হইয়া রহিলেন। এটিতে কণ্ঠ করিয়া ভঙ্গ করিলে রাগের অভিনয় বিলিয়াই মনে হইল। নয় ত আয়ার তপস্যা খুব রাগ করিয়া তীর জিনিস লোকসান করিবেন কেন?

দ্বিতীয় শেষীতে একটি জাপানী ভঙ্গলোক, তাহার তীর ও শালিকা লইয়া এমন যাইতেছিল। ইঁহার বৃহৎ গালার কার্যালয়ে আছে। তিন জনই এক ঘরে থাকিতেন। তিন জন সবাই আমোদ-প্রমোদ লইয়া বাড়। জাপানী রহস্যর। সবাই চেচাইয়া কথা কহিতেন ও উচ্চ রে হাসিতেন। কে কথ ভালী, তাই দেখিয়া জন্য পরস্পরকে কোলে করিয়া তুলিতেন। পুকুরটি ও প্রান্তলোকাঘাতে ও শীতলোককে পুকুরটিকে সকলের সমন্বে কোলে করিয়া তুলিতেন। আর আম লোক অবাক হইয়া তাহাদের অন্ধত
চীন জাহাজে যাত্রিদল।

রক্ষার্থে দেখিত। তাহাতে তাহাদের অন্ধকার ছিল না। সময় সময় শ্রীলোকরা এলোচুলে হাত ও গলাকাটা নাইটগাউন বাজ পরিয়া কায়বন হইতে ডেকের উপর আসিতেন। একে ধরাখায়, তাহাতে লম্বা লম্বা। কালে চুল পায়ের গুল্ফ অবধি পড়িত, চোখ ছোট ও গাল উঁচু বলিয়া। হাসিলেই চোখ ছোট বৃজিয়া গিয়া দেখিতে অতি সুন্দর হইত; সকলেরই চক্ষু সেই দিকে ছুটিত। সহাতে তাহাদের কিছুদূর লজযাবাদ হইত না। স্যোন বালক-বালিকারা একত্র খেলা করে, তাহারাও তোমরা সরলমনে নিষেধচিত্তে খেলা করিতেন। তাহাদের এইরূপ বাধিন ভাবে খেলা করিতে দেখিয়া আমাদের অনেকেরই মনে কতই আর কৃতার্থি করতে আসিত।

জাহাজে আমি ছাড়া আর একটি হিন্দু পরিবার ছিল। এক রবারদার চাঁদে তাহার নীতি ও একটি শিশু কন্যাকে লইয়া এসিতেছিল। নীতির কালে গুল্প কিং-পরা পায়ে রূপার অলঙ্কার ছিল; যাগ্রাটি বঙ্কি ছিটের; নাকে নখ ও কালে বড় বড় অনেকগুলি মাকড়ি। তাহারা ডেকাহারী। সে তাহাদের পাশেই হই জন জাপানী ও একটি জাপানী শিকার দিয়া। সেই জাপানীদের সঙ্গে ছই এক দীর্ঘ মধ্যে চোবের নীতি এক বড়ুই অষ্টমী; এ বেগে, যদিও সে তাহাদের কথা বুঝিত না, তবু নিরবারি জাপানীদের কাছে দিয়া।

চীন হইতে ও তাহারা নিজের ভাবায় কথা কহিত। তবে তাহে, আকায়ে অর্থের বিনিময় হইত। কথা বুঝিত না বুঝিত, সেলাই তাহাদের সঙ্গে হাসিত। জাপানীরা কলা ও গাল অনুরাগিত, চোবের নীতিকে তাহা বাহিত দিত। সে তাহা কিছুই ইচ্ছাত না করিয়াই ছাহিত। চোবে নিজে কিছু কিছু না দেখাই আদীছিল, তাহাই বাহিত। কাহারো ছোয়া বাহিত না। কিছু চোবেকে দেখিতাম, নীতি যেন গোলামট!
চীন ভাষণ

প্রথম শেষীর সময়ে মালয় দেশীয় এক ডেকযাত্রী ছিল। সে খুব কীর্তি ও তাহার চেহারা উচ্চবংশীয় লোকের মত। মুখ বিষয়। সে সবর্বাধিক চুপ করিয়া থাকিত। গরম না হইলে আর ডেকযাত্রী হইবে কেন? কিন্তু তাহার তদ্রোচিত অভিমান ছিল। সে এক খানি বেতের ইঁজচোঁয় সঙ্গে আনিয়াছিল; তার উপরেই দিনরাত বসিয়া বা শুইয়া থাকিত; কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও একটি দোড়বছরের ছেলে ছিল। সেকলের অতি সুন্দর গড়ন এবং তদ্রোচিত বাবহার ও মুখের ভাব। ডেকযাত্রী দ্বি-লোকদের থাকিবার আলাদা। স্থান ছিল। সেইখানে তার স্ত্রী ও শিশুর থাকিবার কথা, কিন্তু সে সব ঝাপে দুরে রাখিয়া থাকিতে পারিত না। সেই চেহারার খানির পাশে এসে সারা দিন বসিয়া থাকিত। পরিপ্রেক্ষায় মুখে বেশী কথা হইত না, চাহিনেই প্রগাঢ় প্রণয় প্রকাশ পাইত। সে ছেলেটির অতি সুখ শিশুর ও গোল্প গাল গড়ন। উল্লাস কোমরে একগাছি লাল পুণ্য ও মাথায় মাখন চুলে লাল ফিত। বাধা; বাকী মাথা কামান। সবে চালিতে শিখিতেছে। আধ-আধ বুলি ব'লে দিন রাত সেই ডেকের উপর টঁকে টালে বেড়াইত। জাহাজ গুলি লোক অনিমিষনয়নে চাহিয়া থাকিত। আমার কালিন থেকে চুকতে বেরুতে দেখা হইত। সে দিক দিয়া গেলে আমার সে দৃষ্ট হ'তে চোখ আর ফিরিত না। তাদের ছ'জনকে দেখেছে আমার মনে হতো, তোমার যেন ছ'জনে সংসারে একা পড়েছে যেন, যে কোনও কারণেই হোক, সমাজের পরিতাক।

দ্বিতীয় শেষীতে ডুইটি মগরমণী একটি থাকিতেন; তাহাদের সহিত কোন পুরুষ ছিল না। খালি পাইলেই তাহারা আমাদের ডেকে চেহারা দখল করিয়া বসিতেন। কাপড়ের কুকুরটি লইয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া খেলা করিতেন। অনেক রাত্রি অবধি একদা ছাড়ি বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছন্ন হয়ে অকালে ঘুমাইতেন। লজ্জার বড় ধার ধরিতেন।
না। শরীরে স্বাস্থ্য ও মনে আনন্দ থাকিলে ষেরূপে জীবন কাটে ইহাদের সেইরূপই দেখিতাম। অপরে কি ভাবে না। ভাবচে তেবে আদর-কায়দার জাতীয় জীবনকে পেশেনের কোনও চেষ্টা ছিল না। বুকের উপর অবধি লুক্তি বাধা থাকে বলিয়া তাহাদের চলা ফেরা যেন আড়াই-আড়াই ভাবের। জমিতে পা রেখিয়া চলিতে হয়। বেশ এক দিন আদিবাসীর সময় মগের নাচ দেখিয়াছিলাম মগরমণীদল দাঁড়াইয়া হইয়া দাঁড়াইয়া একত্র অঙ্গ হেলাইয়া নাচে, দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু আমাদের দেশের মত নাচে চঞ্চল অঙ্গ-বিক্ষেপ নাই।

Fitz Gerald এর যে বিখ্যাত সার্কাস আদিবাসী কলিকাতায় খেলা দেখাইয়া গিয়াছে, তাহারা হংকং, সিঙাপুর, পিনাও ইত্যাদি জানেও একুথে খেলা দেখাইয়া আদিবাসী। তাহারা আমাদের জাতিয়ই ছিল। তাহাদের চাকর-বাকরদের দেখিয়া মনে হইত, নীচ শ্রেণীর ইয়ারোপীয়রা অনেকটা আমাদের দেশের নীচকাতীয় লোকেরই মত। পুর মত আদার বাবহার—খাওয়া শোয়া। হুর করে অঙ্গভঙ্গী করে কথা কওয়া, আর কথায় কথায় দিব্য গালা; আর অলপ বিষয়ের অনাচার করা। তাহাদের দলে যে সব মৌলোক তারে ও লোভার খেলা দেখাইত, তাহাদের ও জাতীয় সংসার দেখাতে ঐতিহ হইতেছে।

সকল জাতির মৌলোকের তুলনায় চাইকাতীয় মৌলোকের দেখিতাম, সকলেরকে ভিন্ন প্রকৃতির ; মুখে হাসি নাই, উচ্চ কথা নাই। নিঃশীল হা বসিয়া সম্ভাবন যে করিতেন।

দেখিতাম, যদিও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের ভাষা বিভিন্ন বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিতে পারিত না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ছেলেরা অনন্যসে পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিত। শিশু-ভাষা যেমন একটি শত্রু ভাষা, সকল শিশুই জানে, তাই তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব উঠিতে কষ্ট হয় না।
চান ভর্মণ।

আর একটি দম্পত্তির কথা বলি। স্ত্রীরা তী ফরাসী জাতীয়। প্রথম বামী ইহাকে কোনও কারণে আদালতের সাহায্য লইয়া পরিতাল করেন। তারপর অনেক দিন ইনি থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলেন। চার পাঁচ বংসর হইল, এক জন ইংরাজ যুবক সোদাগর ইহাকে বিবাহ করিয়াছেন। দুটি মেয়ে হইয়াছে। মেয়ের হইয়াছে যা ইহাদের মারই মত চঞ্চল নীল চোখ। বিবাহের ছ’মাস পরেই প্রথম কন্যাটি ভুগিল হয়। এখন ইনি সংসারী হইয়া বেশ মুখী হইয়াছেন। সুর্ধা শেলাইয়ের কাজ লইয়াই ধাকিতেন। মেয়েদের বন্ধ আদরের সীমা ছিল না। কাছারও সঙ্গে মিশিতেন না। সভাকে কোনওরূপ চাঞ্চল নাই। প্রতি কথাবার্তা আচার-বাবহার সবই উচ্চ আদরের। অতীত জীবন ছয়ে হইলেও এখন তাহার প্রকৃতি একবারে বদলাইয়াছে। তার আর বৈচিত্র্য কি? একবার ভুল হইলে কি আর শোধরান যায় না?

একটি ছোটছেলে বার বার বিষ করিয়াছিল ও বয়স্কায় অস্থায় কাতর হ’য়ে কাদছিল বলে তার বাবা। আমাকে একবার ছেলেটিকে দেখাতে নিয়ে গেল। তারা পরিব ডেক যাত্রী। স্ত্রীর যত্নের থাকবার জন্য নে ডেক আছে, আমি সেখানে গিয়ে দেখিলাম ছেলেটি। তার কৌণ শুলে বড় কিঞ্চিৎ। মা বাছু হ’য়ে কান্না খাবার জগত অনবরত মাই দিখেন, আর ছেলেটি অতি আঘাতের সহিত মাই খেয়ে তখনই জমা ছুঁই বিষ করিয়া। ফেলিতেছে। খাবার দেওয়েই যে কোথা হইয়াছে, হই নিশ্চয় করিয়া আমি মাই দিতে মান। করিলাম ও তাহার পিপাসা। শাক্তির জন্য একটি একটি মোরার জল দিতে বলিলাম। শিশুটি আশঙ্কিতে ভুল হইল দেখিয়া তার বাবা মার আর কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। পিতা আমার কাছে এ খবর বর্ণনা এলে আমি তাহাকে বিহিয়ে দিলাম যে—ছেলেদের যত রোগ অধিকাংশই খাওয়ার দেখিবে হয়। আগ্রহে ছুঁই খেলাই যে সুখ পাইয়াছে বুঝিতে
ঠিক বটে, তাহা তখন পিপাসাতেও ঐরূপ করে। তখন হুম দিলে আরও অপকার হয়। কাদলই যখন তখন জনপান করিতে দেওয়া তাহ নয়। সে এই সকল উপদেশ অতি মনোযোগের সহিত গুলি ও গ্রামে গিয়া বুঝাইয়া দিল। পরে আপনি পকেট বহিতে বস লিখিয়া লচল। যে কথা গুলি তাহই মিনিটে লেখা যায়, তাহা লিখিতে তাহার আধ্যাত্মিক সময় লাগিল।

একটি লেখা একটি চীনে ফুল আমাকে উপহার দিলেন, তাহার হতরসে গুলি পাপড়ী ঝরা ও অপরগুলি ঝরিয়া গাইয়েছে। অনেক ফুল আবার তের কাহারকে উপহার দেয়। জাহাজে বলিয়াই লাগিল। জাহাজে ত ফুল ফুটে না; আমর হংকং প্রোতিক ফুলের রাজা নয়। ফুটে, তাহা অতি কাঠে। কি চীনে, কি ইউরোপীয়ান, সকলেই এখানে ফুল ভাল বাসে। তাহি ফুলের অসম্ভব দাম।

যে চীনেমানের দিলেন ফুল উপহার দিয়াছিলেন তাহার কাছে অনেক গুলি চীনতাত্ত্বিক লিখিত বই ছিল। যেমন হ’যে থাকে, তাহি যেমন দুলভাল বাসেন তেমনি বই ও ভাল বাসেন। বই গুলিকে অতি উল্লিখন করে বেঁধেছেন। বই গুলির পাঠার ভিতর ফুলের পাপড়ী দেওয়াছিল। যাম ও অমনি রাখি। এই পান্তে ফুল রাধিয়ার উপস্থু স্থান বলিয়া মনে হয়।

ছোট পাতালা একপিট ছাপা। কাগজে লিখিত এই চীনে বই গুলি দেখে আমার উচ্ছ হ’তে লাগল সে গুলি নাথায় রাখি, বুঝে করি। নিজে রুখিয়া তো সাধা নাই। তবে যে শিক্ষাসা করিয়া, দেশীয় যে ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে একধারিন চীন দেশীয় প্রবাদ এবং (Quotation) উচ্ছ উক্ত সন্দেশে পুস্তক ছিল। তাহার কথাতে তাহার নীচে উচ্ছ করিলাম। বাংলার সম্প্রতি বা ইরাণী ভাষায় কর্কট ঐরূপ ভাবের বচন কান। আছে বলিয়া, যেখানে সম্বন্ধ তাহা ও লিখিতাম।
"বিনয় ও লক্ষ্দীলিতা শ্রীলোকের কঠিনভূষণ শরুপ।" চীন দেশীয় 'শ্রীলোককে যে তাল করিয়া দেখিয়াছে সেই এ কথার তথা বুঝিতে পারিবে। এমন বহুবলীত্ব বিনয়ন রমণীয়তি পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই।

আর একটি প্রবাদের এইরূপ অর্থ,—"অসময়ে অতিরিক্ত আসিলে সে শক্ত (তাহার) অপেক্ষাও কঠিনাকর হয়।" পুর্বেই বলিয়াছি যে, চীন দেশের লোক মোটেই অতিরিক্ত-পরামর্শ নহে ; ভাই মরিলে ভাই কাছে না, অতি নিকট আশ্রয়ীর দুরবস্থায় অর্থসাহা যা করে না। লোকে লোকারণা বলিয়া যে দেশে জীবিকা অর্জন অতি কঠিনাধা, সে দেশে অতিরিক্ত-সংকার করিয়ে সম্ভব হইতে পারে না।

"নির্বাণদীপে কিমু তৈল দানম্।" প্রদীপ নিবিয়া গেলে আর তাহাতে তৈল দিয়া কি হইবে ? একথার মর্যাদিক তাংপর্য প্রাচীন চীনের ও বুঝিয়াছিল।

আর একটি প্রবাদে মা ছেলেকে সড়ক দিয়েছেন। উহার ভাব, ঠিক নিয়োগ সংশুর প্রোক্তর মত,—

"নূশীলোভব ধন্যা মেঠী প্রাপ্তিতে রতঃ।
নিয়ং স্থাপ: প্রবণং পাত্রম যাতি সম্পদঃ।"

বড়ই সার্গর্ভ ও সড়ক দিয়েছে পূর্ণ নীতি কথা। পিতার কোলে উঠিয়ে পাইলেন না বলিয়া অভিমানে যখন ক্ষুব্ধ তৃষ্ণা কুলিয়েছিল, তখন তাহার মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, "স্তরিত্র হও, ধর্মপরায়ণ হও, সকল লোকের সকল জীবের মঙ্গল সাধন কর, তাহা হইলে অজ যেমন সর্নদা নিয়মানী হয়, সকল রূথ-সম্পাদ উপযুক্ত কোথে তোমাতেই আসিবে।"

বাধিত-ক্ষমার উক্তি আর একটি লোকের ভাব কতকটা নিয়মিত লোকের ভাব,—
চীন জাহাজে যাত্রিদল।

“চিল্লাই জন তোমরা কি কথন বাধিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি ফুঁতনা বিদেশ বুঝিবে সে কিসে কেনু আলীবিষে দংশেনিয়া যারে।”

কি আশ্চর্য! এই সকল নানা দেশের লোকের কার্য কলাপ দেখিলে আমার এতদিন মনে হয় হইতেছিল যে, অবন্ত বিশেষে আমরা যে কাজ করি, ইহারাও সকলে ঠিক সেইরূপ করিবা থাকে। এখন দেখিলাম, লোকে সদয়ের ভাব ভাষায় ফুঁটাইতে গেলেও ঠিক একই স্বরে সদয়ের উচ্ছ্বস বাহির হয়।

তার মধ্যে আর একথা পুষ্করণ দেখিলাম, পুষ্কর উংসর্গ করিবার স্থানে বাহাকে উংসর্গ করা হইতেছে তাহার নামে নাই,—কেবল লেখা আছে, “চির আরাধণ—তোমার।” যেন গভীর অমুরাগের শ্রোত অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হকে—যে কারণেই তোমার মুখ ফুটে বলিবার না নাই।

আর একথা পুষ্করণ কোন চীন নাথিলা রচিত। চীন-জাপান রুচি তাহার পূর্ণতায় মুহুর্ত সংবাদ পেয়ে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন। কোম তারক পাঁচ নীল পেশিল দিয়ে তার অনেকগুলি ছবির নীচে নাগ দিয়াছেন দেখিলাম। একটা ছবির অর্থ সরল ভাষায় এইরূপ,—

“হে প্রিয়না! তোমার মধুর হন্তি এ জনমে মৃগালিবার নয়।”

ঠিক যেন আমাদের বক্স-সাহিত্যের এই সরল উক্তিটার মত—

“তুমি যে দিয়েছে দেখা
পার্শ্বে তা আছে লেখা,
জরি ভাঙ্গিলে সে তো মুছিবার নয়।”

যখন সেই চীনেমান্টার নিকট এইসব পুষ্কর সমক্ষে কথা কহিতে
ছিলাম, নীচেকার ডেকে একজন গরিব চীনেম্যান তখন অতি সমধুর ঘরে বাসী বাজাইতেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছে। তীলোকেরা দুরে থেকে তত্ত্ব হয়ে শুনছেন। সে গাড়ি বাড়িতে বাসীতে ফুংকার দিয়ে কত রকমেরই সুর বার করছিল। বাসীর ঘর যেন কাঁদ কাঁদ ঘরের মত। আর এই সহস্র, ঠিক যেন কে কার নাম ধরে ডাকে। তখন সম্ভাগ আঁধার ঘিরে আসছিল। আর সুধূর আকাশের এক প্রাঙ্গণে একটি উজ্জ্বল নক্তত্ব যেন দেহ ছাড়া আমার মাত জলছিল।

একটি ভাইরোলিয়া ক্যাস্ট্রলিনারী রমণী একটি পুঠাপুঠি শিয়ো লেইয়া একাকী যাইতেছিলেন। তাহার অঙ্গ ফ্রিতে মুখের ভাব অত্যন্ত মহৎ। ছেলেটিকে নানা রং এর একধরনি কাপড় দিয়া পিঠে বাওয়া পরিকার পরিচ্ছন্ন হইয়া তিনি ডেকের এক প্রাঙ্গণে থাকিতেন। ছেলেটির গায়ে একটু ময়লা বা মাটির দাগ দেখিতে পারিতেন না। এদিকে তাহার এত সাহসী, কিন্তু মনে বিলাসের ইচ্ছামত নাই। লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস কিছুমাত্র ছিল না। সুসজ্ঞিতা অন্ত জাতীয় সৌরলোকে একক প্রাঙ্গণে দেখা যায় না। যখন তাহার দিকে দেখিতাম, চোখ সহজে ফিরিত না। একদিন চেয়ে দেখিয়া এমন সময় নিক্ষেপ চাহিদাম রমণী আমার স্বর্গ দুঃখের তর্কার করুন যেন আমার ঘাড় হেট করে দিলেন। এইরূপে বিষয় তির্যক্ত হয়ে অঙ্গ দিকে চোখ ফিরিতে মনে নেই বলিয়া—"টিশি তোমার দেখি নাই। যাহার অনিদ্রা-শুন্দর-মহুর্ত" ফ্রিতে গণন তোমার গণনেরই কতকটা সদৃশ ছিল, যাহার ছায়া আর এ নশ্বর সংসারে পড়িবে না, তাহাই কথা বাবুতে ভাবিতে তোমার দিকে চেয়েছিলাম।"

এবার একটি বিপন্ন চীনেম্যানের কথা বলিয়া এ শ্বাস্বীকার অবক্ষেপ গঠিত হইত। হংকং ইথে এখন প্রথম লাভ সূচীত উঠিলেন তখনই তাহাকে মেঝে আমার মনে হয়েছিল যে তাহাতে নিক্ষেপ কিছু বিশেষ আছে।
চৌদ্দ সকালের মত নয়; বেশভূষায়—তাহার অবহেলা, এবং পৃষ্ঠ শ্যাময়।

এক দিনেই তাহার মনের ভাব ও জীবনের ইতিহাস জানিলাম। তিনি একজন মধ্যবিত্ত অবস্থায় সওদাগর। দেহ ক্ষীণ। বয়স ৩০-৩৫ বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সর্বদা লোকের জন্ত চেয়ে এক একখানে বঢ়াসে ধাকড়তেন। কাহারো সহিত মিশা নাই—কাহারো সহিত কথা নাই; কেবল অন্যের সমুদ্র ও অন্যস্ত নীল আকাশের দিকে চেয়ে সময় কাটাতেন; কেবল একটি পরিচিত সমবর্ষ চীনের সহিত কথা কথন মনের কথা কহিতেন মাত্র। সে কথার ভাব, চোখের জল ছাড়া কান্নায়ই রুপাকান্ত।

আজ তাই বংসর হলো তার স্বী-বিবিশিক্ত হয়েছে। আঠার দিনের একটীমাত্র শিক্ষা কর্য রেখে তিনি চলে গেছেন। মাতৃহীনা মেয়েটিকে তিনি মার নামেই ডাকেন। প্রথম প্রসবের পরই তাহার মৃদু ঘট। কত ডাকার দেখিয়েছিলেন, কিছু হয় নাই। তবে এখনও কেবলই বলেন—"যদি এ চিকিংসা না করে অন্য চিকিংসা করতাম হয়তো তিনি ভাল হতেন।"

জীবনেরে যেন পরিমাণ ধু’টেছে ইহুদীদের মত চারিদিক শুক্ত হয়ে যেতে গেছে। হাত থেকে কুমার উঠে গেলে কুড়াইয়া লইতেন না। বৃষ্টি পড়লে যথাসাধ্যে সরিয়া বসিতেন না। খাবার খাতা পড়লেও খেতে যেতেন না। অন্যেরে এমন দামুণ বাধা লেগেছে যে—সে কথা, সে প্রসন্ন, একবার তুললে হয়—আমি সবাকার সামনেই চেলে মানুষের মত আকুল হ’য়ে কাঁদেন।

ঝঠির চেনে হাতীর দাতে আঁকা। একখানি ছোট রংধী মৃত্যু তার বুকে বুলান। ছবির অঙ্গ প্রতী গুলি ছোট ছোট কুঠু ফুলের মত। অার চূরার-ধবল রংটি খেলে-কয়বী ও ভোটে পুলের মত সাদ।
সাত দিনের দিন প্রাতে হংকং বন্দরে প্রবেশ করিলাম। বাহির
দিক থেকে দেখিতে এমন মুক্ত দেশ আমি কখন কোথায়ও দেখি
নাই। সমুদ্র ভেদ ক'রে পাহাড় উঠেছে; সহরটি সেই পাহাড়ের
উপর প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়টি ১৭০০ ফিটেরও বেশী উচু। সমুদ-
র-কলের ধার হইতে তোরে তোরে অতিন্দৃত বাড়ি গুলি যেন উপরে
উপরে সাজান রয়েছে। সে দৃশ্য বর্ণনায় বুঝান যায় না,—চ'খে না
দেখলে অমূমা করা অসম্ভব।

ঠিক সমুদ্রের উপকূলেই প্রত্য নিমিত চওড়া রাস্তা। তার উপরেই
সারি সারি,—ঠিক একক্রম দেখতে, চারিতরী বাড়ি। দূর হ'তে
দেখতে ঠিক যেন ছোট পায়রার ঘাপের মত। মনে হয়, যেন সমুদ্র-
কলের উপর হইতেই গায়িয়া তোলা। তার গায়ে নীল রঙের চীন
হরফে নানা কথা লেখা আছে। এ সকল স্থান পাহাড়েরই রাজত্ব,
পাহাড়ের দেশ; পথ, ঘাট, ঘর বাড়ি সবই পাহাড়ের বাধান। বন্দরে গভীর
জল। অতএ উপকূলে সিঙ্গাপুরের মত একটিও জেটি নাই। এত ঘন
বসতির দেশে জাহাজ কিনারায় লাগিলে সমুদ্র-চীনে দোকান গুলিতে
তিনান দায়; আর অত গভীর জলে জেটিই বা তৈয়ার হবে কেমন
করে? সেই জল এখানে জাহাজ দুরে নেওয়ার করে এবং বড় বড়
চীনে বজ্রা ও জাহাজের সাহায্যে মোট-ঘাট নামান উঠান হয়। শ্রমজ্ঞ
চীনে কুলির সাহায্যে তাহা গুনতে কাজ ব'লেই মনে হয় না।
অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি মাল বোকাই হ'র যায়।

যাত্রীদের নামিতে উঠিতেও নেকার আবশ্যক। কিন্তু এ সকল
হংকং।

নৌকা সাম্পানের মত নয় এবং তাহাদের গঠনপ্রণালীও অন্তর্গত; সাম্পান অপেক্ষা আয়তনেও অনেক বড়। সাদা সাদা একাধার হাল্কা কাঠ দিয়া অতি পিপলার সহিত গঠিত ও অতি স্নুকোষলে পরিচালিত। ইহার 'ছুটী' আছে এবং পিছনে একটি হ’ল ও বসিয়া। বসিয়া অনেকগুলি নাড় টানিবার ব্যবহার আছে। পাল উঠাইবার এবং নামাইবার ব্যবহার অতি সহজব; পালগুলি মাঝের, ক্যাবিনের নয়। এত তাড়াতাড়ি ইহা চলা-ফেরা করে যে, পালের সাহায্য অনবরতই লইতে হয়। পাল সর্বদা তোলাই আছে,—তাতে যে দিকেই হাওয়া হোক না কেন। হাল্কা নৌকারাই পাল ও ডাঁড়ের সাহায্যে তীরের মত ছুটে। বায়ুতের এক একবার বিষম কাঁপ হয়; কিন্তু নৌকা এত হাল্কা যে, ভূকুকুর কোন ভয় নাই। আর সেই সময় নৌকায় সমুদ্রের তেজ লাগিয়া অতি মধুর কল্লুল শব্দ হয়।

জাহাজ থামিবামাত্র অতিশয় বাদ্ধতার সহিত শত শত নৌকা, যাত্রী নামাইবার জন্য জাহাজের চারি দিকে আসিয়া গিল। চাহিয়া দেখি, প্রায় সকল নৌকাই চীনে স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত। হাল্কাই পরিয়াছে স্ত্রীলোক, নাড় টানিতেছে স্ত্রীলোক। এমন দৃষ্ট পৃষ্ঠে কখন দেখি নাই, কখন লুনিও নাই। বাধীনভাবে, সানননিতে নৌকায় দিবারাও বাস হেতু স্থাপনের যে একটি প্রকৃতি অসম্ভব, তা তাদের প্রতোক অল্প,—প্রতোক হার-ভাবে কানা যায়। নৌল পোষাকের উপর সাদা রঙের পুরুষ বিকাশ—ঠিক যেন ছবির মত দেখায়। প্রতঃকালীন যুগী-রশ্মি সেই সকল মুখের উপর পড়িয়া বচ্ছ সরোবর শ্রীবর্ষ প্রসূতির পথ দুলের ভায় দেখাইতে লাগিল। আমি যত দিন হংকং বসতে ছিলাম, প্রতিটিদিনই প্রহৃতে ক্যাবিনের ছোট গোজলা দিয়ে ঐরূপ মুখের দৃষ্টি দেখে আমার মুখেক্ত হ'ত।

নৌকায় তারা সপরিবারে বাস করে। বামী, বী, পুত্ত, কন্না।
চীন ভ্রমণ।

সকলে একত্র থাকিয়া, একত্র কাজ করিয়া, সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে। এই নৌকাতেই তাদের জমি, তাদের বিবাহ, বংশ রুদ্রি ও মৃত্যু। কত পুরুষ ধরিয়া এরূপ চলিতেছে। জমির উপর তাদের ধাক্কার ঠাই নাই,—দেশে এরূপ লোকারণ্য, এরূপ স্থানান্তর। চীন দেশে এরূপ নৌকার ঘর-বাড়ী অনেক আছে। এক হংকং সহরেই চারি লক্ষ লোকের মধ্যে বিশ হাজার লোক এইরূপ জলে বাস করে। কাণ্টেন আরও অধিক। শ্রীম রাজ্যের রাজধানী রংকুণ্ড সহরেও এরূপ অনেক আছে এবং আমাদের ভারতবর্ষে কাশ্মীর দেশেও এরূপ অনেক দেখা যায়।

এক একটা নৌকা ছেলে-পিলেয় ভরি। তারাও মা-বাবাকে সাহায্য করে। কোন স্ত্রীলোক হয়ত পিছনে হাঁ’ল ধরিয়াছে,—তার পিঠে একটা কচি ছেলে বাধা। আহান্ত ছোট বড় ছেলেমেয়েগুলি লগী ফেলে, মাড় বেয়ে তার সাহায্য করিতেছে। কাজে সাহায্য হবে ব’লে সকল চীনে মাঝিই বিয়ে করে। এরূপ শীত শীত তাদের ছেলে পিলে হয় যে, মনে হয়, এক বছর, দেড় বছর মাত্র ছেলেমেয়ে-গুলি সব পিঠপিঠি হ’য়েছে। একথানি ছোট বোটে চৌবিশ বৎসর বয়স একটা চীনামায়ের নয়টা সম্ভান দেখিলাম। আমাকেও হাঁচি যেছে। অনবরত সমুদ্রের হাওয়া থেকে সকলেরই শরীর বেশ মৃদু।

পাছে জলে চূড়ে যায়, এই আশঙ্কা অনেক ছেলের গলায় একটা বুড়ির মত হালকা জ্ঞিয় বাধা থাকে। জলে প’রঙ গেলেও মাঝা তাসতে থাকবে ব’লে এরূপ করা হয়। সেইদুরুক্ত নৌকার ভিতর অনেকের রক্ষনাপদি করিবারও ব্যবস্থা আছে। একটা ছোট ধারাতে কুঁড়ি বা হাস পোষা আছে,—তারা মিঃ না। অনেকে আমার ফিরিওয়ালাদের কাছ থেকে ভাল ভর্তী ইত্যাদি কিনে খায়, নিজেরা ব’লে না।
চীন ফিরিওয়ালার দেশ। লোকরা নিজ নিজ কাজ নিয়েই বস্ত,—অহারাদি বা অন্য আবশ্যকতা কাজের বিষয় তাহাদিগকে কিছুই ভাবতে হয় না। ফিরিওয়ালারাই সব যোগায়, ভাতও ফিরি ক'রে বিক্রি হয়। চীনে স্কৌলে জামা-কাপড় রীতি ক'রে বেড়ায় ও অন্য ফিরিওয়ালা আফিম, চা ও চুক্ত বেচে যায়।

এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই অল্প-বিস্তর ইংরাজী জানে। ভাষা ভাষা ইংরাজী, খোনা স্বর কহিয়া ইংরাজী নেহাং আবশ্যকীয় মনের ভাবগুলি প্রকাশ করে। পৃথিবীর পূর্ব-ঢালের বার্ষিক সাধারণ ভাষা ইংরাজী। জোনেছি নাকি ভুমধ্য সাগরের আশে পাশে সকল স্থানেই ফরাসী ভাষাই চলতি। দক্ষিণ আমেরিকায় সেইরূপ স্পেনিশ ভাষাই প্রচলিত। এরূপ ভাষা ভাষা খোনা ইংরাজীর নাম “পিজন ইংলিশ” । তার না আঁচে ব্যাকরণের ঠিক, না আঁচে উচ্চারণের ঠিক,—কোনরূপ মনের ভাব প্রকাশ করা মাত্র। ভাষা-শাস্ত্র স্বপ্নিত মরিদ সাহিব তাহার “ভাষা-বিজ্ঞান” নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এই পিজন ইংলিশই অধরের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে। একথাও অসম্ভব বলে হয় না। এ অঞ্চলের খেলায় গেলাম, তথাকার অধিবাসী,—অনেক হোক আর বিহিত হোক, অল্প-বিস্তর পিজন ইংলিশ জানে; রাজ্যবিশ্বাস ও বার্ষিক বিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাই পৃথিবীর ভাষা হইবে। ফরাসী ভাষার এতদিন যেরূপ প্রথমে ছিল, কালক্রমে ইংরাজীই ভাষা অধিকার করিবে।

পূর্বাঞ্চলীয় নৌকার লোকরা ও এইরূপ ইংরাজী ভাষায় দর-দর্শন করে। পিজন ইংলিশের ছু'একটা উদাহরণ দিলে পাঠক বেশ বুঝতে পারবেন। একদিন নৌকা-ভাষা দেবার অন্ত আমার কাছে কিছু ভাষান ছিল না। হুঠান নৌ-সমুদ্রিনীকে বিজ্ঞানা করিলাম,—
“ডলারের চেঁশ (ভাঙ্গানি) আছে?” শ্রীলোকটি বলল,—“Dollar me not got” অর্থাৎ,—“ডলারের ভাঙ্গানি আমার নাই।” আর এক দিন হঁক সহর দেখে ফিরতে অনেক রাজি হয়েছিল। “সাম্পান” “সাম্পান” ক’রে হাক দিলাম,—একজন শ্রীলোক নোকা নিয়ে এল। অত অক্ষকার রাতে অতশুলি জাহাজের মধ্যে ঠিক আমার জাহাজগাছা খুঁজে নেওয়া বড় সোজা কথা নয়। শ্রীলোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“সিপ?” অর্থাৎ—যে জাহাজে আমি যাহেতে চাই তার নাম কি? আমি বলিলাম,—“পালামকোটা।”

শ্রীলোক। পালামকোটা,—ইংলিস সিপ? অর্থাৎ,—ইংরাজের জাহাজ কি?

আমি। হা,—ইংলিস সিপ।

শ্রীলোক। Two masts অর্থাৎ,—তার কি হইটা মানুষ আছে?

আমি। হা, Two masts

শ্রীলোক। From Singapore? অর্থাৎ,—সিঙ্গাপুর থেকে আসছে কি?

আমি। হা, From Singapore.

শ্রীলোক। To Amoy tomorrow? অর্থাৎ,—কাল কি এমন যাবে?

আমি। হা, কাল এমন যাবে।

এই সকল অশেষের উত্তর পেয়ে সেই চতুরা মেয়ে মাঝি এত জাহাজের মাকে আমাকে ঠিক জাহাজে পৌছিয়ে দিল।

নোকায় বসিয়া ইতনতঃ দেখতে দেখতে দেখলাম যে সে একাই হাল ধরেছে, পালও খুলেছে। তাকে আর কেউ সাহায্য ক’রবার নাই। ছোট ছোট ছেলে গুলি ছুটুর ভিতর বেঁধারেখি করে এ ওর গায়ে পা তুলে দিয়ে যুমাচ্ছে। হুই তিন মাসের একটি
ছোট মেয়ে একাধারে শুয়ে রয়েছে। মায়ের স্মৃতি তার চিন্তায় একটু অতি আশ্চর্য ছিলার ঠাঁই।

বিশ্বাস হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম, “তোমার বামী কোথায়?” ব্লীলোকটি বলল,——“তুমি মাস হ’ল মারা গিয়েছে; তখন এই মেয়েটি আমার পেটে।” বলতে বলতে তার সেন সব অতীত কথা স্পষ্ট মনে জেগে উঠল; গলার ভয় বায়াগেহ হ’ল। অন্ধকারে সেন এক ফোটা পরিত্য চক্ষুকাল চোখে মুকার মত দেখে দিল। কি ক’রে বা। উপর হইতে কেড়ে নিয়েছেন, উপায় ত নাই; তারই ছোট ছোট একটা প্রতিস্থাপনের কথা দেখে সে কোনো দিন শুরু করে। বার শরীরে বাজার আছে, উচ্চ আশা তাক করিতে পারিলে তার আবার তাবনে। কিছু কিছু হাতে পেয়েছে পর ৩০ সেকেন্ডের পরিবর্তে আমি তাকে কিছু বেশি দিলাম। নির্ভর কৃতজ্ঞতা যে কারণ বলে সেই দিন আমি প্রথম দেখলাম।

চীন দেশে মেয়ে-পুরুষে দিন নাই রাত নাই সর্বক্ষণই পালটে। কখনও কখনও বা স্থিতিটি পিঠ থেকে নামিয়ে কোলে নিয়ে মাই দেয় ও ভয়ে ভয়ে এবং সুলভ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখে, কেন্দ্র তার দিকে চেয়ে দেখতে কি না। চীনেন্দ্রনাথ তাকায় না, অন্য দেশের লোকেরা তাকায়।

চীনে বোটাইলীর কথা বলতে গিয়ে এতখানি হইল, তার কারণ, আমি চীনেন্দ্রনাথ সঙ্গে যা কিছু দেখেছি, তা আমার বড় বিশ্বাসের বলে মনে হ’য়েছে। কলিকাতা হ’তে এই পথ গিয়ান্নয়ে চীনেন্দ্রনাথ দেখালে বললে। ব্রহ্ম ও মালয়েশিয়া দেশ আমার তত ভাল লাগে নাই। তাদের সঙ্গে বেশী কিছু আমিও না লিখিতে নাই। কিন্তু চীনেন্দ্র ও চীনেন্দ্রনাথের কার্যালাপ আমি পুনরায় পুনরুদ্ধারপূর্বক করিয়াছি।
চাঁ রঙ।

এই সকল চাঁনে বড় বৃহৎ ও কিন্তু নৌকা (জানকু) ও সামুদ্রাত
ছাড়া বন্দরে বিশ্বর অন্বেষণ ও দেখালাম। নানা দেশের ছোট বড় নানা আকারের অনুষ্ঠান নানা রকমের নিশান উজিয়ে গতায়ত করিতে ছে। তার মধ্যে অনেক গুলিতেই "ডুগন" আঁকা নিশান উড়িয়েছে। ইংল্যান্ডের যেমন "ইউনিয়ন জাক," চীন রাজার তেমনি "ডুগন" —গিজিটের মত এক রকম জানোয়ার অভিন্ন নিশান। হল নালো। হল্দে রঙ ডুগন আঁকা,—দেখলে মনে হয় যেন সাদাত ই হয় করে কামডাতে আসেছে। চীনরাজা নিকটে ব’লে সকল জাতিতেই এখানে চাঁনে নিশান উভায়। এই সকল জাহাজের মধ্যে অনেকগুলিই রঙ-রঙতরী,—মানোয়ারী জাহাজ ও কুচার জাতীয় জাহাজ দিনের মধ্যে দশ পোনের খানি যাতায় করে। তাহাদের সমায়পার্থ হংকং এর নিকটস্থ কাউলন কেন্দ্র হইতে অল্প তোপর্সন করতে যায়।

চীন সমুদ্রে গিয়া অবধি আমার সর্বদাই রুম-জাপান যুদ্ধের কথা মনে হ’ত।

সকল সত্য দেশের রণ-রঙ-রঙতরী, পাছে কোন পোল-মাল উঠে এই আশাবাদ, সদাই যুদ্ধায় মুসৃমিষ্ট আছে। জাহাজের সকল লোকের মুখেই রুম-জাপান যুদ্ধের কথা।
সকল জাতিরই জাপানের দিকে টান। এমন কি একটি বৃহৎ ফরাসী সওদাগরেরও দেখলাম জাপানের প্রতি সহায়তাকৃতি। তিনি অতি সরলভাবে বললেন,—"যেমন একটি বড় লোকের সঙ্গে একটি ছোট ছেলের কুটি হলে সকলেরই ছেলেটার দিকে টান হয়, তেমনি সকল লোকেরই জাপানের জন্য সহায়তাকৃতি ব্যাপার। তবে জাপান যখন বড় বড় যুদ্ধে জড়িত, তখন আমার অনেক ইউরোপীয়েরের চোখ টাটাবে। এসিয়াবাসীর কাছে ইউরোপের পরাস্ত হওয়া বড় অপমানের কথা। বিজিত অস্থায় এসিয়াবাসীর তাতে চোখ ফুটবে। ইংল্যান্ডের জাপানপক্ষ সমর্থন কেবল মৌখিক মাত্র। সাধ্য আছে তো ইংল্যান্ডও একুশে করিতে পারে। জাপানের চুলির ইংল্যান্ড কখনও সাহায্যের অগ্রসর হবে না। জাপান হারিলে জাপানের অন্তিম লোক পাইবে। আর এখন জাপান যতই জড়িত, শেষে তাকে হারিতেই হবে—যদি রূপিয়ায় ঘরোয়া গোলমাল না বাধে।"

প্রতি বন্দরেই জাহাজের জন্য সংবাদপত্র লওয়া হইত, তাহা হইতে যুদ্ধের অনেক খবর পাইতাম। এইতো ভীষণ চীন সমুদ্র, জাপানের দিকে আরও ভীষণতর। টেরেন্ডোর আগাতে ও গোলার চোটে যখন জাহাজগুলি চূর্ণ-বিরূচি হইয়া সমুদ্রবর্ণে প্রবেশ করে, তখন কত শত লোক এক নিমেষের মধ্যে বিনষ্ট হয়। দুবে মরা, পুড়ে মরা, বন্ধ-সেলের আগাতে অঙ্গুলতঙ্গ কথা বিখ্যাত হয়। কি ভীষণ-যন্ত্রপাতক! ঐরূপ ব্যাপারই সেখানে দিবার্ষিষি ঘটিতেছে; আমরা–

* এই প্রক্ষ লেখার পর রস্ক্র-জাপান-যুদ্ধ ধ্বংসে সমর্পিত আমি রাজ্যের স্বাগতিকের কৃষ্ণেন্দ্রের আন্তরিক চেষ্টার উদয় জাতির মধ্যে সকল-বক্তন হইতেছে। এই যুদ্ধে জাপান পৃথিবীতে কিপ্র বোধ, কিপ্র প্রতিকল্প লাভ করিয়াছেন, তাহা কারণও অবিচিন্ত নয়। কৃষ্ণেন্দ্র সে সব কাহিনীর বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।—লম্বেক।
চীন ব্রহ্মণ।

ষষ্ণের কুশল-কামনায় বার্ষ করে অসংখ্যা মানব, পতঙ্গের মত প্রাণ, বিসর্জন দিতেছে।

এদিকে যেমন হংকং দীপ, অপরদিকে অনিত্যের চীন-সম্রাটের শাসনাধীন চীন দেশ অবশিষ্ট। তুই এত নিকট নিকট যে, গোলাঁ-গুলি মারিয়ে তাহ। হংকং দীপ হইতে তথায় পৌছায়। অনেক নৌকা স্থিমার ও জাহাজ অনবর্ত হংকং হইতে তথায় যাতায়াত করিতেছে।

তার মধ্যে একটি স্থান ক্যান্টন।

চীনরাজ্যের দক্ষিণ অংশে যত নগর আছে, তার মধ্যে ক্যান্টন সবর্পেক্ষ। বড় সহর, বনাম-প্রসিদ্ধ একটি নদীর তীরে অবস্থিত। হংকং হইতে আমেরিকান কোম্পানীর জাহাজ দিনে হৃথ্যানি সেখানে যায় আসে এবং বারো ঘণ্টায় হংকং হইতে ক্যান্টনে গিয়া পৌছায়। পুরুষেই বলিয়ছি এ সকল অঞ্চল আমেরিকানদের কাজ করার বেশি। সেইসময় নিকটবর্তী আরও অনেক স্থানে তাদেরই জাহাজ যাতায়াত করে। ক্যান্টন যাইবার জাহাজ গুলির নীচের তলায় কবল ‘টাঙ্গ’ অর্থাৎ বড় বড় চৌরাষ্টায় পরিপূর্ণ। সেইখানের কলে নানা রকমের মাছ জীবাইয়া আনা হয়। জাহাজের অন্তর্গত তালা চীনে যাতায়াত পরিপূর্ণ। জাহাজে অবস্থিতিকালে চীনে যাত্রীদিগকে একটি প্রস্তুত কামরায় তালা চাবি দিয়া রাখা হয়। এরপ করার কারণ, পূর্বে চীনদেশে বোঝাটে দম্বার সংখ্যা অতিশয় বেশী ছিল। তাহারা যাত্রী সাহিত্য জাহাজে উঠিত এবং জাহাজের সকলকে হতা করিয়া। তাহাদের সর্বস্থ অপহরণ করিয়া। তাই সকল যাত্রীদিগকেই আবাস করিত। রাখা হয়।

ক্যান্টনের মত বহু লোক পূর্ণ সহর আর কোথাও নাই। সহরটি আয়তনে খুব বড় নহে, অথচ তথায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস। কলিকাতায় দশ লক্ষ লোকের বাস। নদীর উপর বোটে বাস করে,
হংকং।

এদেশ লোকের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। নদীমধ্যে একটি দ্বীপে বিদেশীদের আহার। সেখানে বাইবার সাঁকের পথে সর্বদা ‘শৃঙ্গিগণ পাহারা’ দিয়া ধাক্কে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিদেশে পাপই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হান। কারণ দেখিলে যতই ভাল মাছের হোক, নিজদেশে বিদেশীকে অসহ্য পাইলে চীনমানরা তাহার প্রতি বড়ই অত্যাচার করে। এখানে আফিম বিক্রয়ের কোনও মানুষ নয় বলিয়া, আফিমসেবী চীনমানদেরা কাপড় তোরণ প্রতিরুপ ভিতর করিয়া এখান হইতে বিক্রয় হইতে বুকাইয়া হংকং এ আফিম লইয়া যায়। সেই কারণে হংকং এ জাহাজের দৌড়েই শিখ পুলিস আসিয়া। চীন গাণ্ডীদের কাপড় ও বাজারের ভিতরে আফিম আছে কিনা তাহার তদান করে।

জাহাজ নয়র করিয়া সিংড়ি ফেলিবামাত্র অসংখ্যা ফিরিওয়ালারা আসিয়া জাহাজে উঠিল। তারমধ্যে অনেকোই গাওয়ার বাপারী। এন বড় বড় বাক্স করিয়া রাঢ়া ভাত মাছ তরকারী প্রতিরুপ আমিনা, তাহারা দোকান খুলিয়া বসিল। জাহাজে বসিয়াই চীনে দোকান তাহাদের নিকট হইতে রাঢ়া ভাত তরকারী কিনিয়া পাইতে লাগিল। চীনমানদের আহারের কথা বিশ্বাস করিয়া বলা আবশ্যক; অন্য প্রবন্ধে তাহা বলিব।
হংকং।

[মিত্রের প্রস্তাব।]

জহাঁজ নওয়ালের কথায় যে তখনি নামা থাকে, তাহাতে নহে। ডেকের চারিদিক থাকার সময় উচু মোটা কাঠের পাঁচিয়ে থেকে। এইরূপ খুলিতে হয়। ডেকে হইতে জল প্রায় ১০ কি ১২ হাত নীচে। সেখানে নামিবার জন্য সিঁড়ি ফেলিতে হয়। এ সব ঠিক হইলেও প্রথম অবস্থায় যাত্রীকর এত ভিড় হয় যে, তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করা হংসাধার। ইতাবসরে অসংখ্য ফিরিওয়ালা নানাপ্রকার বিক্রয়ের ব্যবহার জাহাঁজে বৈচিত্রে আসে। আহারের দ্বারাই তার মধ্যে সর্ব প্রধান।

বড় বড় বাকে করিয়া ভাত, তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি নানারকম বাংলা ব্যাবধি অনিষ্ঠা ফিরিওয়ালারা জাহাঁজের আশে পাশে দোকান খুলিয়া বসে। কিন্তু এমন স্থানে সাজান যে, রাশি রাশি দ্বারায় থাকিলেও একটা পড়ে না বা ভাঙ্গে না,—বাহির করিয়া লইতে বা রাথিতে কোন অস্থিবিধা হয় না। ফিরিওয়ালাদের ভাবেই উনান আছে গরম থাকিবে বলিয়া সেই সব উনানে দ্বারা গলি বসন থাকে সব খাবারই গরম পাওয়া যায়।

নিজে অসমানতা ভরি ব'লে পরে কি থায়, কেমন ক'রে থায় ও কিরূপ হুমকি করে এ সংবাদ লইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। তাই অনিশ্চিত নর্মনে চারিদিকের খাওয়া দেখিয়া তাহার।

তাহারা কখনও আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'তে দেয় না, শত শত থাকিলেও যথাসময়ে থাইবেই থাইবে। গরম কিনিয়া চিত্র কখনও ঠাঁক কিনিয়া তাহারা থায় না। কখনও হাত দিয়ে থায় না। "চপ ট্রিক"
হংকং।

নমক এক প্রকার কাঠি আছে, তাহাই ডান হাতের অনুলিপির ছই দাঁতে ছইটি ধরিয়া তবারাই আহারীয় ত্রুবাদি অতি দক্ষতার সহিত উঠাইয়া থায়। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহাদের প্রধান আহার ভাত ও মাছ। মাঝখানে একটি বড় পাত্রে করিয়া ভাত রাখা হয়। পাত্রের চতুঃপার্শ্বে কাঠের থালার উপর কাচ- কড় বাটাট তুর- কারী সাজান থাকে। সেখানে চতুর্দিকে বিরিয়া বেস। প্রত্যেকে এক একটি ছোট পেয়ালা করি- য়া ভাত লইয়া বাম হাতে করিয়া মুখের কাছে ধরে ও ডান হাতের কাটি দিয়া অন্ন অশ্লীল ভাত মুখের।

চাইনের বোঝনপাত।

মধ্যে উঠাইয়া দেয়; আর মধ্যে মধ্যে একটিপরে তরকারীর বাটি হইতেও তরকারী উঠাইয়া লইয়া মুখে দেয়। ছিবুড়ে বা মাত্রের কাটি ঐ কটি দিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া সপ্তরী এক চাষ- পায় জন। করে। এত দক্ষতার সহিত তাহারা কাঠি চুলি চালান করে যে, একটি ভাত বা একটি তরকারী মানান যে খাও না। অনেকেই এক বাটি হইতে তরকারী লইয়া থাকে। বিক্রেতাও মধ্যে মধ্যে আপনার হ্র্যাব হইতে উঠাইয়া লইয়া থায়। এক সম্পাদ খায় ও বেচে। “সকৃষ্টি” বলিয়া কোনও বিচার নাই। খেয়ে
চীন ত্বরণ।

আঁধার না ও মলানাগের পর জলেরচ করে না, কাগজ বাবহার করে। জল বাবহারে বড়োই নারাজ। এক পেয়ালা বাঁধা ভাত ও চার রকম তরকারীর মূলা ২ সেন্ট, অর্থাৎ হ'পলা। মাত্র। এইরূপ ছই পেয়ালামাত্র ভাত পাইলেই তাহার এক বেলার খোরাক হয়। তারা তিন বেলা খায়, সকাল ৮টা দুপুর ১টা ও সন্ধ্যা ৬টা। খাবার পরিমাণ পরিলে, আমরা চালবারে যত থাই তদপেক্ষা তাহারা অনেক কম থায়।

চীনমানদের হজমশক্তি এত সতেজ থাকে তার অনেক কারণ আছে। কাঠ দিয়া অল্প ভাত উঠাইয়া খায় বিলিয়া। আতে আতে বেশ চিবাইয়া খাওয়া হয়। খেতে বেদ তারা কখনও জল থায় না। ঠাট সরবৎ প্রভূতি জিনিস কখনও থায় না। মার্কে মার্কে ছোট পেয়ালায় কথে তখন চিন বিহীন সব চৌচৌ সিক থায়; একতে বসিয়া খাইতে খাইতে নানা গল করে। পরিমাণে অল্প থায়। আতে আতে অনেক কণ ধরিয়া থায়। যথেষ্ট কার্যকর পরিশ্রম করে। ধনী হইলেও বিলিয়া শইয়া সময় কাটায় না। অন্য কিছু করিবার না থাকিলে জুই খেলে। শেষ পর্যন্ত সহিত বড় একটা সমষ্টি নাই। সদা সমষ্টি চিড়ে মনের আনন্দ লইয়াই আছে। সকল প্রাপ্তি, সকল বাথা আফিম সরবে জুইয়া। এই সকল নানা কারণে যা থায় তাই মিশ্রজন হয়, দেহও খুব মিশ্র ও সবল থাকে। আজ কাল যে আমাদের দেশে দেশজ লোক ডিস্কিমে-পিরাম (অধিনায়ক রোগে ) হুইচ তার একটি প্রধান কারণ তাড়া-তাড়ি খাওয়া। পাঁচ পাঁচটি আঁকুলের সাহায্য, আফিম খুল বাবিয়া বাঞ্ছিয় ভালুপে না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি আহার সেবে ফেলা অনুভূত। আমাদের মধ্যে হাওয়া-দাওয়া একটি অবহেলার কাজ হইয়া গাড়াইয়াছে। চীনমানদের কিন্ত হাওয়াটাই সর্বাপেক্ষা প্রধান কাজ।

তবে তারা থায় যা তা। সে সব খাবারের কথা তাবিলেও বিদি
আদে। অতি জন্ম ও ব্যাধি,—যাহা সকল দেশের সকল লোকের হেতু, চীনের মায়ারা তাহা আদের সহিত থাকে। যদিও তেলাপোকা খাওয়া দেখি নাই, কুমিজাতীয় এক পোকা খাওয়া খাচ্ছে দেখি-যাইছি। অতি উপাদের খাদ্য বলিয়া তার জন্ম আমাদিতে বেশী দাম দিতে হয়। ছোট ইন্দুর, বড় ইন্দুর ভাঙ্গা লোকানে লোকানে টাঙ্গাই থাকে। পার্থীর মধ্যে হীরা ইহাদের বড় প্রিয় খাদ্য। শুধু পালক ও নাড়ি-বাঁড়ি বাদে পায়ের নখ হইতে মুথের ঠোঁট অবধি রাখিয়া আসে ভাঙ্গা হয়। চতুর্দশদের মধ্যে পাঁচঘ, ভেড়া প্রভৃতি উপাদের মাংস থাকিতে ইহারা শুকরমাসেই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া মনে করে। তার মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা হৃদয় অংশ নাসিভার আগাহাটুকু। কী জন্য নাড়ি বাঁড়ির ভিতর হইতে বিষাদী সাফে করিয়া তার ভিতর পথিত থাকে মাংস পুরিয়া ভাঙ্গা অতি উপাদের খাদ্য। আর চন্দ্র ও মুক্ত দিয়া এক প্রকার খোল প্রস্ন হয়। তাহেই বুঝিয়া এই সকল মাংস বাহিতে তারা আরও তালবাণ। আবার নিজের যদিও খাওয়া দাওয়া সদয়ে বড় পোকন নাই, তবু আমার ও এ বস কথা মনে হলে স্বর-সমুহে সংযুক্ত-পীড়া হবার উপর হইত। তিনষ এরা যেমন পরিকার পরিষ্কার, তা দেখিলে তার জন্মের কিছু খাওয়ার চেয়ে বিকটে তাহা কতক পরিমাণে করে নাই।

ঈদারের উপরেই ফিরিয়া লাগাদের নিকট বসিয়া চীনের মায়ারা কিরূপে বাহিতে লাগিলু, এখানে দেই থানাই করিয়া। নিজ নিজ বাড়ীতে ও হোটেল প্রতি হানি যে রূপে আহার করে, তাহাও আনে সংখ্যা ঐ রূপে। সেইভাবে যারা চোখার বা টুপে বসিয়া কাজ করে ও টোপিতে খান। অনেকার না হইলে কথার মাত্রে উল্লেখ হইয়া বসিয়া আহার করে না এবং কাজও করে না। জাপানীরা কি আমাদের মত মাত্রে বসিয়া আহার করিতে ভালবাসে এবং
চীন ভ্রমণ।

মাতৃতে বসিয়া কঁদি করারও পক্ষপাত। তবে আমাদের নত বং না—হাতি পাতিয়া কাঠে নত বসে।

এইখানেই চীনে হোটেলের কথা বলিয়া রাখি। হংকং সহরের চীনের একটি হোটেলে আমি পিয়াছিলাম। সেখানে অনেক নতুন কিছু এবং নতুন পথ দেখিলাম। চীনে হোটেল গলি-খুলিতে। আমি যে হোটেলের কথা বলচি, এ হোটেলটি খুব বড়; সহরের মধ্যে জনতাপূর্ণ একটা স্থানে অবস্থিত এবং যারাপথ নাই পরিকল্পনা পরিসর। হোটেল লোক লোকারায়। অনবরত লোক দুকিতেছে ও বাহির হইতেছে। দরজায় চীনের এনারার লোকের হিসাব রাখিতেছে। ইউরোপীয় বা অন্য জাতীয় শর্মচারী কেহই নাই। হোটেলটি দুই ভাগে বিভক্ত; একভাগে সাত্বরে রকমের খানা হয়, অপর দিকে চীনের রকমের; শেষের হারেই ভিড় বেশী।

হংকং সহরের একজন চীন গৃহস্থের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই আমাকে খাওয়াইবার জন্য হোটেলে আনে। আমার সেখানে উদ্দেশ্য ছিল। যেদিকে চীনের খাওয়া হয়, সেই দিকটিই আমার ভাল লাগিল। ততপরে হোটেলের অপর দিকে গেলাম। সেখানে গিতে দেখি, পরিকল্পনা পরিসর সাহায্য ঘরগুলি বিশেষ অল্পী ছিল এবং পরিপূর্ণ। চীনের বাড়ী, হইকি প্রভূত তেজস্কর মদ পান করে না। আফিমদিয়ের ওব বড় হয় না। কারণ আফিমের আলো হয় ও মদে উঠেছেন বাড়ায়। তাই তারা নেহাত কীও বিয়ার রম প্রকৃতি মদ ভালবাসে। তাও আমার অনেক লিমনেড মিশিয়ে পান করে। এরফ মদ খাওয়া দেখে আমি আর হেলে বাচি না। আর ইহার চাঁদ কুন্ডায় বিচ ভাঙ্গা, লেবার এবং পরিসর, আমাদের সময় খামারের ছিড়তে কোটা ইত্যাদি সেই খোপ দেওয়। টেবিলচাকা কাপড়ের উপরেই ফেলিতে হয়; আহারার সব চাদরধানি উঠিয়ে
নিয়ে যায়। খাওয়া শেষ হইলে পরিষ্কার কাঠামোর পাত্রে অতিক্রম স্বুগর্ভী গরম জল ও সাবান এবং এক একখানি বধূতে ভিজান ভাজাকর্ত তোলাতে এক একটি লোকের জল প্রস্তুত থাকে। হাত মুখ ধুয়ায় মুছিয়া চুরি থাইতে খাইতে বাহির হইতে হয়। এত উপাদেয় দ্ব্যাদি উপভোগ করার মূল্য এক ডলার মাত্র।

জাহাজ হইতে নামিবার আগেকার আর একটি ঘটনা পাঠক সহাশরদের জন্য উচিত। জাহাজ নজর করার পর সিঁড়ি ফেলা হইলেই জন কক্তু চীনে ধোপানী কাপড় নিতে এলো। তাদের মধ্যে এক জন এলোচুলে প্রথম শ্রেণীর সেলুকুল চুকুলো। সে তথ্যে আসিবাদানী সব চাকর-রহস্য তার কাছে পতিয়ে মত এসে উপস্থিত হলো। সে চিন-পরিচিতির মত অতি অল্পদের মধ্যেই কাহাকে বা মিষ্টি হাসি কাহাকেও বা মিষ্টি কথা উপহার দিয়ে আমার ছেকরা। চাকরের পিট চাপড়ে ব'লে,--"আ গেল যা ছুঁতু ছেলে,--তুমি আমাকে এতক্ষণ বল নাই যে ডাকার সাহেব কাপড় কাচাতে চান।" ছেকরা একা গবহারে বড়ো ধৃতি হ'য়ে বলে,--"আমি এখুনি তাই ব'লতে যাচ্ছি ইমাই। কিন্তু আজ দিনের ভাতের দেওয়া চাই।"

তারপর দিন আমাকে বলিল,--"ধোপানী আপনার কাপড় কালেই আনবে ব'লে।" আমি কিজুটা করিলাম,—"তুমি কেমন ক'রে গানুলে? আমি তো এত লীলা তোমাকে তার বাড়ি দাগালার অর্থ সহে বলি নাই? কেন তবে সন্ধানের তার বাড়ি চিয়েছিলে বাপ!" সে ঘাড় নীচু ক'রে বইল, এ কথায় আর উত্তর দিতে পারিল না। কাপড় কাচাই। আসার পর সে আমাকে বলিল,--"প্রতি কাপড় খানিয় জন্য ধোপানীকে ১৫ সেন্ট দিতে হয়।" অনেকে ২০ সেন্ট দেয়। কেনেও আমি বিরক্ত না ক'রে তাই দিলাম। দশখানি কাপড় কাচার মূল্য ২১০ ডলার অর্থ ছুই টাকা এক আনা লাগিল।
চীন ভ্রমণ

যাত্রীর ভিড় একটি কমিয়া গেলে জাহাজ হইতে নামিলাম। তেজলের সাহায্যে তীরে আসিলাম, সে তোলায় সরিয়াবাহের একটি চীনের গহনশ্র বাস করে। পাল তোলায় যাই নৌকাখানি বায়ুতের হেলিল, অমনি আমাদের ভয় হইতেছে বুকিয়া নৌ-সীমান্তরী বলিয়া উঠিলেন—’’No fear! No fear!’ অর্থাৎ—’’ভয় নাই, ভয় নাই।’’

তীরে নেমে দেখি ক্যাশন হইতে একখানি জাহাজ তখনই আসিয়া পৌছিয়া ছে। তার যাত্রীদের নিকট আফিন আছে কিনা তদন্ত করিয়া করিয়া অনেকজন শিক্ষা পাঠাওয়ালা চীনের উপর নানারূপ তথ্য-তাগাদা করিতেছে। আমরা হিঁসতে পথ জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা স্থায় রিক্স ডাকিয়া দিল। রিক্সওয়ালারা আমাদের হই জনকে—প্রত্যেকের সেই ডাকায় পোষ্টাফিসে পৌছিয়া দিল। কুকুঁগ নামিয়াই পথের দীর্ঘ দেখিলাম,—কোন চীনের মৃত্যবার্তার অন্য নাম তাহার মৃত দেহ শশানে লইয়া যাইতেছে।

ধ্বংস লোক মাঝে গিয়াছেন, তার শবদেহ বাণ্ড বর্ণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর তার পিছনে পিছনে রিক্সর সারি চলিয়াছে। অনেক গুলিতেই উঠিয়া রোড়মান। চীনে খৃষ্টীয় মুখ ডাকিয়া বলিয়া আছেন। তাহাদের সকল অতিরাজ শুনিয়া মনটা কেমন হঁর্তে গেল। তারা মৃত আচ্ছাদনের কথা ও তাহার সময় চির-বিচিত্র কথা ভাবতে ভাবতে অধীরা হচ্চেন। আমারও নিজের বাড়ির কথা মনে হঁর্তে লাগল। জাহাজের উপর অনেক দিন বাদে চিঠি পাত্র পাওয়া যায় কে কেমন আছে ভাবিয়া মনটা যেন বাড়ি আসবার জন্ম হাত হঁর্তে উঠল।

ভাবনায় গিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া বলে টিক্কট কিনিবার জন্য একটি ডলার দিলাম। চীনে পোষ্টাফিসে বলিয়া, ”এ ডলার এখানে চলবে না।” টাকা সিঙ্গাপুরে চলে না। আবার সিঙ্গাপুরের ডলার এখানে।
চলে না। আবার এখানকার ডরার এময়ে চলে না। সব অল্পহিদা ছাপ মারা, তাই অচল। চীন মুলুকের প্রতি এক অশ্রুত বাপার, পকাশ মাটি ক্রোশ গেলে পরেই যেন সব বদলে যায়। ভিত্তির ভিত্তি চীনে ভাষা, ভিত্তি ভিত্তি মুর্তি, ডাকটিক্যাট, ও আইন। অথচ মাকুম গুলিকে দেখিতে ও তাহাদের রীতিনীতি চীনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে মাঝারিয়া। অবধি ও চীনের পূর্ব উপকূল হইতে তিনটি অবধি সবই এক।

পোষাফসি যে স্থানে অবস্থিত তাঁর চারি পাশেই বড় বড় দোকান। ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষ হইয়া। এ সকল ব্যসার দেশে চীনের মাঝারিয়া ও জাপানের ব্যবসা করিতেছে। একটি জাপানী চিত্রকরের দোকানে কতকগুলি অতি সুন্দর সুন্দর চীন-জাপান ও রূপ-জাপান যুগের ও জাপান দেশীয় গাঁথস্থানীয়ের এবং অন্যান্য নানা বিদেশীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রগুলি সব বড় বড় ও দেখিতে ঠিক যেন সঠিক বিচিত্র মনে হয়। তাঁর একটি স্থান যা বাণিজ্য আবার টুলিয়া। এক একটি দশ সেট বিনিময়ে বিক্রয় হয়। তার কেতা অনেক। যে যায় সেই কেন। আমি ও অনেকগুলি কিনে এনেছি। তাই তাই একটি এই পুনর্নবীকরণ হইলে আসল চিত্রগুলির প্রাণের এ ছাপাগুলিতে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। সে গুলি বড় বড় নানা, জীবন্ত চিত্র, —এ ছাপ গুলি আলো-ছায়া বিহীন ছবি মাত্র।

চিত্র দেখিতে আমার বড় বড় ভাল লাগে। এই তিন দশা পুরীয়া পুরীয়া সে জাপানীর কারখানায় ছবি দেখিয়া বোঝাইতে লাগিলাম। তিনি ও যেন কত বাণিজ্যের মত আমাকে সব দেখাইয়া লাইয়া বোঝাইতে লাগিলেন। আমি সাহেব নাহি বাঙালী, একথা খেন তাঁহার অনুষ্ঠানীতা খেন আরও বাঙালী গেল। একটি বড় একটি সুন্দর ছবি দেখিলাম, তাঁর ফটো পাইলাম না। এমন সুন্দর স্বাভাবিক ছবি আমি কখনও কোথায়ও দেখি না।
নাই। ছবিটির বিষয়, "Birth of a Pearl" অর্থাৎ "মুকুতার জন্ম"। পটির সমুদ্রের নীল জলের উপর ভাসমান একটি কিছুকের ডাল। খুলে একটি “অমিলা-মন্দর-মধু-মৃত্তি” রমণী বলচেন—“এই যে আমি এসেছি।” বালুকের নৈসর্গিক আভাবিষ্ট সেই মুথের দিকে চাহিলে সবই সজ্জিত বলে মনে হয়। মনে হয় যে, তার চোখের তারাগুলি নড়তে—চোখে পলক পড়তে। যেন “সাধনার ধনকে” কে অন্তরের সহিত গুগলুর ধরে ডাকছিল; এতদিন পরে দেখা দিয়ে জুড়ালেন।
হংকং ৬

(কৃষ্ণরাধিকারিণী)

জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালা।

সে দিন প্রথম হংকং এ নাম, সেই দিনই এই চিত্রশালাটি দেখিয়াছিলাম। সে চিত্রগৃহের রাস্তার ধারের দেয়ালটি, আলো যাইবে বলিয়া, কেবল শারসিক গঠিত,—রাস্তা হইতেই ভিতরকার ছবিগুলি সব দেখা যায়। কত লোক পথ চলিতে চলিতে বাহিরে গাড়াইয়া অবাক হইয়া ছবি দেখে। আমার সেখান হইতে দেখিয়া আশা মিঠলনা। পতঙ্গ দেখিল আলো দেখিলে অনন্তগতি হইয়া তাহাতেই আকৃতি হয়, আমি ও সেইরূপ হইলাম।

চিত্রকর তখন সমাপ্তীরূপে একটি ছবিতে নিবিড়চিত্রে তুলি বুলাইতে ছিলেন। আর কতকগুলি চারুমানেও চিত্রকালো নিখুঁত ছিল। আমি ভিতরে যাইবামাত্র উঠিলেন। বেথ হয়, মনে করিলেন, ক্রয়া 'আসিয়াছে।' কীণদেহ যুবপুরুষ, চলিপলে চিত্র বিচিত্র পোষাক পরা। মাথায় চূলগুলি বড় বড় ও সিংহকাতা, কতকটা আমারই চুলের মত। সাধারণ জাপানীরা এই বড় চূলও রাখে না। এমন সিংহিও কাটে না। বেথ হয়, কেবল চিত্রকরেই এই নাটক। তিনি মিঠি মুরে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"Good morning!" চিত্রকরের গলায় মিঠি হরণ শুনিয়া ও ঠাহার অভিবাদনের হাসভাব দেখিয়া আমি তখনই বুঝিলাম, ইনি আমাকে দূরে চক্ষে দেখিয়াছেন।

আমি প্রথমেই বলিলাম,—"আমি কিছু কিনিতে আসি নাই। হংকং হুলর চূলগুলি বাহির হইতে দেখিয়া আশা মিঠল না বলিয়া নিকটে দেখিতে আসিলাম।" সেজ্জ কথা শুনিয়া তিনি একলক্ষ হাসিয়া
বলিলেন,-“বেশ করেচোন গুলামন করেছেন!” “(Quite welcome! )” জাহাজে ছাড়া শিক্ষিত জাপানীর সঙ্গে কথোপকথন এই আমার প্রথম। আমার প্রতোক প্রশ্নের তিনি সত্যে উত্তর দিতে লাগিলেন। বর্ষা ও চীনদেশে অনেক ইংরেজী-জানা লোকের সঙ্গে কথা কহিয়াছি; এমন সরল স্বস্পষ্ট উত্তর কোথাও শুনি নাই। ঠিক যেন আমার মনের কথা বুঝিয়া লন, এবং তাহার যথার্থ উত্তর দেন। সৌন্দর্যাঙ্কান আছে বলিয়া তাহার সেই উত্তরগুলি বড়ই সদরধারী বলিয়া মনে হইল।

যে দিকটি প্রথমে দেখিলাম, সে দিকটিতে সবই চীন ও জাপানী চিত্র। জাপান দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ও জাপানী গার্লস্যাজীবনের আলেখা। সে সব চিত্র দেখিলে অনেকাংশে জাপান দেখার কাজ হয়। আমার এই কথারনি ছবি দেখিয়া ও চিত্র-করের মুখে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া কত যে শিক্ষা হইল, তাহার বলিবার নয়। কাঙ্গলকে শাকরর ক্ষেত দেখাইলে যেমন তাহার গোল বাড়িয়া যায়, আমারও সেইসূচ হইল। যে কয় দিন হংকং ছিলাম শেষ দিন ছাড়া। প্রতাহই সেই চিত্রশালায় যাইতাম। প্রতাহই তিনি চিত্র দেখাইতেন এবং কতকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমি সহোদর নই হিন্দু, এ কথা শুনিয়া তাহার আমর্কায়তা আরও বাড়িয়া গেল। শিক্ষিত জাপানীরা ভারতবাসীকে এমনই বেহ ও সম্মান করেন। ভারতবর্ষ তাহার অতি পবিত্র হৃদি বলিয়া বিবেচিত করেন।

দরজার সমূখের ছবিশালিতে দেখিলাম, একটি বৌদ্ধমন্দিরের প্রাঙ্গণে অনেকগুলি হরিণশিশির নির্মিত বিচরণ করিতেছে। শুনিলাম, নিরামিষভোজী প্রশিক্ষার্থীর জাপান দেশে এরূপ যথার্থই দেখা যায়। কষ্টা-শিক্ষিত নহে। সেইসময়েই আমার ঘুমর মত একরকম পাথী মাটি থেকে শক্ত পুট্টিয়া হাইতেছে। একটি জাপানী রমণী পৃথা-
জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালা।

কষ্ঠ-বিবেচনায় হরিণ ও পাখীকে নিজের হতে খাওয়াইতেছেন। পাখীগুলি তাহার হাত হইতে খুঁটিয়া খাইতেছে। পরস্পরের উপর প্রায় বিশ্বাস, কাহারও মনে সন্দেহ বা ভয়ের লেশমাত্র নাই। হরিণ-গুলির শিং নাই। বোধ হয়, অহিংসার দেশে ধার্মিক যন্ত্রের অনাবশ্যক বলিয়া আর জন্মায় না।

তাহাদের পাশেই “ক্রিসেন-থিমম” (Crysanthemum) ফুলের প্রদর্শনীর চিত্র। এই ফুল জাপানের বড়ই গ্রিয়। নানা রঙের সতেজ বড় বড় পাপড়িযুক্ত গাঢ়া, স্বামুখীবাহী ফুল। প্রতি বৎসর এই ফুল ফুটিবার সময় দেশ জুড়িয়া উংসব হয়। বিন্ত-ভিন্ত-আভায়ক ফুলগুলি পাশাপাশি সাজাইবারই যা কি পারিপার। ছবিধানির দিকে চাহিলে চক্ষু ছড়ায়।

তাহার পাশেই চেরীব্রসম (Cherry-blossom) নামক জাপানী আর এক প্রকার সুগঠিত ছোট ফুল ফুটিবার বাস্তবিক বসন্ত-উৎসবের নতুন ছবি। রমণীয় ফুলসাজ্জ সাজিয়া, খোঁপায় ফুল সাজিয়া, গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা পরিষ্কৃত সাজিয়া ফুলের মূলে নতুন সেরেজ। সকলেরই মুখে হাসি ও মনে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। কোনও মাদকদুবা না খাইবার যেন ফুলের গন্ধ আর মনের আনন্দে মাতোয়ারা। শুনিলাম, জাপানে ফুলের এতই আদর যে, প্রত্যেক গাছের বাড়ির প্রাঙ্গণে ফুলের বাগান আছে। তাহার কত যত, কত পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বৃহৎ কাঁধেই ফুলের আবরণ। কাহারও বাড়ী ফুল ফুটিলে পাড়া জ্বল লোক তাহা দেখিতে আরেকবার পরিচ্ছন্ন।

তাহার পাশেই কতকগুলি বীরভূত রসের ছবি। সেইগুলি দেখিয়া কতকগুলি জাপানী প্রথার পরিচ্ছন্ন ফোটলাম, এই যা। নতু ত আমার সব ছবি দেখিয়া একাকী তাল লাগিল না। খুন খারাপী, স্বাস্থ্য, মারণ-মারণ, কাটাকাটি প্রকৃতি আহ্মদীর লীলা ফুলের পাশে রাখা উচিত।
চীন ভূমণ।

হইলাচ্ছে এই বুদ্ধিস রসের আদর আছে এ যাত্রা বা অভিনেত্রীর আমি হত্যাকাণ্ড সচরাচর সকলের সম্পর্কে অভিনীত হইতে দেখা যায়। দশকদশ তাহাতে আনন্দ অমুভব করে। এ ছবিগুলির কথা বলিতেছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই, —

এক জন জাপানী সামুদ্র হারীকুরী অর্থাৎ ছোরা দিয়া আপনার পেট চিরিয়া আয়নহত্যা করিতেছে। অপমানিত বা অপরকে হইলে আমরা সমাজনগরের জন্য এরূপ আয়মহত্যা করা বড়ই গৌররের বিষয়। উপাদান অধোধায় ছোট ছোরা দিয়া নিজের পেটে একটি সোজা আৰ্ধ করিয়াছে। তাহা হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। হাবললাবত্ত ঘাড়টী নত হইয়া পড়িতেছে। সেই ছোরা তাহার পর যদি আপনার গলাতেও দিতে পারা যায়, বা খাপের মধ্যে রাখিয়ে পারা যায়, তাহা হইলে গৌরের আর সীমা থাকে না। তবে প্রথেম নিজেকে নিজে আহত করিয়ে পর চতুর্দিক বদ্ধ বতারির দ্বারা মুক্ত চেনন করিয়া তাহার মৃত্যুতে সাহায্য করে। নিঃস্থলে সে আঁখে আঁতে মৃত্যু আরও কষ্টকর হইত।

তাহার ঘোর কতকগুলি চীন-জাপান ও রুষ-জাপানের জলবুক্ত ও বলবুক্তের ছবি। চীন জাপানী সেনার পশ্চাদস্রে চলতে গেলাক পরা চীন সেনার উদ্ধৃতটি টিকু উদ্ধার পালাইহে। দিনদিক-জানপ্রহ্লাদ হইয়া পালাইবার রকম দেখিলে এ কখনও মনে হয় না যে, যথার্থই লড়াই কি তাহার সেনার লড়াই করিয়ে বলিয়াই সেখান-দেশে ভাঙ্গ হইয়াছিল। জাপানী অঙ্কিয়াছে কি না, তাহার হয় এ চীনেকে আরও ঘোর করিয়া অঙ্কিয়াছে। এক একটি চিত্রনী "বন্ধস্বল্প" সৈন্যদলের মধ্যে পড়িয়া শত শত হউক বিছক হইয়া অস্মৃত নরহত্যা করিতেছে। এ সব ছবি যেন চোখে বিখিতে লাগিল।
জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালা।

এই সকল অশাস্তিপূর্ণ বৈঠকদর্শীতে যুদ্ধবিশেষের ছবিগুলির পাশেই একটি স্বার্থীয় দূতের ছবি। জোংসাউ আরু-আলো, আরু-চারুর একটি কয়েকটি সমালোচনা নতুন শুনতে পান তাকিয়া ফুডুন্তা। পৃথিবীর উপর বিশ্রামের শুভকামনাপূর্ণ শান্তিসঙ্গীতধারা বর্ষণ করিয়েছেন। যুদ্ধের ছবির পাশে সে ছবিতে দেখিয়া মনে হইতে ছিল, যেহেতু তিনি যুদ্ধের শান্তি গান গাইয়েছিলেন, —

“নিব্বাণ হোক বৈরাণল, বীরকুলের হোক কৃশল;
মহর্ষি ধুমপুল, মথের ধাকুর প্রজাগণ।”

সেখান হইতে চোখ ফিরাইয়া তাহার পার্শ্বে দেখিলাম, জাপান- রাজ মিকাডো ও তাহার মহিনীর ইউরোপীয় পোশাক পরে। প্রতিকৃতি। মন্দির মিকাডো-মহিনীকে এই পোশাক দেওয়া কথা দেখাইয়েছে। সেই মনে আরায় মত। শুনিলাম, এই একটি বিদেশীর সাজ-সাচ্ছ। পরিতে বহী ভালছাড়ান। দেশের বিশ্রাম দেওয়াই এখন সকল বিশ্বে ইউরোপের অন্যজনে অনুরাগ। সেই জাপানী চিত্রকরের মুখে এই সময়ের আর একটি অভিব্যক্তি সংবাদ শুনিলাম যে, এই বিশ্বাস, শ্রী সানীর অগ্রাবভিনী হইয়া চিত্রে পান, কিন্তু দেশীয় পোশাক পরে তাতে সামাজিক নিম্নমণ্ডল জনীর পিছনে পিছনে চলিতে হয়।

এই ছবির পাশেই দেখিলাম, একটি বর্ষ শিশু তার মাকে সেখানে আসিতে দেখিল। খেলায় সাথীদের ক্ষণকালের জন্য চাইলে হুটিয়া মার কয়লা বাহিতে আসিতেছে। মার মুখে সমাজবাংলার জন্য এই ছবির মুখে নারীদের অভিব্যক্তিকেন্দ্রণে চিত্রিত হইয়াছে। চারি চোখে এক হইতেই হুঁজনেরই মুখে হাসি। এক জন কোলে হইতে ও অপর জন কোলে উঠিতে সাগরে হাড় বাড়াইয়াছে। অত বড় ছেলে এখনও মাই খায় কেন, এ কথা আশার্য হইয়া জিজ্ঞাসায় করিলে শুনিলাম যে, জাপানে ছেলেরা অনেক ৪৫ বৎসরের অধিক মাই
খায়। গুরু বা অন্য প্রায় ছদ্ম ব্যবহার করিবার প্রথা নাই, তাই এরূপ করিতে হয়। এরূপ অপর কোথাও দেখিও নাই, শুনিও নাই।

তাহার নিকটেই একটি জাপানী বিবাহের ছবি। বর-বধূ বিবাহ-আদরে পাশাপাশি বসিয়া মাঙ্গলিক মহিলার করিতেছেন। গুলিলাম, চীনদেশের মত ক’নেকে বরের বাড়ী আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বা ব্রহ্মা দেশের বা মালয়ের মত বরকে কোন বাড়ী নাইতে হয় না। চিত্তকর আমাকে কতকটা বিবিষিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার দেশে কি হয়?” আমার উত্তর গুলিলাম, “কে সম্পর্কে বড়?—কি হয়। উচিত?” আমি উভয়েরই সমানরক্ষা করিয়া বলিলাম,—“চলণেরই চাঙ্গে গিয়া বিবাহিত হওয়া উচিত। তাহাতে কাহারও নর্তান্তর হানি হয় না।” বুঝা গেল, হাজার ক্রী-স্বাধীনতা থাকিলেও সকল দেশেই ক্রীতান্তের একটি অবশ্যই ভাবে লোকের অন্তরে অন্তরে থাকে; সহজে যায় না।

তার পাশেই একটি (numery) মন্ত্রের ছবি। তার তলায় লেখা রয়েছে, (The Foundling) রাজ্যের লোকে কে একটি নবপ্রতি শিক্ষ মন্ত্রে “অনাথ আশ্রম,” দ্বারে ফেলে রেখে গেছে। ছেলাটিকে দেখিলেই যদি হয় যেন, অবকাশ হুইল ভূষিত হইয়াছে—গড়াঘাস ক্রেন এখনও তার গায়ে লেগে আছে,—এত তাড়াতাড়ি এত সম্পর্ক। তাহার প্রায় এক জন সম্প্রদায়িনী শিক্ষার কালা যত্নে এসে দেখে যখন শিক্ষাকে তুলে নিচ্ছেন। সে তুলে লওয়ার ভাবই বা কি বুদ্ধি—যেমন আপনারই হারাণধনকে কোলে নিচ্ছেন। মুখ্যঃশি শিক্ষার পথ কুলের মত দেখিতে। লোক লজ্জায় ফেলে গেছে যেটি কিছু নাকু খেয়ে তাকে বুঝায় না। তাই শীত নিবারণের জন্য শিক্ষার সম্ভাব্য কাপড় দিয়ে তাক। জানেন যে সে ধর্ষ-মন্ধরের অধিবাসিনীদের করণার চেয়ে পড়েলে তার শিক্ষার কত মাত্রা জুটিবে।
জাপানী চিকিৎসকের চিত্রশালা।

তার পাশেই বুকচের প্রশাস্তমৃদু। ঠিক মেয়ের মৃ্যুশীলনের অবিলম্বিত নকল। এসকল অঞ্চলে বৌদ্ধিক সমস্ত ব্যাপার কোনো লোকের জন্য আমাদের নয়। তাহাই দেখিয়াছি; এই জাপানী কাহিনীতেও আমি দেখিলাম। বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ভাবিয়া যেন ধারসমতির নেত্রে জল আসিতেছে। তাহার আত্মা করিয়া যাহা ছিল!—অনন্ত মহাবলে আর ইতিহাসে তুলনা নাই। সংগ্রহ-আশায় নির্মী পিতার বৃদ্ধবয়সের পুত্র—অকালে সহস্র প্রস্তুত হওয়াতে (Precipitate labor) মাতার মৃত্যু ঘটায় আজম মাত্রী,—তাহার মনে যে দূর-দূরবর্ত্তা এত বেশী থাকিয়ে, তার আর বৈচিত্র্য কি! আজম চিন্তাশীল শ্বভাবের উপর আবার কোন ঘটনাচক্র ঘটিল।

যদি পথে যান, সেই পথেই বাধা। এক দ্বারে বাঁকু, অপর দ্বারে জুড়া, আকাশের মৃত্যু দেখা দিল; যেখানে নিকাশ যোগীর শান্তমৃদু চোখের সম্মুখে দাড়াইয়া গান্ত্রা পথ দেখাইল। সে গতিতে আর রূপহইবার নয়! অন্ততের একান্ত আত্মা এক এক করে কত পথই খুঁজিলেন।

শাস্ত্রের উপরের মৃত্যু পথের সংবাদ দিতে পারিল না। কাঠার উপত্যকায়ে প্রায় আসিল না। ধীর মৃত্যুপূর্ণ চিহ্ন সে সমস্তা পূর্ণ হইল। মহান জীবনের এই ইতিহাসগুলি সব সেই ধারনময় কান্দ-কান্দ বুন-দক্ষিণে বিশ্ব দেখিলাম।

তাহার পাশেই দেখি, বিশ্বব্যাপী হার্বার্ট স্পেনসারের পৌষমূল্য উদ্ভিজ্জি। চূলগুলি সব পাকা, বৃক্ষ বর্ষেও চূলের ফ্যাক্ট্রিয়া কিছুমাত্র নিশ্চিত হয় নাই। অদৃশ্য কুকির মৃত্যু জ্ঞানলেখিকের কি তত্ব-গুন্ধারে রহ। ইনি সমস্ত মানুষের বন্ধ—বিশেষত জাপানী মানুষের পরম বন্ধ ছিলেন। সেখান হইল যাকে, নান্তিক বিশ্বাসের মধ্যে প্রকাশ সম্প্রপে প্রকাশ ছিল। সেখানে কান্দা যেন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়েছে।

তার পাশেই টেনিসনের লিখিত রুক্ষ-রন্ধ্র “ডোরা”র প্রতিকৃতি।
শহুকেরে বালিকা। পিতৃহীন অসহায় একটি শিশু লইয়া সহ, করিতেছেন। শিশুর পিতাকে তিনি তালবাসিয়াছিলেন, প্রতিদান পান নাই। একা ব'সে আপনার মনের মতন ক'রে ছেলেটির মাঝায় বনফূলের মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন। আর সেই সময়ে সকাল হইয়া আসিতেছে—

"—And the reapers reaped,
And the sun fell,
And all the land was dark."

অর্থাৎ,—"সে বংসর যোগ আনা ফল হইয়াছিল,—তাই কৃষকেরা মনের আনন্দে শত্রু কাটিতেছেন। কুমে সূর্যা পশ্চিম আকাশে চলে পড়িলেন—দিনগুল অঙ্ককারে আচ্ছন্ন হইল।"

তাহার পাশেই বাইবেলে উক্ত "রূপের" ছবি। বিদায়কালে মর্যাদাবিহীন মধ্যে শাঙ্কারীকে মিনতি করিতেছেন,—"আমাকে ছেড়ে যেও না।" বিদেশে ঝামী-পৃথ সব হারাইয়া ক্ষুদ্র বলিতেছেন,—"সব বিসঞ্জন দিয়ে আমি আমার দেশে যাচ্ছি মা, তুমি তোমার বাড়ী ফিরে যাও।" রথ মর্যাদাবিহীন পথে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার হাট রইল দিঘির ঘাঁটে,—"Wherever thou wilt go, I will go,—thy country is my country,—thy people, my people—and thy God my God."

অর্থাৎ,—"তুমি তখনে যাবে, আমি ও সেখানেই যাব। এখন তোমার দেশই আমার দেশ হইয়াছে। তোমার আত্মীয়-বন্ধুনই আমার ক্ষুদ্র। তোমার যিনি উপাসন দেবতা আমারও তিনি আরাধ্য।"

তাহার পাশেই কবিগুল মিত্রের "Paradise Lost" এর একখানি ছবি। অতি প্রতূলে মৃদুটির অ্যাডাম মৃদুম্বা ইভকে হাগাইতেছেন। তরণ অকৃত্রিম লোহিত আত্মা মানব-জননী ইভের মুখে পড়িয়াছে;
জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালা ১১৫

হঠেলের অশান্তিরক্ষা মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আড়াম অতি আদরে গা ঠেলিয়া নানারূপ প্রিয় সমৃদ্ধনে ইত্যাদি বলিতেছেন,

"——Awake,
My fairest, my espoused, my latest found,
Heaven's last best gift, my ever new delight,
Awake, the morning shines."

অর্থাৎ—"ধন্যপ্রতী উঠ, তুমিই আমার চোখে সকল সৌন্দর্যের আদর, সবে নানা মৌল্য পেয়েছি—থর্স হতে সর্বের শেষ, সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রায় তুমি, যখনই দেখি মন আনন্দে ভরে যায়।—গা ঠেল—সকল হয়েছে যে।"

অপর প্রাচীনের আর কতকগুলি অতি মন্দর ছবি ছিল। তার মধ্যে পথমই "হেলেনের জন্ম" ("Birth of Hellen")। চিত্রাত্মক কিছু অশীত। তবে ভাবারের চক্ষুর সকল নিম্ন, সকল সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ মাধ্যম। তাই, বোধ হয়, থংকিংর ভুলগুলি আপনি করে নাই। নদীর ধারে উঠিয়ে তৃঃসাধারণ গ্রীবা বাড়াইয়া সাগায়ে চঙ্গুপ্তে আবেশ-অবসম "লীলা"র অধ্যোটি ধরিয়াছেন। তাহার ভুলা টি মেলান্ড ও পক্ষপাতীরের পশ্চাতে কর্তকিত।

তাহার পাষ্টে ই ("Water Baby") "জলের শিশু"। জলের প্রথম শুধু মিষ্টি হইয়াই কাপিতেছে। মা সেন অনভাস্ত আড়ালে যত, ছেলে নিতে জানেন না। তার মায়া কুঁকি পড়েছে—চুলগুলি সব বিচ্ছেদ গিয়েছে। ছেটি ছেলের চংকতটীয় কাপার রেখা মালি শিশুর মুখে স্বপ্ন বিখ্যাত। আর তাহার নিজের পরিবার গোলমালে প্রায় বিবর্ধ। ছেলেতিকে সমুদ্রে রেখে বিমুখের ডান এক পা জলে পাড়িয়ে রয়েছেন। বিস্মৃতি ও সমুদ্রের নুতন আবির্ভাবে অপূর্ব প্রীতিমাধ্যম মুখের ভাব। ছেলে হওয়া যে কি, এভাবে মন তা জানতেন না।
"স্নানাগারে জাপানী রমণীর ছবিতে দেখিলাম, বুকের বোতল খোলায় ধরে একজন রমণী স্নানাগারে যাইছে। দুই মাস, জলে নামিয়ে সময় সাধারণ স্নানাগারে সকলের সামনেই বিবর্ত্ত হবে নামিয়ে হয়—জাপানে এই প্রথা। ইচ্ছা করি যে বুকের কাপড় ঈষৎ খোলা। মুখে কুট হাসি। দেখা যায় তাহার দিকে তাকানো, সেই মনে রেখে, যেন তাহারই দিকে অনুরূপ পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া হাসিয়েছেন। আর নীচের ঠোঁটের মধাভাগ লাল রঙে চিত্র করা। এ প্রথাটি চীনেও দেখিয়াছি। আমাদের দেশে পারে না। ইউরোপে গল্প কিংবা আল লাগায়। কিন্তু ঠোঁটে এমন মধুর চিত্র আর কোথাও দেখি নাই।

পাশেই "ফুলীরাম" গুণসম্পন্ন ছুড়া মেখলায়
জাপানি চিত্রকরের চিত্রশালা।

‘তাহারই মধ্য হইতে আগোরারির অথি-উৎপাদ মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে। অহরহঃ ভূমিকম্প হয়। গন্তীর সৌন্দর্যের সহিত তীর্থপথর সংমিশ্রন। পর্বতটি সহরের অনন্তচর্যের অবস্থিত, সর্বাধিক দেখা যায়। আমাদের হিমালয়ের মত এইটি জাপানীদের দেবতার স্থান; জাপানের পরম পবিত্র ধাম বলিয়া গণ্য।

তাহার পাশেই একটি “Lake-side Villa” অর্থাং, হ্রদের পার্শ্ববর্তী আবাসগৃহ। ছোট একতলা গাহ্নির চালু ছাদ চীনে কাশানের মত,—ধার ও কোণ উঁচুরক। চারি পার্শ্বে বাগান ও ফুলের গাছ। বছর জলে কুটারটিতে ছায়া পড়িয়াছে। প্রের পাহাড় ও পার্শ্বের গাছের সেখানে প্রাতিভত হইতেছে। হই একখানি পাল-তোলা নৌকা জলে ভাসিতেছে। সবগুলিই হই একটি সেখান অন্তর। তাহাতেই কত সঞ্জীবতা, তত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। জাপানি চিত্রের এইরূপ সরলতাই পরম শুন্য। ছোট পরিচার-পরিচ্ছন্ন নিক্ষেপ সেই কুটারটি নিকটে মনে হয়, যেন সেটি যাবতীয় পার্থিব মুখের আলন্ত ও শান্তির ধন্যমণ্ডিত। কম্পর বা ব্যাথিতের শেষ জীবন কাটাইবার উপযুক্ত স্থান।

মঞ্চগুলি। দেশের দোকানে এই ককশিয়ান ছবি রাখা হয় কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা। করণে চিত্রকর বলিয়ান যে, ইউরোপ ও আমেরিকারেও এই সকল ছবির ক্ষেত্রে অধিক। তাহার মুখে শুনিলাম, তিনি ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই গির্জায়ে। ইটলীতে চিত্রায়ণ শিখিবার জন্য অনেক দিন ছিলেন। অনেকগুলি চিত্র ইটলীর আদর্শ অন্তর। “Birth of Hellen”, “Water Baby” ও “Birth of a Pearl” সেখানকার আদর্শ অন্তর। আমি তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ইংরিজিতে লাইব্রেরীর কতকগুলি ছবির পুত্রকে দেখিয়াছি।
এই জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালার চিত্র দেখিয়া ও তাহার নিকট হইতে শুনিয়া আমি জাপান সর্বত্রে অনেক কথা শিখিলাম। সে শিক্ষার উপকারিতা এই নে, বর্ত্তমানে মালয় ও চীনদেশের সঙ্গে ভূলনার তাহা করিতে দাড়ায়, এই বুঝা। দেখিলাম, অনেকাংশেই প্রথা একরূপ; যেন সকলগুলি মেক্সিকোতে জাতি বলিয়া এমন মিল হইয়াছে। যে সে বিষয়ে মিল ও যে সে বিষয়ে অমিল, সে কথা পরে বলিব।

শেষ যে চুবিয়ানি দেখিলাম তার সৌন্দর্য ও সত্যিয়তার ভূলন নাই—কলনারও অতিরিক্ত। এই ছবি থাকির কথা পূর্বেও বলিয়াছি। বিষয়টি “Birth of a Pearl” অর্থাৎ,—“মুক্তার জন্ম”। দেখিয়া মনে হলো চিনি—আর কোথায় যেন দেখেছি। নিম্নদিকের নয়নে দেখতে দেখতে কে জানে কেন, চোখ জলে ভরে গেল।—আর ঠিক কি মনে হলো, ছবির সে রং ফলান চোখেও যেন জল এলো।
হংকং ।

[চতুর্থ প্রশ্ন ।]

পোষ্টফিলের সামনের স্থানটি দেখিতে অতি সুন্দর; তথায় জনতার অবধি নাই। পিনাও ও সিঙ্গাপুর অপেক্ষা এ সকল হানে অনেক উচ্চ-
ঋতুবিশেষ। ধনী চীনের মানুষ বাস করে। তাদের গোষ্ঠী সাধারণ চীনের মানুষের
পরিচালনা অপেক্ষা অনেকটা অন্যস্বরূপ। তাদের ইহোস অতি চলচ্চিত্র
নয়,—যেন পার্কগার মত,—গোড়ালীর কাছে আঁট। তার উপর
রস্কন্ত কাপড়ের এক আলগেলা। পায়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।
তাদের তুল্য আমাদের এদেশী “ফেল্ট কাপড়ের” মত,—তার উপরে একটি
গোলাকার বলের মত খোঁজ আঁটা। এইটেই পদবী হচ্ছে। করে।
বাদের বল গত বড়, তার তাত উচ্চ পদবীর লোক। ক্যান্টন সহরের
ধীরলোকেরা হাল হাল কালে। রেশমের পোশাক পরিয়া অতি সুন্দর
রূপে চূল বিনাইয়া। অনারুত মুখে পদবেঙ্গে বা রিক্সা গাড়ী চড়িয়া,
একলা খাড়ীমে এ দিক ও দিক যাতায়াত করেন। সুসজ্জিত হইয়া
পোকানে তোকানে রেশমের কাপড় কিনিয়া বেড়ান। ঠাইরের একটা
বাতিক। তাদের মুখের মধূর ও গল্পীর ভাব আমি অন্ততঃ কথায়
দেখি নাই। অন্য জাতীর্য অনেক হানের ধীরলোকের মধ্যে দেখিরীস্বার, সুসজ্জিত হইয়া নাধীন ভাবে ঘরের বাহির হইলেই নতুন যুবের বোধ
আপনা অপেক্ষা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

হংকং পথে অসংখ্য গোরা-সৈন্ত ও নৌ-সেনা দেখিতে পাওয়া
বাড়। হংকং অতি শুষ্ক রূপে রক্ষিত সেনা-নিবাস। সে স্থানটিতে
কেলা ও সেনা-নিবাস আছে, সে স্থানটিতে কাউন্সল বলে। অনেক
চীন ত্রমণ।

সিমাহী-সৈন্তও সেখানে ঘর বাড়ী তৈরীর করিমা সামরিকের উপনিবেশে স্থাপন করিয়াছেন। আর একটি দেখবার জিনিষ,—ইউরোপীয় রমণীদের নিজেরা চীনে চুলিবাহক ও রেক্সডাইলাকে মূল্য হেতু লাল পোশাকে সাজানো যায়। ধর্বব্যবসায় যায়৷ চল-চলে ইহার ও কোটের ধারে ধারে ঢুকাইলে লাল রঙের ফিতা বসান৷ বুকে ও হাতের নীচে নীল করিয়া কাঁধ করা। ছোট ছোট লাল রঙের পৃষ্ঠবর্ণ। কোমরে নীল মথমল বসান কোমর-বন্ধু। মাথায় লাল ও নীল ডোরা ডোরা তেকোণা। তুষী। স্বগত পাত্রথানি অনেক দূর অবধি অনারুত। মূল্য হেতু রিক্সাঠিল্যা বা বেতের “সিদুন চেয়ার” কাথে করিয়া কথা পদ-বিক্রমে এদিক ওদিক যাতায়ত করিতেছে। সে ছবি দেখিলে আর চোখ ফিরান্যাভাব না। কে জানে কেন চীনিমায়ানের গায়ে কেন সাজানো মাননীয়। সকলেই তাদের দিকে চেয়ে দেখে,——কেহই তাদের করার দিকে চায় না!

পোষ্টাফিদের সামনেই ফুলের বাজার৷ রাশি রাশি বিভিন্ন জাতীয় অতি মূল্যমান মূল্য কুপাকার ফুল লইয়া চীনের চীলাকেরা বেচিতেছে। তার অধিকাংশ ফুলই দেখিতে মূল্য; কিন্তু মূল্যমূল্য নহে। লিলী কন্ডলজুলস প্রভৃতির আকৃতি আমাদের এদের ঐ ফুল অপেক্ষা অনেক বড়। কেমন ক'রে অমন পাতার দেশে এমন মূল্য মূল্য ফুল জমিল, বুঝা যায় না। কেএম মধ্যে চীনিমায়ানই বেশী। তারা বড় ফুল তালবাসে; স্থানান্তরে বারান্দায় বাগান করে। নিজেদের লোকানের ভিতর মূল্য মূল্য ফুল ছোট কাচকড়ার টেবে করিয়া। আইরিস গাছ আজাদ৷ ছোট গাছে বড় ফুল ফুটিয়া কি মূল্যহই দেখায়।

সহরের রাস্তাগুলিও দেখালাম, সব পাতার বাধান; তাক্ষিণ্য গেলে রাজকীয় শিল্পের মেরামট করে। রাঙ্গা, ঘাট, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি সবই পাতার; তাই অনেক তাতেই গরম হইয়া উঠে। তবে সমুদ্রের ধার
বলে কতকটা রক্ষা। আমাদের মথুরাও অনেকটা এই রক্ষা।
তবে এখানে পথ চলিবার কষ্ট নাই; কারণ সব ফুটপাথগুলি বারান্দার মত ঢাকা, ছাত্তরালা,—সেখান দিয়া করার চলিলে রৌদ্রবৃষ্টি গায়ে নাগে না।
বড়োগুলি খুব উচ্চ উচু, তার নীচে দোকান ও উপরে খাকিবার স্থান। সব বড়োগুলিই গায়ে গায়ে, চারিপাচটা উচু।
নীচেতলার ভাড়া অসম্ভব নয়। একটা দরজাওয়ালা ছয় কি সাত 
হাত লম্বা একটি ঘরের মাসিক ভাড়া ৫০ ডলার। বড়োর উপর তালার 
ভাড়া কম। সবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। উপরকার বারান্দা টবে করা 
ফুল গাছে পরিপূর্ণ। জন্তাপূর্ণ দোকানের টেবিলেও ছোট খুন্ডর কাজ 
টবে ছোট আইরিস গাছ ফুলে ভরা। ফিরিওয়ালাও পথে পথে 
ফুলগাছ ফিরি করে বেড়ায়। ফিরিওয়ালার সংখ্যা নাই। সকল 
আবক্ষকীয় দ্বীপেরই ফিরিওয়ালা ঘুরে। তাদের সকলেই দেখতে 
গাছ ও নিজ নিজ কাজে নিবিষ্টিত। সকলেই হাকে বা এক এক 
কার্য প্রতিমহুল শব্দ করে আপনাদের আগমন-বাহী জানায়। কামার 
ছোট ছোট লোহ নিম্ন ঘুমুমুর ধারাতে ধারাতে যায়। ঘুমের 
এই কাঠের শব্দকরে। ফলওয়ালা ফলগুলি চাড়িয়ে, তার অটি বাদ 
দিয়ে, ছোট ছোট খুন্ড করে, একটি কাঠতে বেঁধে, তাই ফিরি করে,—
তার সকেত ভাঙ্গা গলার ডাক। যে কারণ হ'তে খোলা বাঙ্গ করে, সে 
মথুরার বরে হাক দেয়। যে গল ঘনায়, সে একটা বেহালা ধারাতে 
ধারাতে যায়। যে ভাগা গানা করে সে রঞ্চ গোষাক প'রে বাস; 
তার বর্ণের স্বতি গানের মত। যে গান ঘনায় মূঢ়ি করে গান 
গাইয়ে গাইয়ে যায়। সেই সকল ঝাঁ উচু সারবলি ঠ'ঁাঁরের বড়োর 
মধ্যাটে অপ্রশস্ত পথে প্রতিশোধিত হয়। সে অধিকাংশ জনতার দিকে 
চুই দেখলে ভেন হয়, যেন পিপীলিকার সার দেখতি।

হংকং প্রভৃতি চীনে মূলকের সব দেশেই রাজ্যগুলি অপ্রশস্ত।
চীন স্মরণ।

তার কারণ, নাম্বার পরিশ্রমের দাম এত কম যে, সকল রকম কাজই, 
মায়ে করে। গাড়ী টানিবার ও মোট বহিবার জন্য চোড়া বা পিঠের
আবশ্যক হয় না। অথবা সহরের পার্স সবই সমুদ্রের ধারে পাড়ালে 
অবস্থায়। কেবল মাত্র ৪৮০ হাত চওড়া এক ধরণ সমতলকূটি সমুদ্র
ও পাড়ালের মাঝে বাবাধান। এই টাকা ছাড়া রান্ডা, গলিয়ুজি সবই 
পাড়ালের সাথার মত উচ্ছ নিচু ; প্রতিরং সে সকল সানে গাড়ীও কোন
কাজে আসে না। তাই বেতনিষিদ্ধ ও কাঠবেতু সিরাম চেনার
নামক এক রকম চেয়ার পাড়াতে উঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত হয়। উহা
দেখিতে অনেকটা ভারতবর্ষীয় পার্শ্বতা দেখান দাঁড়ির মত। চীন
দেশের সমান বর্ষীয় দীর্ঘকালের পার্শ্বতা দেশের ডাঁড়ির মত। চীন
দেশের অপ্রস্তুত বর্ষীয় শীতলোকেরা স্বল্প সমান কাজ করা। রেশমের
পোলার পরিয়া ও অতি চিকণ করিয়া চূল বিনাওয়া। একবার বাঙ্গালী ভাবে
দোকানে দোকানে পালে ব্যাঙ, অলকার, রেশম ইত্যাদি সাজ সজ্জার
জিনিষ কিনিয়া বোধায়। তাহার মুখী ও হাত ভাবে গাড়ীচিত্র ভরা।
অথ যে লোক-জন ক্ষেত্‌-বিক্ষেত্‌, দোকানে কিনিয়া টু-শক্ত নাই।
চাহারও মুখে উচ্ছ কথা নাই। কেবল মোমাছির চাকের মত অপ্রতি
একটি শুক্তি মধুর শক্ত রাস্তায় শোনা যায় নাট।

কলিকাতার মত হংকং সহরের বৈধ বিধায়ক টাম চলে; কিন্তু পাড়াতে
উঠিবার টাম সম্পূর্ণ অন্ধরূপ। তাহার পুরো পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু 
পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু 
পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু 
পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু পুরু 

তাহাকে “পিক ট্রেন” অর্থাৎ পাড়াতের
রেল বলে। সমতল ভূমির নিকট হইতে প্রায় ১৫০০ শত ফিট উচ্ছে
সেই টাম উঠিয়াছে। তাহ শুষ্ক বা বিদ্রুপের সাহায্যে চলে না,
মোট তার দিয়া টানিয়া তোলা হয়। পাশাপাশি দুটি রেল, একটি দিয়া
একখানি গাড়ী উঠে ও ঠিক সেই সময়ে অপরটি দিয়া। অপর এক
খানি নামে। পাড়াতের উপর একটি একক আছে ; সেইটি একই
সময়ে একটাকে টানিয়া ঠুলে এবং অপরটিকে নামাইয়া দেয়।

সে টামে চড়ন্তার উঠা-নামা বড়ই আমোদজনক। গাড়ীগুলি মুছ
হংকং।

ভাবে চলে—কোনও রূপ ঝাকানি নাই। ‘কখনো বা ঈষ্ণ বক্র কখনো বা অতিভক্ত হান দিয়া উঠিবার সময় বড়ই অনন্দ বোধ হয়।

নৌকার দিকে তাকাইলে চক্ষুর সামনে একু অচূত দৃষ্টি দেখা যায়।

সহরের বড় বড় অট্টালিকাগুলি সব স্থানে স্থানে মাঝারিয়া। দূরে বন্দরের

নৌলাভ জলে শত শত জলাঘাত ভাসিতেছে। বড় বড় অর্থপোহগুলি

দেয় ছোট ছোট মোচার খোলার মত দেখাইতেছে। তীব্র চারিদিকে

অক্ষর কলকারখানা হইতে কুম্বীরকত গুমরাশি উদ্ভোৎসিত হইতেছে।

রেলের আংশে পাশে নানা জাতীয় গাছ। সেই পাহাড়ের উপরই

খোলা, সৈকতের জন্য সেনা-নিবাস।

উপরের প্রেরণা অতি স্বপ্নদরপে সাঙ্গান, দেয় বসিবার বৈঠক-

গান। প্রতি দিন কতলোক নিম্নল বায় সেবনের জন্য এই স্থান ঘানে

আসে। অনেক চাহন ও ইউরোপীয় পুরুষ ও রাখিয়া পাহাড়ের উপর

মাঝারিয়াতেছে। কেহ কেহ বা পথাঞ্জালি নিবারণের জন্য আবরণবিশিষ্ট

কাঠের বেঁকা বসিয়া নৌচার দৃষ্টি দেখিতেছিলেন। সেখানকার

হাওয়া অতি শীতল ও অতিশয় নিম্নল, সেবন করিলে দেখে যে মন স্থির

প্রায় সঞ্চার হয়। অথচ মাথায় মোহনের ভাত অথচ বলিয়া দেন হয়।

পাহাড়ে দেশ মাঝারই এইরূপ। তাই বসিবার বেঁকার উপর অতির

নিবারণের জন্য আবরণ নিম্নিত।

নৌচার যোগম আফিস, দরকান, কলকারখানা,—ত্যানি এই পাহাড়ের

উপরই ধনী লোকের বসতি ও প্রমোদ উত্সাহ। ছবির মত

রাজীগুলির সংলগ্ন এক এক খণ্ড কুলের বাণী ও টেনিস খেলার জন্য

খানিকটা খালি কমি দেরা আছে। এক এক ঘানে এক একটি টুকু

নকের নত গাছ। আছে,—সেই ঘানে বসিয়া বন্দরের নৈসৃষ্ট দৃশ্য

দেখি আরাম করিবার জন্য কাঠামো পাতা।

আমরা সাড়ে আঠার শত ফুট অর্থাং সর্বোচ্চ ঘানে উঠিলাম।
সেখানে একটি মন-মন্দির আছে। শূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতি-বিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এই স্থান অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। তাহার কারণ উচ্চ পাহাড়টির চারি দিক সমুদ্র-পরিবেষ্টিত বলিয়া নতোমুখ স্বদরূপে পরীক্ষা করা চলে। চারি দিকেই উল্লেখ স্থান বলিয়া দৃষ্টির গতিরোধ হয় না। হংকংএর মত বড় বন্দরে নক্ষত্রাদির ও ঝড়-তুফানের গতি-বিধি নির্দেশ করিবার আড়া। একাস্ত আবশ্যক—অর্বগোতের গমনাগমন দিঃখিন্য ও স্বাভাবিক নির্দেশে তাহ। একাস্ত প্রখ্যাতনব্যাপী ইহার জন্য সেখানে দূরবীক্ষণাদি যুদ্ধ ও লোক জন থাকে। কলিকাতায় যেমন ডিন সনার সময় তোপ পড়ে—এ সকল স্থানে তেমনি ১২ টার সময় তোপ হয়। পাহাড়ে উঠার শ্রাবণে আমার বড় পিপাসা পাইল। একটিছোট চীনে মেয়ে আমাকে সোডাওয়াটার এর দিল এবং সহকে আকুল দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে, ২০ সেন্ট তাহার মূল।

সে স্থান হইতে নীচের দিকে চাহিলে এক অনুত্ত দৃশ্য চোখের সামনে খুলিয়া যায়। অদূরে চীন-সম্রাটের শাসনাধীন পর্বতময় দেশ। মাঝে সমুদ্র ব্যবধান। তাহ পরিচয় হংকং সহর কেবল ঘর ভাড়াইতের পরিপূর্ণ ঢালু জমিতে বাড়িগুলি সব তহে নতুন স্থান। आর,সেই পাহাড়টির অন্তর্ভুক্ত বটাইনিকাল গার্ডেন অবস্থিত—কত গাছ-পালায় সবুজ হইয়া রহিয়াছে। ঠিক তাহারই উপর একটি অনুর পর্বত-চূড়ার একটি ছোট প্রকৃতিতের জল হরিণীর শর্করায় উচ্ছল দেখাইতে-ছিল। এই জলের সৌন্দর্য একাংশ চৌবাচায় আকর করিয়া হংকং সহরে পানীর জল জোগান হয়। পীনোন্নত পর্বত-শিখরের উপর জল-ধারাটি অতি স্বল্প দেখায়। ঠিক যেন জলের স্বাদীর্ঘ উৎসের মত, ঠিক যেন মাত্রাভিনীত স্নাদাবার মত। তাহ নীচেই বটাইনিকাল গার্ডেনের সবুজ গাছ পালাণ্ডুলি দেখিলে মনে হয় যেন, হংকং সহর।
চির কুতার্থ হ'লে তাঁর চরণগত সেনদের ডালি ধ'রেছে। হদয় তো দেখান যায় না। মনে তার আমিন করেহ ফুটে বেরোয়।

যতদিন হংকং সহরে ছিলাম, সেখানে, প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। কোন কোন দিন সেখান হইতে ফিরিবার সময় পদত্রে বটানিকাল গার্ডেন বেড়াইয়া আসিতাম। উহা ঐ পাহাড়ের মধ্যদেশে অবস্থিত বলিয়া আসিবার পথেই পড়ে। সেখানে কত রকমের ছোট বড় গাছ- ও ফুল দেখা যায়। তার মধ্যে অনেকগুলি আমাদের এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশের “Dwarf plant” (রেটে গাছ) নামক তাল ও নারিকেল জাতীয় ছোট গাছ গুলি এখানে সতেজে জন্মে। “জেবুসা” নামক অতি ছোট বাঁশের বোঁপগুলি ঠিক দাদের খোপার মত দেখিয়ে। সেখানকার বাস গুলি ঠিক আমাদের ঘাসের মত। তাঁতেও কড়াই লাফায়। পদ জাতীয় এক রকম গাছ করণার জলসেতুতে কমে—কিন্তু তার ফুল গুলি মুক্ত ও সুইজ হইলেও ভাল করিয়া ফাঁকে না। তারাও যেন চীন জাতীয় শীলোকের সরল বিনয়-নম কঙ্কালিণীল শ্রীয় পাইয়াছে।

সেই পাহাড়েরই এক স্থানে একটি সুন্দর দৃষ্টি দেখিলাম। স্থানটি বড় বড় গাছের যখন পাতার আবরণে ঢাকা একটি কুঞ্জবনের মত। তার ভিতর দিয়া পথ। পরিকার পরিচর্চ-পাহাড়ে মাঝামাঝি পথের ধারেই পাতার বাদান পয়োনাগুলি দিয়া। একটি ছোট করণাজ স্বীকৃত এবং প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকের উচ্চ পাহাড়ে প্রতিদিন হ'লে সে পথটি অতি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর পারায়। পারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সেই সব গাছের ডালে ব'সে গান করে; চাঙ্গ হ'লেই সেই পাতারের উপরকার নিম্বল জলসেতুতে ছোট ভূরিজ ফল পায় করে। তার মধ্যে অনেকগুলি পাথরী ঠিক আমাদের দেশের
চীন ভ্রমণ।

বুলুন্‌ ও কোকিলের মত দেখিতে। সর্বত্র অনেকটা সেই রূপে।
শাহন ছায়ায় সে স্থানটি এত শীতল যে মনে হ’তে লাগল পারির প্রয়
খানিকটা যুমাই। সে স্থানটি কিছু ভিজে বলিয়া। তার চতুর্দিকেই
নান। রং এর সেওলা—“মস্ত ও ‘ফার্শ’ রাশি রাশি জনিয়াছে।
একটি চীনা নেনের ছেলে সেই খানে, এক খানি ভিজে সেওলা ঢাকে।
পারের ধারে ব’লে ইস্কুলের পড়া পড়ছিল,—

"Thou fliest the vocal vale,

An annual guest in other lands

Another Spring to hail."

'হে পিকড়া! যেমন বসতু ফুরায় অমনি তুমিও এ দেশ হ’তে
পলাও। প্রতি বৎসর ভিড় ভিড় দেশে বসতের সুভাগমন গাহিবে বলিয়া
তুমিও সেখানে গিয়া। অতিথি হও।"

নিজস্ব স্থানে অনৌক্ষুণ্ণ অনেকের সহিত আমাদের সম্প্রতি আনের
নিহিত হয়। তাই নিজের নিজস্ব বলিয়া। এই স্থানে প্রায়ই বেড়াইতে
আসিয়া। এক দিন ঐকালে অন্ধকারে একটি রৌদ্রের ভিতর
একটি ভোজনী পোকা দেখিলাম; এরপ আমাদের দেশে ঘাঁকে ঝাঁকে
পালে পালে দেখি। একাই উঢ়িয়া উঢ়িয়া জাগিতেছে ও নিবিতেছে।
আমাদের দেশের খতোতের মত সতেজ ও উচ্ছল নয়। অনেকটা
চীনী মোড় রান্না ও ঘিস্তামান—যেন মহা হারাইয়া দেশে দেশে খাওয়া
খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

আর একণী পুটায় অতি প্রচুর রৌদ্রের তাপে একটি
চাগাতকর তলায় বেঁচে বসিয়া আছি,—এমন সময় দূর হ’তে এক
প্রকার তারী চাপা গলার করণ ডাক ওনিলাম। সে শব্দ দেন
আমাদের দেশী বহু গলার মত চিবরিচিহ্নিত ব’লে মনে হলো।
বহুদিন পৃথক যখন আমি খাস্ত্য, অশা ও উৎসাহ লম্বে বৃদ্ধাসন,
মধুরা ও জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন সব স্থানে অসংখ্য গুঁমিখুন দেখে তাহাদের মধুর রব আমার কাছে চিরপরিচিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞ স্থানে সে মরোভেলী চাপা গলার কাতর ডাক গেলে পাল লোকরাই মনে করেন এক অত্যন্ত ভাব আসে। কি যেন এক পুরুষ স্মৃতি অপর্ণ্ড ভাবে মনে জাগে। মনে হয়, কিছু যেন হারাইয়াছি,—তাহ। মনে আসিয়াও আসিতে চেয়েন। অজ হংকংএও সেইরূপ হলো। কালিদাসের এই কবিতাটি তখন আমার মনে পড়িল,—

“রম্যাণি বীক্ষা মধুরাংশ্চ নিশ্চয় শ্রীমান‌
পার্থাংস্কীভবতি বং ক্ষিপ্তাহি কৃষ্ণঃ।‌
তচ্ছেত্রস্য স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বঃ‌
ভাবিরাণি জন্মনান্তরসোপস্তানি॥”

শঙ্ক লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গিয়া দেখি, পিঞ্জরাবৃক্ষ তুষ্টি গুলু বিভিন্ন পাঁচালয় পৃথক পৃথক। আবেগপূর্ণ হন্তে পরম্পরের দিকে ফিরিয়া টিকম মধুর শঙ্ক করিতেছে!
হংকং অনেক দিন ছিলাম। সেই অবসরে উচ্চবংশীয় ধনী চীনে পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের রীতিনীতিগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করার প্রতি আমার সতর্ক চেষ্টা ছিল। তাহাদের ধনী চীনে যাত্রী ও চীনে কর্মচারীদের সাহায্যে সে মূলোপাত ঘটিয়াছিল। এক দিন সন্ধ্যাবেলা এক জন চীনে বন্ধুর সহিত একটি উচ্চবংশীয় চীনে পরিবারের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। হংকংএর এক প্রাচীন তাহাদের বাস। চীনরাজ্যে ও হংকং সহরে তাহাদের অনেক তৃুমিত ও ধন-সম্পত্তি আছে। হংকং ব্যবসায়ের বাস। গৃহস্থ অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ীর অধিকারী বাড়ী ভাড়া হইতেই তাহার মাসিক আয় বিশ হাজার ডলার। সেখানকার যত বড় বড় আফিস, সব তাহাদেরই বাড়ীতে।

যে বাড়ীতে তাহারা থাকিতেন, সে বাড়ীর নিম্নতলায় তাহাদেরই আফিস। উপর তলায় বাস। সন্ধ্যার সময় আফিস বন্ধ করে তাহারা। উপর তলায় সকলে মিলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন। আমাদের আগমন-বার্তা না জানাইয়া আমরা তাহাদের বিশ্বাসকে প্রবেশ করিলাম। নৌকা লোকান্তর গুলি আমাদিগকে প্রবেশ করিতে বাধা দিল না,—এমন কি একবার একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

সবাদ না দিয়া এবং বিনা নিম্নে যে একবারে তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্বিষ্টও হইলেন না; বরং হাসিয়া চেরার হইতে উঠিয়া। মেঝে-পুরুষে আমাদের অভাবনা।
করিলেন। যে ঘরে ঠাহারা কার্যালয়ে বসিয়া একটি গল-ছুঁজ করিতেছিলেন, সে ঘরটি অতি পরিপাটিকপে সাজান। দেওয়ালে
ভীষণকায় গোল-ওয়ালা চীনে দেব-তাদের প্রতি তুলি আকার। দেওয়া-
লের ধারে ধারে চেয়ার এবং কোণে
ে বিল দেবের মাঝ
-পানটা সব কাকার।
যে অতি লিখে
কাড়ে তুতে
িন বলন বুলন,
-নাকে মানো
চীন ভূমণ।

ভায়ার বুঝিয়া দিলেন যে, আগস্ত্য লোকটি ডাকতার,—কলিকাতা থেকে চীনদেশ দেখতে এসেছেন। আর সবঙ্গীয় চীনে পরিবারের সঙ্গে আলাপ করিতে চান, তাই সঙ্গে আনিয়াছেন। শুনিয়াই অভিবাদন পূর্বক আবার তিনি ঘাড় নীচু করিলেন। আমিও সর্বাঙ্গকরণে তাহাকে প্রত্যেক অভিবাদন করিলাম।

যাইবার হইল তিন মিনিটের মধ্যেই ছোট পেয়ালা করিয়া ঠাইও, তথা ও চিনিবহীন সবজে চা সকলের হাতে দেওয়া হইল। এইটি তাহাদের অতিথিকে অভাবন। করিবার ধান-দুধি স্থানীয়। ইহা ঘরে সর্বদাই প্রস্তুত রাখা হয়। সে চার গন্ধ অতি মনোহর, কিন্তু উহাকে কষা আধারিত ও অতিশয় উত্তেজক। আবার পাচ মিনিট পরেই তখনই তৈরির করিয়া ইহার গরম চা সবাইকে দেওয়া হইল। চার পেয়ালাগুলি ছোট ছোট উনানে বসান—সব শুক্ত হাতে লওয়া যায়। তাহা হইতে ভূপত্তির গন্ধ বাহির হইতেছিল। আমি কখনও চা পান করি না, কেবল এক চুমুক মাত্র খাইলাম। চা খাই না জন্য তাঁহাদের গারপর নাই বিশ্রম হলেন।

এইবার তাহাদের অহিংসে ধূমপান করিবার সময় আসিল। ইহার জন্ত ঘরের এককোণে বাশের তক্কে পাশ আছে। তাহার উপর মুড়র বিছান। তার মঝে একটি বড় কাচকড়ি রেকাবীতে একটি চিনিবহীন ধুলির ল্যাম্প আছে। কেরোসিন নয়, অভি দেশী তৈল জলে। আর সেই ল্যাম্পের চারিদিকে ছোট একটি চিনিমাটির পুতুল সাজান। তারমধ্যে একটি পা ভাঙ্গ। চীনে রমণীর প্রতিমূর্তি। গুহকর্তা সেই মাত্রে গিয়া বসিলেন। ধূম-পানের জন্ত বাশের একটি মোটা নল সেই খানেই ছিল। সেটি প্রায় তিন ফুট লম্বা ও দেড় ইঞ্চি মোটা। ইহার মঝে একটি গর্ভে একটি ফানেল বসান। তাহার ভিতরই মোটার মত নরম আকৃষ্ট অক্ষ কি কি ব্যাপ্তির সহিত মিলিয়া রাখিতে হয়। একটী
কঠী করিয়া আফিম এইরূপ মিলাইবার সময় ভাষী ধূমপানের আশায় মুখে আনন্দ আর ধরে না। তখন হইতেই তিনি যেন উন্মোচিত হইতে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মন ঘন হাসিতে লাগিলেন। সেই চোঙ্গাস্থ কানেলের ভিতর দিয়া এই আফিমমুক্ত ধূম পান করিতে হয়। তাহাতে হঠাৎ নেশা এত প্রবল হয় যে, আগে মাছরে ঘুষীয়া পড়িয়া তবে ঘোরা টানিতে হয়। মাথায় থাকে পোরসিলেনের বালিশ, তুলার না অত কেনও নরম ত্রাস্বজ্জ বালিশ তখন বাস্তব হয় না। সেই আফিমমুক্ত কানেলের মুখটি লাদ্দামের চিন্নির উপর ধরিলেই জলিয়া উঠে ও তাহা হইতে প্রচুর ধূম নির্গত হয়; আর ঠিক ইত্যাদির নলে মুখ দিয়া সচোচে টানিতে হয়। এক বার আধার নয়,—অনেকবার টানা চলে। সে সময়ে ঘরটি ধুনে ধূমাচ্ছন্ন হইয়া যায়৷ যাহারা অত্যন্ত নয়, সে ঘোরাতে তাদের বিলক্ষণ কঠিওর হয়। যেন দম বাঁধ হইয়া থাকে। যেন মাথা ঘূরে আসে। যেন আহ্রাণেও ঈশ্বর নেশা হয়। ধূমপান শেষ হইলে, গরম চা-পান করিয়া কর্তা আবার সহানুন আসিয়া বসিলেন। হঠাৎ নেশার আবির্ভাব হয়,—অলক্ষণ মাত্র থাকে, নেশায় অভিভূত হইতে হয় না।

কর্তার ধূমপান শেষ হইলে গুহিল্লা ধূমপান করিলেন। কিন্তু তাহার ধূমপান অন্যরূপ। পালিস করা পিতনল নিঃশীত একটা যদে তিনি ধূমপান করিলেন। তাহার আফিম অত তীর্থ নহে। ধূম পানের সময় শুইতে হয় না। এক ছিলেমে একবার মাঝ টানা যায়। পালিস খোরা হইতে মধুর গোলাপী গল্প ছুটে, অমন মেঘের মত অক্ষকার হয় না। ধূমপান শেষ হইলে আবার গল্প ও নিষ্ঠ হাসি আরম্ভ হইল। কথা বলিতে বা হাসিতে উচ্চ শব্দ নাই। সকল দেশের ভর্ত্ত্বরীর পাকিদের যেন একটা শাচর্যর আদব-কায়েদ দুর্নীত থাকে, তাহাদেরও সেইরূপ বেলিলাম। দিনে গুরুতর পরিশ্রমের পর ঘুরু পুরুষ, চেলে-পুলে একটা
বসিয়া আরাম ও গন্ধ-গুল্ম করা দেখে, আমার নিজেদের দেশের কথা, মনে হ’তে লাগল। এরূপ বিশালে কত আনন্দ,—কত শান্তি। আমাদের ঘরে তাহা নাই।

বাড়ীর কর্তার কথে “পিজন ইংলিশ” তাহাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে কথাবার্তা। কহিবা অন্যান্যে কত বিষয় শিখিলাম। প্রথমদিকে তাহাদের দেশে বিবাহ-প্রথার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে দেশে সকলেই বিবাহ করে,—এসন্ন লোক নাই যে, বিবাহ করে না। পিতৃ-পুত্র উভার ও নিজেদের অন্যের কথার জন্য পুত্র-সম্পন্ন একাধা প্রার্থনীয়। শব্দের সনাক্তকরণ না হইলে তাহার আমি। অহির হইয়া দুইপায় চারিদিক চুরির বেড়ায়। কি আশ্চর্য। আমাদের দেশেও কতকটা এরূপ বিশাল ও এরূপ অথচ। প্রাচীনদেশ মাত্রই পরম্পরে কত মিল দেখা যায় পুরুষের ১৬ হইতে ২০ বংসর বয়সে প্রায়ই বিবাহ হইয়া দিবেন,—কিন্তু মহিলাদের অধিকাংশ বিবাহ হইতে পারে। সচরাচর কিছু বয়স হইলে, ১৮-২০ বংসরেই বিবাহ হয়। বিবাহে বরের তরফ হইতে কভার পিতাকে প্রণয় কিছু অর্থ দিতে হয়। কভার বয়স গত অধিক, প্রায় তত বেশী। সেই কারণে অনেকে অন্ত পরিহার দিয়া চার বংসরের বালিকাও বিবাহ করে। চীনের বিবাহ-প্রথা অতি চমৎকার। পাত্র ও পাত্রীতে পুরুষের দেখা হইবার নিম্ন নাই। গণের পরামর্শ অনুসারে শুভদিন, শুভক্ষণে বিবাহের দিন ঠিক হয়। পরগণার কোড়ি মিলাইবার পর তবে বিবাহ ঠিক হয়। কিন্তু বিবাহ ঠিক হইবার পর যদি গৃহে কোনও ঘটনা ঘটে বা কোনও জিনিষ চুরি যায় বা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ফল শত্রুজনক হইবে না, এই আশঙ্কায় বিবাহ ও ভাঙ্গিয়া যায়।

বিবাহের দিন বরের পাত্রীর বাড়ী যাইতে হয় না, লোক জন ও যুদ্ধ-বাহন পাঠাইয়া পাত্রীকে পাত্রের বাড়ীতে আনা হয়। বরের পিতা মাতারই কথামত বিবাহ হইয়া থাকে, পাত্রের তাহাতে পছন্দ।
অ-চন্দ্র নাই। শ্রুতি-গৃহে প্রবেশ করিবার সময় ক'নে দরজার নিকট বক্ষিত কতকগুলি জলস্ত অঙ্গার ডিখাইয়া গৃহে প্রবেশ করেন। তারপুর সেই বাড়ীর সবাই গৰ্রিঙ্গের আসিয়া। তাহাকে “বরণ” করিষাগৃহে লইয়া গায়। অন্যভদ্রী বিধবাদের সে সময়ে সামনে দাড়াইতে নাই।

অন্ততঃ পাত্রের সঙ্গে ক'নের “গুড়োভীষ্ট” হয়। পরে পাত্রের বরের চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে উভয় এক আসনে বসে, এবং বসিবার সময় পরস্পর পরস্পরের কাপড়ের উপর বসিবার চেষ্টা করে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যে যাহার কাপড়ের উপর বসিতে পারিবে, সেই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবল হইবে।

পুত্র-স্ত্রী অর্জন না করিলে শীর্য আদর নাই। তাহা হইলে শ্রমী তাহাকে ইচ্ছামত ত্যাগ করিতে পারে। বচ-বিবাহ চীন দেশে নিষিদ্ধ। একজন লোক, এক সময়, একটী মাত্র বিবাহ করিতে পারে। তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর একটী বিবাহ করা চলে, কিন্তু একটি পারিতে চলে না।

চীনদেশে সৌন্দর্যের বিচার পা দেখিতে হয়। যার পা সত্য ছোট, সে তত সুন্দরী। বিবাহের পূর্বে মেয়ের কেমন রঙ, কেমন গড়ন, কেমন মূথশী, সে সব প্রশ্ন উঠে না। লোকে জিজ্ঞাসা করে, “তার পা কত বড়?” পা তিন ইঞ্চি হইলেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী হয়। সেই কারণ, শিক্ষকের হইতেই পায়ের আস্তুকটি মুখের যন্ত্র দিয়া পায়ে হৃদ্রা পরিয়া ছোট হয়। উদ্দেশ্য, সাহাবিক নিয়মে পা বাড়িতে না পারে। ইহাতে শিক্ষার গত্রিণার একেশে হয়। কতদিন ধরিয়া কষ্টে
অধীর হইয়া তাহার অহরহ কাঁদে। কখনও কখনও আঙ্গুলগুলি 
পচিয়া খসিয়া পড়ে। পা এত ছোট করে বলিয়া চীনে স্ত্রীলোকেরা 
তাল করিয়া চলিতে পারে না।

চীনদেশে স্ত্রীলোকদিগকে আমৃতহত্যা করিতে পারিয়া জুনী যায়।
শাওড়ীর অত্যাচারই তাহার একটি প্রধান কারণ। শাওড়ীর কথায় তাহাদের মরণ-বিচ্ছেদ নির্ভর করে। হুকুম স্ত্রীলোকের উপর অর্থ-বিন্দুর অত্যাচার পৃথিবীর অঙ্গ সত্ত্বার দেশই প্রচলিত ছিল। এখনও একিয়ার অনেক দেশ রহিয়াছে। সেই অত্যাচারের অধিকার অধুনা 
রাখা অনেকলাই সামাজিক ধর্মের অংশবদ্ধ। পাশ্চাত্য সমাজের 
এই একটি বিশেষ গুণ—স্ত্রীলোকের এই হীন, কষ্টকর অবস্থা হইতে 
কতক পরিমাণে মুক্তিপালন। আমরা প্রতি এক্ষেত্রে কোন 
কোন স্ত্রী পাশ্চাত্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রীলোকের যন্ত্রার অনেক 
লাগব হইয়াছে।

বিধবা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইবার নিয়ম নাই।
তবে দরিদ্রলোকের ঘরে বিধবা-বিবাহ-গৃহা প্রচলিত আছে। যদিও 
বিধবা-বিবাহ-গৃহা নাই বটে, কিন্তু উপপাল ভাবে অন্তঃপ্রেম প্রক্ষে ধারিকার 
নিয়ম আছে। তাহাদের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত 
সন্তান অপেক্ষা হৃষ্ট হইলেও আইনায়ন্ত্রে একবারে নিঃশর্ষ নহে। 
তাহারা মাতার উপপত্তির বিষয়ের কিছু কিছু অংশ পায়। আর 
কথাটা সহসমর্শের প্রথম প্রচলিত আছে। সহজ স্ত্রীলোকের গুণের 
কথা আর লোকের মুখে ধরে না। আমাদের দেশে যেমন অগ্নি চিতার 
প্রবেশ পূর্বক সহসমর্শ হইত, এখানে সেরূপ হয় না। জনসাধারণের 
সমুদ্রে একটি স্তানে দত্তা ইঞ্জিয়া। তাহা ঘাই গলায় মদ্ধি দিয়া মরা 
বা মারা হয়; আর সেই স্তানে পবিত্র তৃতীয় ক্ষুদ্র ধ্রুপ চীন রাজ্যের 
সরকারী ধরে একটি প্রজ্বলনে বিপুল নিঃশিং হয়।
হংকং।

বখন এই সকল কথা শুনিয়েছিলাম, তখন আমার গায়ে কঠোর দিয়ার উঠিয়েছিল। নিজেদের দেশের পুরাকালের কথা ভুলে গিয়ে আমি তাহাদিগকে বর্ষার জাতি বলের মনে করিয়েছিলাম। সেই চীনদেশীয় ভুংজরের তাহার আলবাম (ছবির খাতায়) খুলিয়া হ্যা! এক খানি সহযুতার প্রস্তর-স্তূপের ছবি আমাকে দেখাইলেন। এখানে তাহার নকল চাপাইলাম।

এখন বলিয়া আমি অনুসারে এই সকল প্রথা কিছুটা হইয়া গিয়াছে, তবু নাকে মাঝে সহ-মরণ এখানে ঘটিতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়। আজো চীনদেশে কত্ত্বাস্তানকে নারিয়া ফেলিতে ওনা যায়। পূর্বে সচরাচরই এরূপ ঘটিত। কন্স্যাসি কুল হিসাবে উপযোগী পাত্রে না পড়ে বা হ্রাসিলা হয়, পিতার তাহাতে মাথা হেটি ও বংশবর্ত্যাদাস হানি হয়। পাছে
চীন ভ্রমণ।

এইরূপ ঘটে, এই অশুভায় কন্যাস্থান জন্মিয়ে তাহার প্রাপ্তি বিনষ্ট করা হয়। পিতামাতার সন্তানের উপর অসীম ক্ষমতা। জীবননাশ ও দানবিক্রম সকলই করিতে পারেন। কোন কোন সহরের বাহিরে প্রকাও পুকুর দেখা যায়। তাহার জলে শিশুকন্তাকে প্রকাশে ডুবাইয়া মারা হইত। আমাদের দেশেও অমন শিশুহত্যা (Infanticide) সেদিন অবধি প্রচলিত ছিল। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং শিশুহত্যা ও সতীদাহ একাকে রোধ করেন। ধর্মের নামে কতই কদাচিৎ সামাজিক আচার-ব্যবহারে ঠাই পায়। কতই স্বার্থের জন্য প্রথা এইরূপে ধর্ম নামের চিরপ্রবৃত্তা নষ্ঠ করে।

হংকং ইংরাজীরাজ্য। এখানে ওকল প্রথার লেশমাত্র নাই। এমন প্রভূতি চীন-সংগ্রামের রাজস্থল। তথায় এখনও কন্যা-হত্যা, সহ-মরণ, শিশবিক্রম ও লয়নাপে অতি ওঠুরও হইয়া থাকে। সন্তানের উপর পিতামাতার অসীম ক্ষমতা,—তাহাদের প্রাণবিনাশ ও তাহা-দিগকে বিক্রম প্রভূতি তাহারাই করিতে পারেন। রাজ্যের রাজার ও তাহাতে দ্বিক্ষতি করিবার অধিকার নাই। দরিদ্র লোকেরা অনেক সময়ে বাজারে ছেলে-মেয়ে বিক্রম করিতে আসে। আমি এ সকল স্থানে দেখি নাই। তবে ছেলে বিক্রয়ের যথার্থ ফটোটাফ এমন সহরে দেখিয়াছি।

আমাদের এই সকল কথা হইতেছিল, এমন সময়ে পাশের ঘরে একটা কচি ছেলের কান্দা শুনা গেল। গৃহিণী এইরূপ আমাদের সঙ্গে অতি আগ্রহের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন। কান্দা শুনিবামাত্র তিনি তখনি বাস্ত হইয়া সেই দিকে ছুটলেন, ও আশ্চর্য পরে পরিকার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত, মাথায় পাতলা লাল ফিতা বদ্ধা একটা ছয় মাসের ছুটির পোষাক শিশু কোলে ক'রে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

আমি ছোট ছেলে বড় ভালবাসি। সেই ছেলেটিকে কোলে লইবার
হংকং। ১৩৭

চন্দ্র হাত পাতিলা। এক মুখ হাসিয়া থোকার মা আমার কোলে ছেলেটিকে দিলেন। কে জানে কেন ছেলেটিও কাঁপিয়ে আমার কোলে এলো। আমি অপরিচিত আমার দাড়ি আছে, সে কখনও তাদের দেশে দাড়ি দেখে নাই, তবুও সে কেন অমন ক'রে আমার কোলে কাঁপিয়ে এলো রুক্ষিতে পারিলাম না। বোধ হয় যারা ছেলে ভাল বাসে শিশুরা তা রুক্ষিতে পারে।

আমি তাকে কোলে নিয়েই ছিড়াদো কারিলাম— “তোমাদের দেশে নাকি বাছা, ছেলে বেচে— মেয়ে মেয়ে কেলে ক'রে?” শিশু কিছু না ব'লে আমার দাড়ি ধরে চানলে। আমি তাকে কোলে ক'রে দোলাতে লাগিলাম। তার ননীর মত হাত ছট ধরে আদর ক'রে লাগিলাম।
আমি তাকে তার নরম গাল ছট টিপিবামাত্র শিশুর মুখে হাসি ফুটিল। এতক্ষণ ইংরাজীতে কথা ব'লচিলাম, অমনি সে ভাষা একনিষেপে ভুলে গিয়ে নিজের ভাবায় ছেলে আদর করার একটি ক্রোক আমার মনে এলো। ঈচ্ছা হলো সেই ক্রোকটি চেচিয়ে ব'লে থোকাকে চুম্ব খেতে খেলে আদর করি,—

“সরল মুখে মধুর হাসি আকুল করে নন।
আপান রুলাম এমন হাসি কোথায় পেলিধন?”

তার মুখে পড় ফুলের মত মুগ্ধ। মুখের কাছে নাক নিয়ে গিয়ে লাল ঠোঁটে ঠেকিয়াছিল, স্নায়ু মনে ক'রে, শিশু আমার নাকের ডগ চক্ষু ক'রে চুম্বে লাগল। তাতে আমার সমস শরীরে এমন একটি মধুর ভাব এলো যে, ঈচ্ছা হলো সেন আমি আর নাক দরিয়ে নিতে পারিলাম না। আপনা আপনি চোখ রুক্ষ আসতে লাগল। থোকারা তখন মাই থায় তখন তাদের মা’দের রুক্ষি এমনি মধুর আবেশ হয়। থোকারা মা আমার আনন্দ দেখে মধুর করে, উচ্ছ হাসি হেলেই আকুল।
কুথা পাইগ্যাছে বৰ্ণিয়। আমি শিত্তোক কার কোলে দিলাম, মনে ফরিয়াম, তিনি হয়ত মাই দিবেন। তিনি কিনত মাই দিলেন না। এক দাসীকে দুঃখ আনিতে বলিয়ান। শুনিয়াম, উহা গরুর বা আর কোন পণ্ডে দুঃখ নয়, স্ত্রীলোকেরই সনের দুঃখ গেলে ঈষৎ গরম করে, ছোট হাল্কা লাল নীল দাগ কাটা কাচকড়ার বাটাইতে সেই দুঃখ নিয়ে এল। দুঃখ খাওয়ার ঝুঁকীটা যেন এক রকমের,—না ঝুঁকু, না চামচে। তাই দিয়ে পাছে দুঃখ পংড়ে জামা ভিজে যায় বলে, ছেলের গলায় শাদা রমাল বেঁধে দুঃখ খাওয়াতে লাগলেন। দুঃখ খাওয়ার সময় ধিক আমাদের দেশের ছেলের মত ছেলটা পা ছুড়ে কাদতে লাগল। ছেলের কাপড় ও দুঃখের বাটির শান্ত গুনে কোথা থেকে একটি পাটিকিলে রঙের ঝাঁকুড়া লামওয়ালার মোটো সোটো চীনে বিড়াল নিমিষের মধ্যে থাকায় এবং জুটলো। ছেলে ভুলাবার জন্য মা কত কি চীনে বুলি থাকে ক্ষেতে বলেতে লা’গলেন। বোধ হয় ব’লছিলেন,—
“আয় পুরোহিত আয়,—খোকন দুঃখ খাওয়া। আয়! খোকন খাওয়া তোরাও খাবি!” বিড়ালটিও সামনে বলে কুতক্ষ্বােবে অনুভূত মধুর ভয়ে যেন গৃহস্থদের শুভ কামন। করে বললোহঃ—“মা, তুই স্থলে থাকু, তোদের ভাত-জল থেকেই আমরা সাত পুরুষে মামুষ হয়েছি। তুই না দিলে কে দেবে।” পরে যত খাওয়া শেষ হ’য়ে যেতে লাগলো। তত আরও আগেই সে ঘাড় তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে ব’লতে লাগল—
“সেখানে মা অজ্ঞাননব হ’য়ে খাওয়াতে খাওয়াতে আমার কথা। একে-বারে ভুলে গিয়ে যেন সব দুঃখটুকু খাইয়ে ফেলিস না। তোর ধনে-পুত্রে লক্ষীলাভ হোক, নাতিপূর্তি নিয়ে, পাকাচুলে সিঁদুর পরে স্বেচ্ছাক্ষেত্রে দরকামা কর।”
হংকং বন্দর হইতে বাহির হইবার পথ দেখিতে অতি মনোরম। কাউলন নামক সে স্থানের কথা আগে বলিয়াছি, সে স্থান এই পথেই অবস্থিত। সেটি সেনা-উপনিবেশ ও রসদাদি সংগ্রহ করিবার একটি প্রধান আড়া। অতি সুন্দর কেল্লা দ্বারা রক্ষিত। যতদুঃখ দেখা যায় কেবল কারখানা, যুদ্ধের জাহাজ, আর ধ্বংস-পথাকা উড়ান প্রাচীর-বেষ্টিত কেল্লা। সেখানকার পাহাড়গুলি ও তেমনি দেখিতে। কালো কালে। অতি একাঙ্গু পাতার স্তূপ, মাটি নাই—গাছ পালাও নাই। দেখলে যেন ভয় করে। তীব্রবেগে সাগরভঙ্গ গুলি তাহাদের গায়ে লাগিয়া ফেনীল হইয়া যাহিতেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া। সে বিশম জল-কর্ণেল কতই বা ভারানক শনায়। মনে হয়, যেন সমুদ্রে আর বেল-কুটিলতে তুমুল বৃদ্ধি হইতেছে। কোনও কোনও স্থানে দুটি পাহাড়ের মধ্যে বাহির হইবার পথ কেবল মাত্র কলিকাতায় গঙ্গার মত ঢোঁলা। ওরূপ স্থান, ওরূপ সুন্দর কর্ণ স্থানের নিকট শক্ত জাহাজ আসা একবারে অসম্ভব। তৃষ্ণা সাগর প্রভূতি অন্তহীন সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে প্রশান্ত নহাসাগরের উপরও আধিপত্য স্থাপনাশায় এ স্থানী এমন সুন্দর কর্ণ রক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হংকং হইতে এমন যাইতে সচরাচর একদিন লাগে। কিন্তু আমরা পাঁচ দিনে তথায় পৌছিলাম। চীন সমুদ্রের অবস্থা এতই ভ্রান্ত ছিল যে, সে জাহাজ ঘটায় পনর মাইল চলে, তাহা দুই মাইল মাত্র
চলিতে লাগিল।, সামনের দিক হইতে অতি প্রবল হাওয়া ও প্রকাও প্রকাও চেড়ে আসিয়া জাহাজের গতিরোধ করিতে লাগিল। এ সমক্ষে অনেক কথা “চীন সমুদ্র” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি।

পাঞ্জিদিন পরে গধন এময়ের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল, এইবার ইংরাজ অধিকার ছাড়িয়া গায় চীন-রাজত্বে আসিয়াছি। তীরভূমি কালো কালো পাতরের পাহাড়ে অছড়িল। সমুদ্রের সেইরূপ পাতরের দীপ চতুর্দিকেই দেখা যাইতেছিল। কোন কোনটার উপর ছোট ছোট চীনে কেলা নির্দিষ্ট। তথায় গাছ পালা নাই। মাটি নাই, স্তব্ধতায় গাছ পালা। কেকা হইতে জন্মিতে কেবলই পাতর।

আর নিকটবর্তী হইলে দূর থেকে দেখা যাইতে লাগিল, পাহাড়ের পাতরগুলি ত্রে স্থায়ে কাটা। তার উপর মাটি বিচাইয়া শাঁত বুনা হইয়াছে। সেইলিল এ সকল স্থানের শুষ্কক্ষেত্র। পরে শুনিলাম, ৫০০ সুতর কিশোরী গুঁড়ো হইতে জল আসিয়া তাহাই সেচন করিয়া, তবে এই সকল ক্ষেত্রে শাঁত জমান হয়। কত রকম দেশি সার দিয়া তুমির উদ্বোধন রক্ষা করে। কৃষকের বৎসরের অটি মাস পর্যন্ত ১৪ হইতে ১৬ ঘণ্টা করিয়া প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে হয়। ক্ষেত উঠান সাগায় ছুটিয়া ফল পাওয়া যায়। লোক-সাগায়। এত অধিক ও এমন সন্তানের যে, এইরূপ জমিতে চাষ না করিলে, চাষ করিয়া আর জমি নাই। সেখানকার কষ্ঠকর কৃষকজীবনের এই সকল কাহিনী শুনিয়া আমার ভারতবর্ষের কথা মনে হইতে লাগিল। সোনার সমস্ত ভারত-ফেরতে কত তারার, জনির কত উদ্বোধন। এ দেশে লোকে ছুড়িকে নয় কেন? চীন দেশের লোকের মনে উদ্ধোগী ও বুদ্ধিজীবী হইলে এমন দেশে কখনও অজ্ঞাত ও অকাল হয় না।

চীন দেশে যে চাউল জমে, তাহা বড় ভাল নয়, বড় বেশীও নয় ও তাহার বড় আদরও নাই। তাহা দেখিয়ে লথা লথা। ব্রহ্মদেশ
হইতেই চাউল রপ্তানি হইয়া এ সকল স্থানের লোকের খানা জোগায়। খাদ্যের জন্য চীনরাজা সম্পুর্ণরূপে অন্ধ দেশের মূর্তাকাণ্ড। পূর্বে একদেশ হইতে চাল আমাদানী হইয়া দক্ষিণ চীনের কাস্টেন সহরের প্রাকাশ চীন খাদ দিয়া পিকিয়ে আসিয়া,—আজকাল হামার আসে, আমি অফিস আসে ভারতবর্ষ হইতে। নোটামুটি বলিয়া গেলে, চা-ই কেবল এ সকল ক্ষেত্রে চার করা হয়। কেহ কেহ কিছু লুকাইয়া অফিসেরও চার করে। ভারতে জমির উপরাশকতা বড়ই কনিষ্ঠ গায় বলিয়া, জমিদারগণ তাহাতে আপত্তি করেন।

চীন দেশের চা পৃথিবীর মধ্যে শেষ। এইখানেই চার প্রথম উৎপত্তি এবং এখানেও এখানে হইতে রানি রানি চা রপ্তানি হইয়া। দেশ দেশার সাথে যায়। ইয়াল-সি-কায়াল নদীর সম্পূর্ণরূপে হইতে দেওয়া হাজার মাইল উপরে হাঁকাত নামক ঘাটটা উপর চারের মত চা রপ্তানির আড়াল; জাপান ৰ রুশের হাতেই সে সকল চা যে পড়ে। আমি দক্ষিণ চীনের চার আড়াল কাস্টেন। ইয়াল-সি গায়ারেরা এখানের চা হস্তগত করেন। ভারতবর্ষে সে চারের চা আমাদানী হয়, সে সবই এখান হইতে রপ্তানি হয়। তবে আজকাল ভারতবর্ষ ও স্বাভাবিক অতি উপাদান চা জমাম বলিয়া চীনের চার আমাদানী অনেক কমিয়া গিয়াছে।

চীনদেশের চার একটি বড় হিৰ্নদের স্পৃহাস্পদ আছে। এইরূপ সৌভাগ্য কোথাকার চাতে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, চীনেরা বড়ই চা ব্যবহার করে। দিনের মধ্যে কতবার সে তাহারা চা পান করে, তার ঠিক নাই। কাহারও বাড়ী ঘাইল সর্বাগ্রে চা দিয়া অভাবনীয় করা হয়। তবে সে চা ছোট ছোট পেয়ালা করিয়া দেওয়া হয়। এক একটি পেয়ালায় আধ ছোটক মাত্র ধরে। আমরা এদেশে সে সকল পেয়ালা ব্যবহার করি, ইহার মাপ তাহার তিন চারিগোল। চীনেরা
চায়ে দুধ বা চিনি মিশায় না। তাহারা সবুজে চা বড় ভালবাসে; তাহার গন্ধও অতি সুন্দর ও উহা বড়ই উদ্ভিক্ষ। অনেকে আবার চায়ের সহিত লেবুর রস মিশাইয়া খায়। ঐরূপ চা এক চুমক পেয়ে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

একদিন বন্দরে দুকিবার পথে আমাদের অনেক দরি হইল। এ সকল হান ত আর ইংরাজ-রাজত্ব নয়,—সমীহ করিয়া দুকিবে হয়। তখন জাহাজের মাঝে লোপ অর্থাৎ চীনে নিশ্চায় উড়ান হয়। বন্দরের বাহিরে নওর করিয়া জাহাজ পাইলটের জন্য ঘন ঘন সিটি দিয়ে লাগিল। এখানে প্রায় ৫০৩ ঘণ্টা দরি হইল। এমন দেরি কোথায়ও কখন হয় নাই।

দুকিবার পথেই দেখিলাম, অনেকগুলি যুদ্ধের জাহাজ ও ফুটার জাতীয় জাহাজ নওর করিয়া রহিয়াছে। তার মধ্যে মার্কিন ও ফরাসী জাতির জাহাজই বেশী। সবগুলি এখানে করিয়া পরস্পর বলিয়া ঘুমাইয়া। কাহারও বা চারটি মাঝে, কাহারও বা তিনটি, কাহারও বা ছয়টি। স্থানে স্থানে সারি মাঝি ঘুলিয়া দিয়া; তাহার ভিতর দিয়া কামানের মূল বাহির হইয়া রহিয়াছে। মাঝের উপরে উপরে আঙ্গরা মাঝা দিয়া; সেখানে হইতে বন্দুক ছড়া। এইরূপ কুটিল হান হইতে গুলি আসিয়া। টুফালগার যুদ্ধে বীরবর নেলুসনের বুকে লাগিয়াছিল। সেই আঘাতেই তিনি পঞ্চপ পান; কিন্তু মরিয়ার পূর্বে জয়লবণা গুনির। গিয়াছিলেন। রেলিংর চারি ধার হইতে কালো কালা চলদি'লে পোশক-পরা গোর; নোদেশে গুলি আমাদের দিকে সরিয়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কে জানে কেন?

এখানে বন্দরের এক নূতন বক্স বাঁধা; এক ধারে ভিন্ন দেশীয় জাহাজ পাকিয়া, আর এক ধারে চীনে জাহাজ থাকিয়া। চীন এলাকায় প্রথম আসিয়া নওর করিবার সময়কার দৃশ্য এখনও আমার
মনে স্মরণরূপে জাগিয়া আছে। সমুদ্রবর্ষণের আচরণ আছে। শত শত সামুদ্রিক কৃত্যক্ষম সহিত অগ্নিতর হইতে লাগিল। মেঘে পুকুরের, উঠে হস্তান্তর গলার দেহে চতুর্দিক প্রতিপ্রভাবিত হইতে লাগিল।

চীনের ম্যানর এখানে স্থানী। ইংরেজ প্রভূতি বিদেশী গণ এখানে চীনের অবস্থা। বিদেশীরা রাজপ্রতিনিধিদের (কয়লা) বসতির জন্য একটি দীপ নির্মিত আছে। সেখানকার রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ হইতে ভূমি দেখার রক্ষা করা একটি উড়িয়ে উঠিতেছে। এখন আমেরিকার যাইতে। যে স্থানে মাত্র অতল জল হইতে উঠিয়াছে; অনন্ত আকাশে এখনও যে কত উঠিয়ে তার ইষ্টত নাই। তার পর ইংরেজ দূতবাস। সে বাড়ীটি দেখিলে বেশ উঁচু, পার্শ্বের উপর অবিষ্ট; কিন্তু একখানে উঁচুর ধূলায় যে তত ধার নাই, তত দর্শন নাই। তার পাশেই ফরাসী ও জাপান দূতাবাস, তিন রংরে ডোরা কাঠ ধরা পতাকা। দীপটি পাহাড়ময়, কাঁচা স্নান বাড়ীগুলিও পাহাড়ের উপর নিয়ন্ত্রিত। দীপ বলিয়া অনেকটা নিরাপদ; আর সব জাতির আড়াল বন্ধুত্ব পরিপাতে পান। দেখিলে যে ছবির মত স্নান। তার শিকার গিয়া দেখিয়ার পর আমার বিশ্বাসের আর সীমা রহিল না। সকল আবস্থাকৃতি ধ্রুব হইয়া তথায় আছে; বেড়াইবার বাগান, বোড়া বাড়ীর নাথ, উপাসনার ধন-নির্দি, গোরস্থান, লাইব্রেরী, হোটেল, থিয়েটার,—সব সম্ভাব্য জাতির আবস্থাকৃতি সবই বর্তমান। সমস্ত দীপটি যে একটি বাগান; এমনি স্নাতকীয়, এমনি পরিপাত। সকল জাতিই বিদেশে নিরাপদের জন্য পরস্পরে মিলে মিশে একটি হইয়া বাস করিয়েছে।

আপনি দেখে,--দূরে চীন-এম। সেখানকার সব বড় বড় পাত্র-নির্মিত বাড়ী। কতকগুলি ইউরোপীয় ধরনে গঠিত; কতকগুলি বা
চীন ভ্রমণ।

চীনে প্রণালীতে গড়া। ঢালু ছাতওয়ালা বাজার। গৃহস্থদের ছোট বাড়ীগুলির বিড়ব্যাঘ্রিত সমুদ্র, ছোট ছোট ধাপ দিয়া। তাদের বাড়ীতে উঠা যায়। যেখানে সেখানে “ডাগন” অঞ্চল। চীন দেশের নিশান উঠিয়েছে। আর অতি দূরে,—সহরের একদিকে একটু উচ্চ পাহাড়, —তার গায়ে গায়ে শেষ পাতারের সূপ। সেগুলি বে কি, দূর হইতে তাহা দেখিয়া বৃষ্টি ঝািতেছিল না। পরে যখন সেই পাহাড়টিতে উঠিয়াছিলাম, তখন জানিলাম সেগুলি চীনের গোলস্থান। আর সেই পাহাড়েরই অভ্যন্তরে চুরডাই এক প্রকার পাতারে অতি প্রাচীনকালের চীন ভাষায় লিখিত প্রত্ন তত্ত্ব আছে। এই প্রাচীন স্থানটিতে চীনের পুণ্যপুরস্কার কত শতাব্দি ধরিয়া অনন্ত নিদায় নির্লিপ্ত; এইজন্য এ স্থানটি পুণ্যস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়।

বন্দর নৌকা ও জাহাজে পরিপূর্ণ। বন্দরে দুর্কিবামাটি পোশাকের হইতে, কষ্ট হাতে হইতে, পুলিস হইতে, ভিড়তে ভিড় সওদাগরদের আফিস হইতে সীমার ও সাম্পান আসিয়া আমাদের জাহাজ ঘিরিল। তার ভিতর অনেকগুলিতেই ইউরোপীয় কষ্টচারী, তারা সকলেই ইংরাজী জানেন। চীন-পুলিসের জাহাজখানি আসিয়া, ততক্ষণ লেক হজ নামা-উঠা করিতে লাগিল, ততক্ষণ পাছে লজ জনদের কোনও-রূপ বিপদ-আপাদ ঘটে, এই অশ্বশয়, আমাদের জাহাজের চারিদিকে গরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাত্রি আগত হইলে এই চীন বন্দরে একটি দৃশ্য দেখিলাম, যাহা পৃথ্বী কখনও দেখি নাই। বন্দর বেশভূষা করিয়া চীন দেশীয় গণিকাগণ সাম্পানে, দলে দলে জাহাজে আসিয়া উঠিতে লাগিল। যাত্রীর ভাণ করিয়া নহে, কোন কিছু বেচিবার অহিল। করিয়া নহে, প্রকাশ ভাবে—ীকার উন্দৈ তাহার। জাহাজে আসে ও তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হয়। গুলিলাম পূর্বে জাহাজ দেশের ইন্দ্রকোহামা।
প্রভূতি বন্দরেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন আইন পাস করিয়া বঙ্ক করিয়া দেওয়া হইতে তেছে। অতিশয় পেটের আলায় তাহারা ওরূপ করে। আর পরিতোষিকের মূল্য এত কম যে, বোধ হয়, তাদের অতি দারুণ অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু যে চিরগাঢ়গাত্রের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহা ইহাদের নদোও অশুভ আছে।

এময়-বন্দর।

আর দেখিলাম, যে সকল লোক তাহাদের সহিত পরিচয় করিল, তাহারাই আবার পর্যন্ত তাহাদের ঘণ্টা ও ঠাট্টা বিধাপ করিতে লাগিল। পাথরা তখন ফুলে গেল যে তাহারা নিজেও সমান অংশ দেবী। তো সময়ে আমাদের দেশের কথিবীর দম্পতি সাগর বিহারীগারের কথা মনে হ'তে লাগিল। রমণী-গণকে ওরূপ বিপন্ন দেখিলে তাহার মনে কত কষ্ট হইত। তাহের ধালা সামান্যে দিলে হুভিক্ষুপীড়িত দেশের অনবশ্য প্রহারদের কথা ভাবিয়া তার চোখে জল আসিত।
সকল দেশেই চীনের দেশ যায়, কিন্তু সকল দেশের লোকেই তাহাদিগকে এক রকম অন্যতম লোক বলিয়া মনে করে। দেখিতে এক রকম, পোষাক এক রকম, মেয়ে মানুষ নয়, অথচ পৃথিবীতে বিলম্বিত বৈজ্ঞানিক ইহাতে কারও সহিত মিশিতে জানে না। মুখে হাসি নাই, সদাই গভীর এবং যাহা পৃথিবীরের সকল লোকের হেয় এমন সব খানা যায়। এই সকলই অন্তু মনে করিবার কারণ। আমাদের বাড়ির ছেলেরা তে চীনের নাম শুনিলেই “হং-চূং-পং” করে ভেঙ্গে। চীনের সমস্তের কোনও কথা বলিলে, ‘হং-চূং-পং’ গর্ম শুনার মত সহিত অতি আগ্রহের সহিত চুপ করিয়া গুনে। আসি দিনকতক মাত্র জাহাজে বেড়াতে গিয়ে চীন দেশ দেখে এসেছি, তাতেই কত নাম। বন্ধ ও মালদ দেশ দিয়াও গেলাম, তার সময় কিছু করে না, কিন্তু চীন দেশে কি দেখিলাম সেই খবরই সবাই গুনতে চায়। এই সকল হইতে বুঝা যায়, চীনকর্তা ও চীনদেশকে লোকে যথার্থই অন্যতম বলিয়া মনে করে।

বাস্তবিকই তাহার অন্যত। বহুদিনের পুরাতন এক রকম রীতিভিন্ন তাহাদের মধ্যে আজও চলিতেছে। বাহির হইতে ইহারা কোনও পরিবর্তন লইতে চাহে না। অত প্রাচীন বা অতবড় বিশাল রাজ্য আর নাই। আর এতাকালের চীনের ইতিহাসও অতি বিপুলকর।

সকল দেশেরই পুরাতন ইতিহাস অনেকাংশই অস্বাভাবিক। সেই
অজানা অংশটিকে প্রায়ই দায়ী ঘটনা দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া বুঝান হয়। চীনদেশের ইতিহাসের প্রারম্ভেও সেইরূপ দৈবীচ্ছিন্নতার বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বকালে পৃথিবী ও আকাশ একত্র ছিল। তাহারা পৃথক হওয়ার পর দেববংশের পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাই চীনের আপনাদিগকে “খরগীয়” বলে। তারপর নরবংশের আবিষ্কার। এই তো গেল চীনে মতে চীনরাজ্যের উৎপত্তির বিবরণ।

কিন্তু শ্রদ্ধা বিশিষ্ট পুষ্টিকালে মতে খুঁটি পূর্ব ২৫০ শতাব্দীতে প্রথম চীনজাতির কশ্ব পুরুষের দক্ষিণ তীর হইতে চীনদেশে এবং করে। বলিতেন দেশীয় লোকদের সহিত তাহাদের যে নিকট সম্পর্ক ছিল, তাহা তাহাদের জ্যোতির্প ও ভারতম অনেক বিষয় হইতেই বুঝা যায়। ক্রমে ক্রমে তাহারা আদিমবাসীদের জয় করিয়া দেশ অধিকার করে। সে সময়ে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের অধিকারে দেশটী বিভক্ত হইয়াছিল। তাহারা প্রায়ই পরপরের সহিত কলহ করিত। পরে খুঁটি পূর্ব ২৫০ শতাব্দীতে প্রতাপরুতি “সিন” বশীয় রাজাদের সন্ত চীনদেশের অধিকারাশী এক রাজ্য দেবতা হইয়া যায়। এই সময়ে উন্তের তাহার জাতীয় শক্তির আকর্ষণ হইতে রাজ্যাদিরাইবার জন্য চীনদেশের বিভাগ প্রাচীর গাঠন হয়। তাহা আজও অবিশ্বাস্তু পৃথিবীর অন্তী বিষয়ের পদার্থের মধ্যে একটি সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য।

প্রাচীর তুলিয়ার তাহারের আকর্ষণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে না পারার, তাহার মোগলদের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিল। মোগলদের আসিয়া তাহাদের দমন করিল বলে, কিন্তু নিজেরাই দেশ অধিকার করিয়া বসিল। পরে “মিউ” বিদ্রোহের সময় মোগলদের তাড়াইত। দিয়া চীনেরা পুনরায় প্রাচীনতা লাভ করে। কিছু বৎসর পরে একজন বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য তাহাদের আহ্বান করা হয়।
তাতারগণ অসিয়া বিদ্রোহী দমন করিয়া নিজেরাই পিকিয়ে রাজা হইনা বসে।

সেই অবধি মাঝু-তাতারগণই চীন দেশের অধিশার। রাজা যুদ্ধ-বিগ্রহাদির জন্য বত বড় পদ, সব তাহাদেরই করায়ত। সকল বড় বড় সহরে তাহাদের থাকিবার জন্য সর্বোকাল স্থানে নিদ্ধিত্ত আছে। সাধারণ চীনে লোক সেখানে থাকিতে পাই না। আমাদের যেমন কলিকাতার ভিতর সাহেবেদের জন্য থাকিবার স্থান চৌরঙ্গী, সেখানেও রাজবংশীয় তাতারদের থাকিবার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে আমরা ইচ্ছা করিলে চৌরঙ্গী গিয়াও থাকিতে পারি, চীনের সে সব স্থানে তা পারে না। এক পিকিয়েই একটির ভিতর একটি-এইরূপ চারিটা গঠন আছে, তার সর্ব বাহিরের গঠন্তা ব্যসায়ীর অঞ্চল (Commercial or Chinese City); এই ঢানেই সাধারণ চীনে লোক বাস করিতে পারে। তাহার মধ্যে তাতার সহর (Tartar City); সেখানে কেবল রাজজাতি তাতার বংশীয় লোকেরা থাকেন। তার মধ্যে রাজকীয় সহর (Imperial City); সেখানেই রাজসভা ও সরকারী অফিস; তাতার বংশীয় রাজকুমারীদের বাস। তার মধ্যে আবার নিষিদ্ধ সহর (Forbidden City); সেখানে কেবল রাজপ্রাসাদ, অন্ত কাহারও এরেরের অধিকার নাই। চীনদেশ বিজেতা ও বিজিতের এই প্রভেদ বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমাদের ভারতবর্ষে একারাস্তুরে আর্থী ও অনার্থী জাতির মধ্যে কতকটা। ঐরূপ প্রভেদ কত সহস্র বৎসর ধরিয়া আছে। ইংরাজ রাজবংশ রাজার জাতি প্রঞ্চর জাতিতে যে প্রভেদ, এর সঙ্গে তুলনায় তাহা কত অঙ্গিণ্ডকর কত নগণ্য।

এই গেল চীন রাজ্যের পুরান ইতিহাস। চীনদেশের আধুনিক ইতিহাস বৃহত্তা মহিষীকে লইয়াই (Dowager Empress) আরম্ভ
হইয়াছে বলিতে হইবে। এই চতুর্থ ক্রীলোকের হাতে চীন-সম্রাট আজ ৪০ বৎসর ধরিয়া বদনী আছেন। তাহার কুট চরিত্র, জীবনের ইতিহাস ও কার্য্যাবলী এক বিচিত্র কথা। সংক্ষেপে তাহাই এখানে বলিতেছি।

এই ক্রীলোকের নাম "তেজদী"। ইনি চীন জাতীয় নহেন।

মাধ্যমালীয় কোনও উচ্চ কর্মচারীর কথা, পিকিঙে ইহার জন্ম হয়।

পিতা ইহার তীক্ষ্ণরূপ ও বিন্যাসকার দেখিয়া, ইহাকে রীতিমত লেখাপড়া শিখান। চীন জাতীয় খুব অসংখ্য ক্রীলোকের ভাগ্যে একপ্রকার স্ববিধা ঘটিয়া থাকে। সেই বিদ্যাশিক্ষার ফলেই আজ তিনি অত বড় বিশাল চীনরাজ্যের অধিভুক্ত।

১৭ বৎসর বয়স্কগণে চীন-সম্রাটের সহিত ইহার প্রথম দেখা হয়। তখন সম্রাট বিবাহিত। পুরুষ এই বলিয়াছি, চীনদেশে একটি বৈশিষ্ট্য বিবাহ করিবার নিম্ন নাই। কাজেই ইহার রূপের অভিসম্পত্তি মূল হইলেও, সম্রাট ইহাকে যথাযথ বিবাহ করিয়া পাত্রাণী করিয়া পারিলেন না। তবে ইহাকে আপনি পণ্ডিত বা ছোট রাণী ভাবে রাখিলেন। এরূপ রাজ্যের একটি মাত্র অচিলা এই ঘটনায়, প্রথম মহিলার গর্ভে তাহার কোনরূপ সন্তান নাই। অচিরেই তেজদী—এক পুত্র সন্তান প্রসন্ন করিয়া যারাজার বড় ইহার পতিপত্নী হইলেন। তাহার চাতুর্য্যের অন্ত নাই। এই অবস্থায় চীনের বহুদিনের পুরাতন একটি প্রথা কোথা হইতে পুনরুদ্ধারন করিয়া সম্প্রতিক বুঝিয়া দিলেন যে, চীনরাজ্যের দারাস্ত পরিস্থিত চলে। রাজার সেইরূপ বুঝিয়া যথাযথ ঘোষণা করিলেন। প্রথম মহিলা যেমন পুরুষ সাম্রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, তেজদীও তাঁহার পুত্র সাম্রাজ্যের অধিবাসী হইলেন। তেজদীর তাহাতে কমতা আরও বাড়িয়া গেল।

কিছু দিন পরে চীনদেশে টেপিঙ্ক-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। পাছে প্রথম চীনের গর্ভে রাজ্যের সন্তান হয়, এই আশায়, এই বিদ্রোহহেল
চীন ভাষায়।

ষুষ্ণগে তেজশ্রী বিষপ্রয়োগে রাজাকে সরাইলেন। লোকে বুঝিল, রাজ্যের গোলমালে রাজা তথ্যছাড়ে মারা গেলেন।

রাজার মৃত্যুর পর তেজশ্রীর পুত্র চীনের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু তেজশ্রী এবং প্রধান মহিষী ও রাজভারতী রাজকুমার তুষ্ট, বালক রাজার “আছি” শ্রুত নিয়ূক্ত হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। রাজাশাসন অতি স্বচ্ছিন্নতলী যিনি বিশ্রাম দিল তিনি শ্রদ্ধাজান ভাবে কার্য্য করিয়া প্রয়সী হইলেন। ইহাতে আবার গোলমাল বাধিল।

নতুন সময়ে আপনার মাতা তেজশ্রীর হাতেই বিষপ্রয়োগে প্রাণতাগ করিলেন। তাহার পল্লী তখন গভীরতায় ছিলেন। তাহার সম্পর্কে সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে; তাহার মাতারই তখন কৃপা বাড়িয়ে; এই ভয়ে তেজশ্রী তাহাকে ও বিষপ্রয়োগে সরাইলেন।

অন্য কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় তেজশ্রী নিজের ভারতর একটি ছোট চার বছরের ছেলেকে সিংহাসনে সরাইলেন; ইহাতে তাহার নিজেরই কৃপা বজায় রহিল।

কিন্তু বালক রাজার বয়োবিশ্বেষ্ট সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মহিষীর সহিত তাহার সৌহাদ্য ও প্রণয় বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তেজশ্রীর-কৃপা হারাইবার ভয় হইল। অতঃপর তেজশ্রীর বিষ প্রয়োগের ফলে সপ্তরী প্রাঙ্গন মহিষীর ও আপন বিষপ্রয়োগ ঘটিল।

চারিদিক শব্দ শুনা করিয়া তেজশ্রী মনে করিলেন যে, এইবার তিনি নিকটক হইয়াছেন, কিন্তু সম্মান, তেজশ্রীকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করিতে লাগিলেন। তাহার কোনও কথা শুনিয়া আর কাহার করিতে না। কাজেই ইহাকেও সরাইবার আবশ্যক হইল। এই সময়ে চীন-জাপান-যুদ্ধ ঘটে। তাহাতে চীন পরাজিত হইয়া অতিশয় ক্ষুদ্রতাত্ত্ব হয়। ফরমোন্ড দীপদহ আর শোক টাক। ক্ষতিপূর্ণ শ্রুতপ্রকাশ.
জাপানকে দিতে হয়। এই সময়ে চীনের যার পর নাই বিপদ ঘটে।
কিন্তু তেজস্বীর তাহাতে শ্রীবিধাই হইল। তিনি চীন-সম্রাটের যাবতীয়
বন্ধুবর্গকে সরাইয়া দিলেন। কাহাকেও নিপাই, কাহাকেও বা
মানানোত্তরিত করিয়া, সম্রাটকে একের নির্ণয়ন করিলেন যে, সম্রাট
রাজ্যতাগ করিতে বাধ্য হইলেন।
তার পর তেজস্বীর পিয় অফ একটি রাজবংশীয় ছেলে এখন
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু এই বিধবা রাণী তেজস্বীয় এখন
সর্বে সর্ব্বা।
পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার বয়স এখন ৮০ বৎসর - কিন্তু শারীরিক
অবস্থা, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার পৃথা এবং বৃদ্ধি-বৃদ্ধি এখনও অকুতো
আছে। এখন আশ্বাস্য ঘটনা কেহ কখন কোথাও দেখিয়াছে, না
বনিয়াছে? ইনি এখনও রক্ষণ রেশমের কাপড় পরেন, কানে মুক্ত। ও
গলায় হীরা-মতির হার বলাম। পূর্বেন্তর নিয়ম অনুসারে অঙ্গের মাংস
লোল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু চোখের প্রথের ভার এখনও গায় নাই।
স্বামীহন্দ্র, পুত্রবান্তিনী, বিশাখাবান্তিনী, নরশোভিত-পিপাসু হইয়া ইনি
চারিটি রাণী ও রাজীর প্রাণ হনন করিয়াছেন। তার মধ্যে ছইটা
তাহার নিকটতম আমাদের, —একটা রাণী ও একটা পুত্র। আর ছইটা
রামণী, — তন্মধ্যে একটা গণতন্ত্রী। তা ছাড়া কত নরনারী যে ইহার
হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই।
ইহারই প্রবেশনায় চীনদের বন্দোবস্ত মুঠি-মোহার গোলমাল
ঘটিয়াছিল। তাহারা যখন বৃদ্ধ হইয়া পূঠি ধরপার্শ্বক ও চীনদেশীয়
উষ্ণায়নকে উপায় ও হত্যা করে, তখন ইনি তাহাদের সততায় লিপ্ত
ছিলেন। পরে যখন পিকেরের রাজপথে ইংরাজ ও জার্মান
রাজদূতকে হত্যা করিয়া অপর সকল দুর্বলের সপরিবারে প্রাণনাশ
করিবার জন্য বলায়েরা দূত-নির্বাস অক্ষররণ করে, তখন ইনি তাহাদের
পেছে ছিলেন। ইহার অভিপ্রায় ছিল, সকল বিদেশী ও বিদ্যুতকে চীনের হইতে চিরকালের জন্য তাড়াইবেন। ইহা অধিক দিনের কথা নহে। বিপ্লব দূতদিগের রক্ষার জন্য সকল রাজ্য হইতে সেনা গিয়া পড়িল।

সেই সময় হইতে চীন কতকটা দমিত হইয়াছে এবং অত্যাচারী-রাও অনেকটা নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু এখন অবধি এমন প্রভূতি আসল চীনের বিদেশীকে বিপাকে পাইলে, তাহারা বিষম অত্যাচার করে। সন্ধ্যার পর আর সে সকল স্থানে ঢাকিবার বো নাই; জাহাজে বা অন্য নিরাপদ স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়।
এময়।

[ তৃতীয় প্রভাব। ]

যে যে স্থানে গিয়াছিলাম, তারমধ্যে সর্বাপেক্ষা আমার এময়ই ভাল লাগিয়াছিল। ইহার একটা প্রধান কারণ এই যে, এময় খাস চীনদেশ। এখানকার রাজা চীন-স্বামী; সব লোকই চীন,—রীতিনীতিও সব একই রকম। বিদেশী লোক এখানে গুরু কম এবং তাহাদের ধাক্কিবার স্থানও অনেক দূরে,—একটা দীর্ঘ।

সৌভাগ্য বশতঃ এখানে আমার একটা চীন-বঙ্গু মিলিয়াছিলেন। আমি যে রকম চাই, ইনিও ঠিক সেই রকমের লোক। ইনি চীনগামী অনেক জাহাজেরই এঁকে। নাম হুইচিনু; ধনবানু, সদানন্দ-চিত্ত, অতিরিক্ত-সংকার পরায়ণ, যুবা পুরুষ। শুধু "পিজন্স ইংলিশ" নয়, বেশ ইংরাজী ইনি জানেন এবং অনেক দেশে দেখিয়াছেন। ইনি কলিকাতায়ও একবার আসিয়াছিলেন। হিন্দু কাহাকে বলে, ভারতবর্ষ কোথায়, ইনি তা জানেন। এখানকার বিশ্ব চীনেম্যান তা জানেন না। সঙ্গে করে আমাকে ইনি নানা স্থান দেখালেন, কত আচার-ব্যবহার ইত্যাদির কথা বুঝিয়ে দিলেন। তাহার সহায় না পাইলে এময়ের মত অঙ্গ চীনে সহরে আমার কিছুই দেখা-গুনা হইত না।
প্রথম দিনই এখানে একটি চীনদেশী বিবাহ-উৎসব দেখিলাম।
সেট শুনিলাম বরের বাড়ি। পথটি মান-বাহনে এবং লোক-জনে
পরিপূর্ণ, ও চীনে লওন
ও কাগজের ফরজা
খুলান। বর-কর্ণের
বেশভূমা বড়ই মনো-
হর। পাশাপাশি
দাড়িয়ে সবার সামনে
চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ
পাতাচেন।
এমন সহরের
অদূরে একটি চীনে
পল্লী আছে। একথা
শুনিয়া আমার বড়ই
লোভ হইল,--চীনে-
পল্লী-চিত্র ভালবাস
দেখিব। সঙ্গে লইয়া
গিয়া দেখাইবার জন্য
ঠাহাকে বলিবামাত্র
tিনি রাজি হইলেন।
এমন ও সেই পল্লীটির
মধ্যে, সেই যে পাহাড়-
টীর উপর রক্ষা করিয়া
বহ পুরান চীনে প্রতিষ্ঠি
স্থাপিত, সেইটি পার করিয়া গমে মাছামাছি হয়। কাজে বলা।
এমন যে দেখি হইলে পাছে গ্রাম না দেখা হয়, এই আশ্চর্য তাহার সহিত পদ্রং জৈ চারিদিক। যাহা বড়ই কঠিন হইতে লাগিল।
তবে নুতন দেখে নুতন দৃষ্ট দেখিতে দেখিতে যাওয়ার আনন্দে পথশ্রম মনেই হইল না। সে পাহাড়াটির গায়ে বাস নাই। সাদা মাটিতে বাধান চীনদেশের গোরহান চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। নুতন পুরান অনেক গোর রহিয়াছে—কোথাও কোনও মৃতের উদেশে মূল বা অঞ্চল কোনও জুরোর উপহার নাই। প্রতি দেহ পোখিত করিবার স্থানটি চারিদিকে অঙ্কচক্রাকারে অনাদৃত প্রাচীর দিয়ে থেকে।
এইরূপ এক নুতন সমাধিস্থলের ভিতর দেখিলাম একটি রমণীর বসিরা আছে। তার স্নদ্রপার্থানি পাহাড়াই হীন ও যদি কালো চুলগুলি এলান। তাতে তাকে বড়ই স্নদ্রে দেখা ছিল। নেচোলোয় জাতি এলে—চুলের সৌন্দর্য বুঝে না। এক কাণে কুণ্ডল আছে, অপর কাণে নাই। বেশ মলিন। হাতে একটি পুঁটিলি, তাতে দেখিলাম—একটি পুঁকসের বাহারের ছিল টুপি দিবা। আমাদের দিকে বিকাশিত নেজ্বে একবার নাত্র চাহিয়া পুনরায় তার নিজের অস্তরের কথা নিজিহতিকে চিহ্ন করিতে লাগিলেন। তার বসিবার ভার এমন যে দেখলে ননে হয়, এই নির্দিষ্ট সমাধিস্থলই তার দেন বড় বিস্ময় হ্রাস হইয়াছে। বোধ হয় কেনও অহিন্ত নিকট আকাশের চিরবিদ্যা লইয়া এই সমাধিস্থলে পুনরায় তাই তিনি ওস্তান চাহিয়ে চাননা। দুই হঠাৎ তাকে দেখে প্রকৃতিহত বলে ননে হল।
না। আর কলনার চথে অনেক কথা জেগে উঠল। কিন্তু তাড়া গাড়ি ছিল বলিয়া তখন বেশী কিছু দেখিবার বা ভাবিবার অবসর হল।
তার পরিদর্শন জনতাপূর্ণ এমন রাঙ্গায় বাহারের একটি চীনে বাসী কিনিতেছি, এমন সদয়ত্বমূল্যে বাসাকের গান শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, সেই পাগলানা গাহিতেছে। অপ্রশস্ত রাজার ছই ধারের উঁচু উঁচু বাড়িতে সেই পীত প্রতি-খানিত হ'লে কাণে ননে মধু চারিদিকে দিতে
চীন অমান।

লাগিল। শরট করুণরসে ভরা। কোনও কোনও স্থানে তার মৃত্যু কতকটা নিয়লিখিত গানটির মত।

“বুদ্ধাবনধন গোপিনী-মোহন, কাহে তু তেজাগি রে।
 দেশ দেশ পর সে শাম-শূন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে॥’’

গাহিতে গাহিতে ক্ষপ্ত-পদ-নিক্ষেপে সে সেই সমাধি-কেন্দ্রের দিকে চ’লে গেল। সে ছিন্ন খড়ের টুপীটি তখনও তার হাতে আছে। নিষ্ঠার বৃক্ষলাম সেটি তার সেই প্রিয়জনের স্মৃতি-চিহ্ন। যেন তাড়াতাড়ি কি খুঁজতে যাচ্ছে। সে দিন সবক্ষণই সে স্বরূপ আমার কানে লেগেছিল।

যাইতে যাইতে দেখিলাম একটি ইতিহাস এক গর্ভ হইতে বাহির হইয়া আর একটি গর্ভ প্রবেশ করিল। তার দেহ কীৰ্ত্তি ও নিদর্শন। হেবল তো; লোকালয়ই ইতিহাসের থাকিবার স্থান, সমাধিকেন্দ্রে কিরূপে বাচিবে। ছ’এক স্থানে কিছু কিছু ঘাস দেখিলাম—সে এত ছোট, এত বিচ্ছেদ যে ঘাস বিলায়াই চেনা যায় না।

পাহাড়টির উপরে উঠিয়া অথবা গাছের মত একটি গাছ দেখিয়া চোঙ জুড়াইল। উল্লুক হাওয়ায় ঐ গাছের পাতাগুলি মর-মর শেষ করিতেছে। সেখান হইতে সূনীল সমুদ্রের দূরে কি স্নীহে দেখাইতে লাগিল! চারিদিক নিশ্চিত। নিত্যে লোকজনের বসতি নাই।

উপরে দেখিলাম, একটি চীন-দম্পতি ঝগড়ার ক্রোধে কথা কহিতে কহিতে পাহাড়ে উঠিতেছে। নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাদের ভাষা আমার কাণে যেরূপ লাগিল, ঠিক তাহাই এখানে লিখিলাম,—

পুরুষ। চি-চিন্ন-চিন্ন।

মা। চি-চিন্ন-চিন্ন,—হি-চিন্ন-চিন্ন-ফি-চিম্ম-চিন্ন।

এইরূপ অনিহীন ভাবাপর রাগত ঘরে তাহারা কথা কহিতে লাগিল। অঙ্গভঙ্গীর কিছুই বাহুল্য ছিল না; তবুও বুকা যাইতে-ছিল, তাহারা কলহ করিতেছে। আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,
“উহারা কি বলাবলি করিতেছে কি” তিনি বলিলেন, “পুরুষটি ব’লছিল—
‘আমাকে জানান না কেন?’ আর গ্রীলোকটি বলছিল—‘জানালেই
বা কি হতো? না হ’লে তো চলতো না।’” সুনে আমার মনে হলো,
এতে রচ ভাষা নয়,—এই কি এদের ঙ্গড়া? কি বিষয়ে ইহারা ঙ্গড়া
করিতেছে, আমার জানিুতে বড় কোথুঙ্গল হলো। কিছু ভাল করে
রুধি না। পুরুষটা গত কথা কহিতে লাগিল, গ্রীলোকটি তার
তিন চার গুণ বেশী কথা কহিতে লাগিল। তবে আমরা তাহাদের
ছাড়াই চলিয়া গেলাম। তাহারা প্রথম নিুপের আজাদে পড়িল,
আর দেখা গেল না, সুনা হয় না।

কিছুদূর যাইবামাত্র দুরে,—নাচের সেই পর্যা দৃঢ় গোচর হইল।
সব বাড়ীগুলীই একত্র, ভিন্ন ভিন্ন স্থল পথে গাথা। ছাতগুলি ঢাল,—
চক্ষুকে খেলার বাধাত্র হোক, গোপালীন জাতীয় মাটীর হইল।
ধরগুলি ছোট ছোট ; একটি করিয়া দুইজ আছে, কিছু জানান নাই।
এক ঘর অনেক লোক রাশ করে। ছুইটা বাড়ীর মাধ্যমে রাপ্তা আছে,
কিছু অতি অপ্রশস্ত। ভাঙ্গা-চোরা আরুড়া-খাড়া পাতারের উপর দিয়া
চলিয়ে গিয়ে কষ্ট হয়। চীনী ছেলে-নেমে গুলি ঃঙ্গন্ধ পোশাক প’রে
খেলা কৃষ্ণের দেখিলাম। একটা বাড়ীতে একটা ছেলের কাছের কান্না
সুনে বন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কাদুচে কেন?” শুনিলাম, একটা
শিশু কষ্টার পা ছোট করিবার জন্য তার পায়ে সোহার ছোট জুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই ব্যাপারে কাদুচে। পূৰ্ব্বেই বলিলাম,
নেয়ে দেখে ছোট পা, চীন জাতির মধ্যে সোনদিতের একটা প্রধান অঙ্গ
বলিয়া গণনা। পা তিন ইঁকি হইলেই ভাল হয়। সেই কারণে বংসর
বয়স হইতে তাদের পা ছোট জুটাই আঁটিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে
তাদের পা আর বাড়িতে পারে না। বহুবিধ ধরিয়া নে বসন্ত থাকে।

সমতল পল্লীতে একটো ভারবাহী গৃহপালিত পায় দেখিলাম না।
গোল নাই, মোড়া নাই, আছে কেবল,—কুকুর ও বিড়াল। সে দরিদ্র পল্লীতেও তবে করা ফুল গাছ আছে, খাঁচায় করা কেনারী পাখি আছে। জলের কিন্তু বড়ই অসম্ভব দেখিলাম। যেরূপ অল্প জলে তাহারা গৃহের কাজ সারিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হইল এ সকল স্থানে মিথ্যা জলের বড়ই টানাটানি। গৃহেরা গৃহস্থও বটে, আবার দোকানীও বটে। সকলেরই এক একটি ছোটখাটো কার্যর আছে। আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র পরিস্থিতের নিকট হইতে খরিদ করে। তাহাতেই সামাজিক ভাবে তাহাদের দোকান চলে;—তাহাতেই অতি দীনভাবে তাহাদের দিন গুরুরান হয়।

একটি ছোট বাড়ীতে দেখিলাম, অনেক গ্রামীণের মিলিয়া একটি রোহুর আলো শিক্ষকে লইয়া গোলমাল করিতেছে। শিশুটি বড়ই কাতরগুলির কাদাচে,—কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হয়েছে,—আর যেন কাদাচে পারচে না। ছেলেদের কাল্পনিক শুনলে আমার মন কেমন হ’য়ে যায়। মনে হয় যেন বিষ-রক্ষা কেঁদে উঠ’ল। আমার আর পা চলিল না। সেই খানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গীর নিকট কান্দার কারণ জীবন করিলাম। তিনি জানিয়া বলিলেন যে, শিশুটির মা আজ ছাড়ি দিন হলো মারা গিয়েছে। সে কাহারও কাছে থাকতে না। আজ ছাড়ি দিন সে অনবরত কাদাচে। কিছু থাক না। শিশুর কাল্পনিক শুনলে আসন টলেছে। তারা আর গৃহে স্থির থাকতে না পেরে, আপনাদের ছেলেকে পরের কোলে দিয়ে মাতৃহীন শিশুটিকে নিজ নিজ জন্ম-জীবন পান করাভার জন্য চেষ্টা করছেন। ছেলে ভুলাবার জন্য স্বর করে কত কি ছড়া বলছেন। শিশুটি কিন্তু কাহারও মাই ধরতে না। যে শিশুর মা নাই, জগতে তার কেউ নাই বলে কুঁড়ির-হদয় অস্তিত্ব বন্ধুর শত চেষ্টা করে। তবে সেই অভাব কখনোই পূরণ হয় না।

সেখান থেকে ফিরে আসবার পথে এমন সহরের এক প্রান্তে একটি
ছোট চীন দেশীয় ধর্ম-মন্দির দেখিলাম। পৃথিবী আরও অনেক ধর্ম-মন্দির দেখিয়াছি। এবং দেশের বৌদ্ধ-মন্দির এবং পিনাঙ্গ, সিঙ্গাপুর ও হংকং সহরের ধর্ম-মন্দিরও দেখিয়াছি; কিন্তু তথাকার ভাষা জানি না বলিয়া বিশেষ কিছুই বুঝিয়া লইতে পারি নাই। স্নাইচিন্
নামক এই বন্দুটির নিকট হইতে এ বিষয়ে অনেক শিক্ষিত জনক।

আমরা চিরকাল জানি, চীনকে চার-গতাবলাম। কিন্তু চীন দেশীয় ধর্ম-মন্দির ও আচার-ব্যবহার দেখিয়া আমার দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ছাড়ারের মধ্যে যমদুরদের মত মৃত্তিকা ধৃতিপালন;-- ইদের মত মৃত্তিকা কদাচিৎ দেখা যায়। পুরাতত্ত্বের মৃত্তিকা মাত্রাক, এরূপ পোরাক-পরাক, কতকটা “কুঞ্জর”দের মত দেখিতে। বাতি আলাইয়া
ধৃত-ধৃতা দিয়া পূজা করা হয়; এ সকল বিষয়ে ঠিক বৃহৎ দেশের বৌদ্ধ
ধৃতের মত; কিন্তু মৃত্তিকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কি চীন, কি ব্রহ্ম দেশ,
আমারা তারা সমত নৈবেদ্যের কোথাও বাবর নাই। তবে এই ফুল
দিয়া পূজা করে, চানে তাহা দেখিলাম না। চানে পূজার সময় কাঁদার,
চানে ঢাক ও ভেঁপু বাজায়; ব্রহ্মতের কিংবা নিঘদ উপাসনা। একে
অনেকে মৃত্তিকা দাহ করে, চানে গের দেয়।

এই সকল বিস্তৃত ব্যবহার দেখিয়া স্নাইচিনের, চীন দেশে কিংবদন্তী
ধর্ম-বিভাগ প্রচলিত, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অল কথার
নায়া বুঝিয়া দিলেন, তাহা হইতে আমি এই বুঝিয়া যাই, চানে নানা
প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে। উচ্চ অঞ্চলের লোক, বাহারা জানি ও বিচিত্র, ঠাকুরাই কেবল বৌদ্ধধর্ম বিশারা। ঠাকুরাই চীন দেশীয়
অদিকাংশ লোকই পূর্ব-পূর্ব উপাসন। পরলোকতাতে পূর্বপুরুষদের
ঞ্জিএর জন্য। উপাসন দের তাহারা গৃহ-বিভাগের স্থান বলিয়া ননে করে। বিবাহাদি গুট
কার্যে এই স্থানে উপাসনা করা একটি অধ্যাত্ম অঙ্ক।
চীন জানাত।

"তেওতু" ধর্ম ইহারই রূপান্তর নাম। যে সকল মন্দিরের কথা পুরূষ বলিয়া আসিয়াছি, সেগুলি "তেওতু" ধর্ম-মন্দির। সেখানে রক্ষিত ভীষণাকার বীরমূর্তি সকল চীন জাতীয় বীর পূর্বপুরুষের হন্ত নির্দিষ্ট আছে, তেমনি নগরে নগরে পলায়ে পলায়ে চীন জাতির পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি রক্ষিত।

ইহারা সকলেই বীরদের দ্বারা চীন জাতিকে শক্তিহীন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই ইহাদের উপাসনা হয়। "তেওতু" ধর্ম পৌন্ডলিক ধর্ম। তাই এই সকল মন্দিরে কেবল বীরমূর্তি। একটাই সৌন্দর্য্য বা শ্রীমূর্তি বা বালক মূর্তি নাই। এই ধর্মবল্লভী লোকেরা শোনিবীরের 

উপাসন,—সৌন্দর্য বা সদ্ভূতের উপাসন নহে। আবার এই সকল 

মন্দিরের মাঝে মাঝে শেষপাত্রে কোথা বা পিতলে গড়া রুদ্ধের সৌন্দ 

র্য দেখা যায়। দানবের পাশে বিশ্বগ্রীষ্ণের শেষ দেবতাকে দেখিয়া 

চোখ জুড়ায়। ধ্যানত্ত্বিত কাদকাদ মুখ খানি দেখিলে চোখে জল 

আসে। উঠো তো নানাজন্ম, কোট-সূঢ়ের গুল্ভ কামনা ও সে গবেষ 

ঠাই গেয়েছিল।

“কনফিউসেসের” (কংফুচী) প্রবর্তিত ধর্ম ইহার ঠিক বিপরীত 

বলিলেও চলে। এটা নিরীখ-বাদ। ইহা কেবলমাত্র সদ্ভূতের 

উপাসনা। সে সকল কঠিন কামনা সাধারণের পক্ষে সচরাচর অসাধ্য 

বলিয়াই, এই ধর্মের বিষয় বিকৃতি হইয়াছে।

চারিটী ধর্মের কথা বলিয়া,—বৌদ্ধ ধর্ম, পূর্বপুরুষ উপাসনা, পৌন্ডলিক "তেওতু" ধর্ম বা বীরপুজা ও কনফিউসেসপ্রবিষ্ট ধর্ম অর্থাৎ 

নিরীখবাদ বা কেবলমাত্র সদ্ভূতের উপাসনা। এ চারিটী ছাড়া চীন 

দেশে আজকাল খুঁষ্ঠণ্ডের প্রাচার কমেই বুঝি গাইতেছে। কিন্তু 

সাধারণ চীন বাসীর, খুঁষ্ঠন্ড অবলম্বনকারীরের উপর বড়ই বিদ্বেশ। 

এই আক্রোশের ফলেই "বজ্যার" বা মৃদু-রোদ্ধার হাঙ্গামাটিয়াছিল।
এমনি।

বিদেশীদের উপর যত ক্রোধ থাকুক বা না থাকুক, বর্দমানের উপর অবহেলা করার যেহেতু তাহাদের এই ব্যাপারে বিদেশীর হস্ত হত হইয়াছে, তাহার আর ইঙ্গিত নাই প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই।

অথচ যুগ্ম ধর্ম-প্রচারকেরা সে দেশে কত যে লোক-হিতকর কার্য্‌করিতেছেন, তাহা দেখিলে সত্যই ননে শুকনীতার ভাব আসে। অতি বিপাকসূচী যত নুনেও তাহারা করিয়াছেন, বিশালয প্রতিহিং করিয়াছেন, পিনা দেখেন শিশু দিতেছেন। সাধারণ লোকের ঘৃণিতার জন্য রাস্তার প্রস্ত করিয়া দিয়াছেন। কুপ ঘনন্ত করিয়া তৃণাপ্ত পানীয় চলের সুবাস্তা করিয়া দিয়াছেন। তাহারা শুধার্থের অন্ত্ব দেন, রোগের চিকিৎসার স্বাভাবে প্রস্ত করিয়া, চিকিত্সার চতুর্দশ সার হয় স্বদেশ ইসলামমাল নিম্ন করিয়া দিয়াছেন।

যাহাতে জলে ডুবাই শিও কঙ্ক হতা করা না হয় তার জন্য তারা সদাই সচেত। বাঙালি কেহ ছোট ছেলে বা মেয়ে বিক্রয় করিয়া আনিলে, ইহারা তাহাদিগকে কিনিয়া লন ও নিজেরা তাহাদের লানাপালন করেন। দরিদ্র প্রতিবেশীদের নানা একান্তে তাহারা সাহায্য করেন। আমি এক বলা ঘুরে ঘুরে এ সব দেখিলাম - ও বিচিত্র ধানে নিয়ে গিও নিজে আনাকে সবই দেখালেন। দেখে
চীন ভর্মণ।

আমার মনে আনন্দের আর সীমা রহিল না। কত দূরদেশের লোকের শ্রুতির অর্থের আর অস্তিত্ব অর্থের। এই সকল হিতকর কার্য নির্ধারিত হইতেছে।

যাহারা আর্থ উপার্জন করিতে জানে, তাহারাই অর্থের সন্ধান বুঝে। এই সমস্ত দেখিতে সমশ আমার বার বার মনে হতে লাগিল, সমগ্র পৃথিবীতে অধিপতি করিবার উপযুক্ত শুধু ইহাদেরই আছে।

এই মন্দির হইতে আরও কিছুদূর যাইলে একটা বিস্তৃত বোলা মাঠ দেখা যায়। এই স্থানে বংশোদ্ভূত মধ্যে কয়েকদিন ধরিয়া গুরু, ভেড়া ঘোড়া ইতাদিদির হাট হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, চীনদেশে গৃহপালিত পশুর বড় বাবহার নাই, তার একটা কারণ, ঐ সকল ঘনবসতির দেশে বন নাই, স্তরাং এ সকল পশু জনিতে কোথা?

দূরদেশ হইতে অন্তত ঐ সকল পশু তথায় বিক্রয় হয়। সারা বছরের মধ্যে পশু করিতে হইবে বলিয়া ঐ কয় দিন তথায় জন-তার আর অবধি থাকে না।

পদ্ধতে এই সকল স্থান দেখিয়া ফিরিতে এত ক্রান্তি বোধ হইল যে, আর দাড়াইতে পারি না।

অনুষ্ঠান নিবৃত্ত সমুদ্রে হাওয়া খাইতে গিয়া। চীনদেশে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। কেবল নতুন দেশ দেখার উৎসাহে এতটা যুরিতে পারিয়াছিলাম, তাতে সামর্থ্য চেষ্টা এত অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়েছিল।
যে, চোখে আর দেখতে পেলাম না। সুহীচিন ব্যাকাকে নিকটবর্তী একটি দরিদ্র চালে গৃহস্থের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন ও চালে ভাষায় কিবলিলেন। একটি স্ত্রীলোক আমাকে এক পেয়ালা জল দিলেন; আমি শুধু মুখে দিলাম। সেই ঘরেই গৃহকর্তা ছুতারের কাজ করিতেছিলেন,—গৃহিণী গৃহ কর্ম করিতেছিলেন।

খরখানি ছোট কিন্তু অতি সুব্যবহার রথিয়ে পত্রগুলি রক্ষিত। তারা ঐতিহ্য ছোট ঘরে পরম সুখে বাস করেন,—নেন একটা খোপে ছুটি পায়রার মত। তাদের ছোট মেয়েটি দেখিতে ঠিক আমারই মেয়েটীর মত।

কিছুক্ষণ তথ্য বিশ্বাম করিয়া সে দিনকার মত জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। সুহীচিন নিজে আমাকে জাহাজে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন।
পরিশ্রম করলে যুদ্ধ আসে, কিন্তু অভাধিক পরিশ্রম করলে যুদ্ধ ব্যাঘ্য হয়;—বিশেষ বদি যুদ্ধাঞ্চল সময় অতি অনন্ত বা অতি প্রভাব ফলে, নূতন নূতন বিষয়ের ছবি আসিয়া অঘঘ রপ্তানের মত মূল্যবান চক্ষুর সামনে দিয়া চলিয়া যায়। আমার তাহাই হইয়াছিল।

চক্ষু নিদ্রার লেশনাত্ম আপিল না। অতচ তাহাতে তত অন্যস্থ বালিয়াও মেন হইল না। সেই রাত্রে উঠিয়া, অনুক্ষণ ধরিয়া, যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, সংগ্রহে তাহা নেচং দিয়া লিখিয়া রাখিলাম, এবং পরে ডোকের উপর গিয়া ও মূল মূল মূঢ়ি ডোরা ডোকচেয়ারে বসিয়া গভীর রাত্রে চীনদেশের যুদ্ধ সহরের শান্ত দোন্দায় দেখিতে লাগিলাম।

তখন শুরুকড়। দ্বাদশীর চাদ নীলাকাশ হইতে স্বরূপ ধরণের উপর স্বাধা চালিতেছিল; সমুদ্রের চেহারাই চেহারাই চেহারাই গায়ে মাথায় জীবিতেছিল। দুর্ঘণ্ট এর সহরের মাটীর গুলি ক্ষীণ চেহারায়কে হঠাৎ দেখা যাইতেছিল। শেষে মধ্যে দ্বারারের শীঘ্র শীঘ্র, তরঙ্গের কুলু কুলু বল, ও এর সহরের সমুদ্রের বহির্দীর নাট্যালার মধুর সঙ্গীতের মিশি।

নাট্যালার এত কাছে বলিয়া দেকিতে বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল। নুেহইচিনও দেখিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু জাহাজের বৃদ্ধ বিচক্ষণ কাপড়ে রাখে অস্কল স্থানে বাঢ়া। নিরাপদ নহে বলিয়া মানা করিলাম। দুই হইতে গুনিতে লাগিলাম, এক একবার সঙ্গীতের বল অতি ক্ষীণ হইয়া যায়, আবার এক একবার কাঁপারের শেষের নতুন এক
এমন না।

গৌরাঙ্গা শঙ্কাসঘটনে তুমুল ধর্মিত হয়। চীনে গান, চীনে বাংলা রব
শেষকালির—সবই যেমন করং-রস-ব্যঙ্ক। শুনতে’ অনেকটা আমাদের
dেশের ভূমির মত। চীনেরা বড় সঙ্গীতের। যাহারা এত ফুল
ভালবাসে ও অতি কাজে এত সুবাসধার থাকে। যাহাদের অভ্যাস,
তাহাদের সঙ্গীতে অনুরাগ না হওয়াই আশ্চর্য।

অভিনয়ে পুরুষের স্বল্পষাক সাজে। এ সমক্ষে স্বল্পষাকের মর্যাদা
এতো বেশী বে, দশজনের সামনে ও রক্ষণের উপর নাটাইয়া প্রকৃতিসত্ত
ক্ষীরগ্রামার হামিক করা চীনেরা বর্ণরতা মনে করে। অতি পরিজ্ঞাত
জিনিস অপবিত্র করিয়া পরিব্যবস্থার অবস্থান করা হয়। চীন:দেশ
বিশ্ব নটাইয়া আছে ও অনেক রাত্রি পর্যায় বহ লোক তথায়
গমনাগমন করিয়া থাকে। এ সব কথা আমি হংকং সিঙ্গাপুর অর্থতাত্ত
প্রবন্ধে বলিয়াছি। হয়তার গোল্পের সময় ইউরোপীয় আতিথ্যের সামনে
পথ পিকিন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, অনন্ত বিক্ষেপে,—অনন্ত
উপদেশের সময়ও—পিকিনের গলিতে গলিতে নাটাভিনয় হইত।

নাটকের বিষয়, পূর্বেক তেলেক ধরা কৃষিকা বীরকাহিনার। মনীষে
রে সকল মৃত্যু দেখা যায়, তাহাদেরই জনঃতিমূলক অভিরত্ন
আত্মাধিকা নাটকের বিষয়চূড়ান্ত;—“সরলা” বা “বিষ্ণুকের” মত
সংসার-চিত্র নহে। নানা বেশীর চিত্র-চিত্র যে সকল চাঁদে ছবি, এবং
চীনের দেশের—চীনে মাটিতে গড়া মহামূল সৌজন্য পাত্র আমাদের দেশেও
সাহেবের। কৈলাসের দায়ের চূড়া রাখেন, সে ছবি অলি সব ওই
সকল বাপায়রোই চিত্র,—মনগড়া যাতে ছবি নয়।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ঝোকের উপর শীতে কখন যে
খুনাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। প্রায় চোখের মেঝিয়া দেখি, রোদ্র
উঠিয়াছে। ওরূপ শীতে, ওরূপ অনারুত থানে, আমাদের দেশে
খুনাইলে নিশ্চয়ই শরীর অনুমোদ হইত; কিন্তু সেখানে কিছুই হইল না।
সে প্রচ্ছ শীতে একরপ শুধু ভাব আছে, আমাদের দেশের মত হিম পড়ে না। সেই কারণেই, সে ঠাণ্ডা তত অনিষ্ঠকর হয় না। নতুন কলিকাতায় আমরা অত শীত কখনও দেখিতে পাই না। বোধ হয়, গাছপালাহিন্দ পাতারে দেখ বলীয়াই শীতের এত আধিকা।

স্বর্গোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল আমার একই চিন্তা আসিত—কখন তীরে নামিব, কখন স্নৈহিনের সহিত দেশ দেখিতে যাইব। স্নৈহিনের সহিত আমার প্রথম দিনেই জাহাজে আলাপ হয়; আমি ব্যস্ত হইয়া আলাপ করিবার মত লোক খুঁজিতাম,—স্নৈহার প্রথম সাকাতেই,—ঝাঁপিয়া এক খুব বাঙ্গালী আলাপ হইয়া গেল। আলাপে যে আমার কত সুবিধা হইয়াছিল, তা' বলিবার নয়।

তিনি জাহাজের এজেন্ট; স্নৈহার তীরের নিকটেই তাহার অফিস। আর চীনদেশের লোকের একটি প্রথা দেখিলাম,—তাহারা স্থানে কাজ করেন, সেইখানেই বাস করেন। সাজিয়া। সুজিয়া। দুর হইতে আসিয়া অফিস করিতে হয় না। ইহার ফলে তাহারা দিন-রাতেই কাজ করিতে প্রস্তুত। তাহারা কলিকাতায় চীনে ছুটাওয়ালাদের দেখিয়াছেন, তাহারা কতকটা ইহার বুঝিয়া। স্নৈহিন সপরিবারে ঠিক তীরের উপর একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। ঘণ্টো কতকের মধ্যে এত সৌহৃদ জন্মিয়াছিল যে, দিনে ৪৫ বার তাহার বাড়ী যাইতাম। তিনি জাহাজের এজেন্ট বলিয়া আমার আর সাম্পান্ন ভাড়া লাগিত না। তিনি সব মাঝিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতে যেন তাহারা ভাড়া না লয়। আমি কিন্তু বক্‌সিস্ বলিয়া তাদের বেশি বে কম দিতাম না। আমাকে জাহাজ হইতে নামিতে দেখিলেই তাহারা ৫৭ থানি নৌকা আনিত। সকলেরই আগ্রহ,—আমি তাহাই নৌকায় চড়ি।

এই সকল সুবিধা থাকায়, একটি মুখোগ পাইলেই স্নৈহিনের বাড়ী
গাইতাম। তিনিও সকল কাজ ফেলিয়া আমাকে লইয়া থাকিতেন।
ধন ধন আসাতে তাহার কাজের ক্ষতি হইতেছে, একথা বলিলে তিনি বলিতেন,—"কাজ তো নিয়ান্ত্রী থাকিবে, বিদেশী বন্ধু তো চিরকাল থাকিবেন না।" হংকং সহরে যে পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করার কথা নিত্যব্যাপ্তি, তাহারা অতি উচ্চ-বংশীয় ধনী লোক,—কোরপোরে।
তাদের সহিত অনেক মেশামিশির সম্পর্কে ছিল না। কিন্তু হংচিন মধ্যবিত্ত অবসাদী লোক মাত্র। মধ্যবিত্ত অবসাদী লোকেই সকল স্থানে, সকল দেশের ভিত্তিব্যবস্থা। তাদের সহিত আলাপের দেশের রীতি নীতি বেশ বৃদ্ধ যায়। সেই কারণেই হংচিনের বাড়ীী আমি এস ধন ধন বাগায়তে করিতাম এবং তাহার পরিবারবর্গের সহিত আলাপ আমার এই ভাল লাগিয়াছিল।
তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে এক বৃদ্ধ নাতা। তিনি কানে পুনর্বাস পান না। পিতা বহু বৎসর হইল গত হইয়াছেন। তাহারা কতই ভালী,—
কই ভাবেই ঘী আছেন। হংচিনের একটি মেলে, একটি ভগিনী।
ভগিনীর এক পা যোদ্ধা; জুটা পরানর দর্শন নহে, তাহাদের বাড়ীতে
,কাছারও পা ছোট নহে। দুর্মিল হইবার সময় বিধান অবসান প্রয়োজ
হওয়াতে পা যোদ্ধা হইয়াছে। বোধ হয়, সেই কারণেই অষ্ঠার বংসের
বংসেও তিনি অবিবাহিত। বৃদ্ধ মাতার সেবাই তাহার জীবনের
একনাত্ত বৃত। কৃষকদের জন্য তাহাকে না দেখিলে না থাকিতে
পারেন না। অতি সামাজ্য কাজের সাহায্যের জন্য বাড়ীর তাহাকে
করোন। তিনি সাড়া দিলেও বধিরতা বশতঃ পন্তর না পেয়ে
বিরক্ত হয়ে কত কি বকেন। মেয়ের প্রশ্নে মুখে তাহাতে করন্তে
প্রায়া বৈ অন্য কোনও ভাবের উদেশ হয় না। ইহার স্বভাব অতি
মধুর দেখিলাম। নিজের বিকল্প অঙ্ক কথা বেন সর্বদী তাঁর মনে
চীন ভর্মণ।

জাগে। তার জন্য সেন তিনি বড়ই মনোকষ্টে থাকেন। তাহার সকলেই মিলে-মিশে গরম স্থলে আছেন। প্রথম দিন হইতেই তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত আমার অল্প-বিতরে আলাপ হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, চীন দেশের ন্যূর্ণোলকের মত অমন শান্ত লজিশ্যুলা গণ্ডীর প্রতি রহণী আমি কোথাও দেখি নাই। আমাদের চাঁদে বড়ই ভাল লাগে। তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—যেখানে যখন ইচ্ছা, যাতায়াত করিতে পারেন। অর্থাৎ আমাদের দেশের ন্যূর্ণোলকের মত সমাজে অনেক অধিকারের বিক্ষিত।

একদিন বৈকালিক চা-পান করিবার সময় স্যূইচিনের সহিত চীনদেশে ন্যূর্ণোলকদের অবস্থা সচেতন কথা কহিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, চীনদেশে ন্যূর্ণোলককে অশেষ গল্পর সঙ্গ করিতে হয়। শুধু চীন দেশে কেন, সকল পার্থিয়ান দেশেই এই পথে ছিল। সেখানে শিশু-কন্যা জমিদার সকলেই ছাড়িয়ে নিয়মান্তর হয়। প্রকাশে শিশু-কন্যা জলে ডুবাইয়া মারার পথে এখনও সম্পূর্ণ রদ হয় নাই। শিশু বিক্রয় তো প্রায়ই ঘটে। বিবাহ হইলে বধূকে স্নাতকীর হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। তিনি মারিলে মারিতে পারেন, বালিকে বালিতে পারেন। নামীর ন্যূর্ণোলক তারা করিবার একটি কারণ, শান্তীর সহিত ঝগড়া ও অপর কারণ, বেশী কথা কওয়া! ন্যূর্ণোলক বিধবা হইলে তাহার আর বিবাহ হয় না; তবে অপর পুরুষের সহিত বিবাহিতা কীর মত থাকা চাল। সহানুভূতির প্রথাও প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশে যেমন চিতারোহণে সহানুভূতি হয়, তেমন নহে। এখানে সকলের সামনে গলায় দড়ি দিয়া মরাই প্রথা। বিধবকে একটি মঞ্চের উপর দাড়ি দিয়া মরাই প্রায়। তাহার গলায় দড়ি পরাইয়া দিয়া মঞ্চে সরাইয়া লওয়া হয়; আর সকলের চেষ্টার সামনে উদ্বন্ধন বিধবার প্রাণ যার। তাহাতে দশকগণ ধন্য ধন্য করিতে
থাকেন। সে স্থানে রাজ্যের সরকারী খরচে একটি পবিত্র স্মৃতি-স্তূপ গাঠ্যা হয়। এইরূপ একটি স্তূপের ছবি অনিয়মিত, উপরে তাহারই প্রতিরূপ প্রকটিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের সহিত চীনের আচার বাবহার সবচেয়ে কর্তকটী মিলে। কেবল প্রবেদের মধ্যে, চীনদেশে অবরোধপ্রথা ও বহু-বিবাহ প্রচলিত নাই। এই বহু-বিবাহ প্রথা কেন বে নাই, তাহাতে কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। এসিয়া প্রায় সর্বত্রই এ প্রথা দেখা যায়। ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যে প্রধান প্রবেশ এই যে, ইউরোপে ইতিহাসে যত দিনের কথা উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে বহু-বিবাহ কখনও কোথাও প্রচলিত ছিল না। এবং কি, অতি প্রাচীন গ্রীক ও রোমকের মধ্যে কখনও এ প্রথার আত্মাস্বাভাবিক পাওয়া যায় না। বহু-বিবাহ চীনেও নাই; তবে চীনে অন্যথা উঠে নাই। তাই জাপান উঠিয়াছে,—চীনও অপরে উঠিবে; কিন্তু যে দেশে এই অবশ্য প্রথা প্রচলিত থাকিবে সে দেশের উন্নতির আশা নাই।
এময়।

[ পঞ্চ প্রস্তাব। ]

স্ত্রী-জাতির প্রতি এইরূপ ব্যবহারের কথা আমি পুর্বে অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম। বোধহয় অনেক ধারিনী আছে, কিন্তু কন্ফিউসের প্রচারিত নিয়মমত তাহাদের কোনো রূপ ধারিনতাই ছিল না। বালোচন পিতামহের অধীন, যেৰূপে স্ত্রী অধীন ও বাদকো পুত্রের অধীন,—এই অধীনতাই তাকে সারা জীবন সহ করিতে হয়। বিধবা দিনে একটি ঘরে ঘাড় বন্ধ করিয়া থাকিবে, সারা রাতি অলা। আলিয়া ঘুমাইবে। সকলের চত্বরের সামনে অবরোধ ভাবে থাকা চাই। ইত্যাদি নানা প্রকার কঠোর নীতির কথা শুইচিনের মুখে শুনিয়া তখন আমার মনে হলো, শুধু চীনেই রুকি এরূপ অন্যতম প্রচলিত। শুইচিনকেও এই সম্বন্ধে হ’ একটি হিতোপদেশ দিয়ে লাগিলাম। সব কথা তীক্ষে বুঝাইয়া না বলিলে চলে না। শুইচিন আমার সব কথাগুলি তাহার তীক্ষে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁর গভীর মুখে হাসি ফুটিল। কি বলিলেন, বেশ বুঝিলাম, আমার সম্পর্কে কি কথা হইল! বাঞ্ছা হইলা জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বলিলেন? শুইচিন বলিলেন, “স্ত্রী বলুন, ‘ভাতকার সাহেবের স্ত্রী-জাতির উপর বিশেষ সহায়তাই দেখিচ।’” তাহার এ কথাগুলি বাঙ্গালী, কি তাহার

* এ সঙ্কেত সাহায় মনুর মতের সাহিত কন্ফিউসের মতের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। মনু-সংহিতায় আছে,—

"পিতা রক্ষিত কোমারে স্ত্রী রক্ষিত হোমে।

পুত্রধার স্ববীরে রক্ষণ ন স্ত্রী সাধ্যবানহই।"
মনের প্রকৃত ভাব, ঠিক তাহা রুখা গেল না। বোধ হয়, বাঙালি নহে। কারণ চীনদেশের স্ত্রীলোকদের সরলতার তুলনা নাই।

আমি যেন মুতন লোক দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহারাও ভেবমিন মুতন লোক দেখিতে আসিলেন। আমি বাইলেই সকলে আমাকে ঘিরে বসিলেন। তাহাদের ভাবা যাবে না বলিয়া স্থইচিন ও তাহার ভাই ছাড়া আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিত না। তবে সকেতে অনেক ভাব রুখা যাইত। পুরুষরা কেহ না থাকিলে যদি আমি তাহাদের বাড়ী যাইতাম, স্থইচিনের ভগিনী তাহাদের অফিস হইতে ইংরাজী বুঝেন এমন লোক ভাঙাই আমিন্যা কথাবার্তা কহিতেন। আমি বলিতাম, “আমার বড় ইচ্ছা করে—চীনে ভাবা শিখিয়া আপনাদের সঙ্গে যাবীভাবে কথা কহ।” তিনি বলিলেন, “আপনি এক নাস আমাদের কাছে থাকুন, আমরা চীনে ভাবা সব আপনাকে শিখাইয়া দিব।”

কিন্তু স্থইচিনের বুঝা নাই তাহার চেয়ে আমি বড় প্রিয় হইতে পারে নাই। প্রেরণ সাধারণের দিন তিনি কেবল গিয়াছিলেন। “তোমার মা আছেন? তোমারা ক-ভাই।” তাহার পর আর বড় একটা কথা কন নাই। মনে হতো, তাহার মেয়েটির সহিত আমি বেশী মেশামাঝি করি, সেটা তার বড় ভাব লাগিত না। বয়স্তা সেইরূপ মেয়েকে সামনে বেড়ান যেমন আমাদের দেশের প্রবীণদের মধ্যে দেখা যায় তাহাকেও সেইরূপ দেখিলাম।

তাহাদের বারিতে দুইদিন আহার করে ছিলাম। আজ শেষ দিন। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে একটা এক টেবিলে বসিয়া আহার করেন না; আমার অন্তরোধে বসিয়া রহিলেন মাত্র। তাহারা নিজেদের দেশের নতুই আহার করিতেন। এমনের নিকটস্থ যে দ্বীপে বিদেশীরা বাস করেন, সেইখানকার ফুলসী হোটেল হইতে
আমার খাবার অনাইতেন। তাদের দেশের বে বে খাবার খাইতে আমার ভাল লাগিতে পারে, সেগুলি দেখাইতেন ও তাহার উপকরণ বলিয়া দিতেন। আমি ছুটি একটি চাকিয়া মাটি,—তার আশ্রয় আমার ভাল লাগে নাই। সব জিনিষটি দিদ্ব করিয়া। রাখা—তাতে মোটেই মসানী নাই; আমাদের মুখে খাইতে বেহাল হইলেও উহা সহজে হজন হয়। এত নাছ, কিন্তু যে গরম গরম নাছ ভাজার মত উপাদের সামগ্রী আর নাই, তা চীনেরা খাইতে জানে না। পরিমাণে ইহারা এত অল্প আহার করে বে, আমরা সকলেই তাহাদের অপেক্ষা বেশী খাইতে পারি। "চপ-কোলু" দিয়া। তাহাদের মত একটি একটি করিয়া ভাত মুখে তুলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অভ্যাস দেখে আপনা আপনিই বিস্তৃত মুখবাদাম হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্ত কোনও দেশের লোক হইলে এইরূপ অনভাবে কাঁদা দেখিলে হাসিলেন। কিন্তু তাহাদের গর্তের মুখে হাসি ফুটিল না। শেষে তাহা আর ভাল লাগিল না,—চানচে করিয়া আহার করিলাম। তাহারা যখন অঙ্কেক মাত্র শেষ করিয়াছেন, আমার তখন আহার শেষ হইয়া গেল।

এই সময়ে বাহিরে একটি গোলমাল উঠিল। যেমন সব দেখিয়া হ'য়ে থাকে, স্বল্পকরা আরে জানালা দিয়ে দেখতে উঠলেন। এমনির বাজারে একজন আফিম-খার শৈলীয় বুঝ চীনেরান। এক আফিমের দোকান হতে ৫ সেন্ট (৪ পয়সা) মূলোর আফিম চুরি ক’রেছে, তাই বনেক লোক মিলে একত্রে তাকে নিরাঞ্জনে প্রহার করে। যাদের ছবো হাত দিয়েছে, তারা কেহ নাই; অন্যে, হয়ত অপরাধ না জানিয়াই মারে। অত মার খেয়েও সে কাঁদাচ না। বা মিনতি করেছে না। আমার মনে হ’তে লাগল, বেন তার মারখেলেও লাগে না; অপমানিত হইলেও আসে বাস না। বেশ আফিম খেলে মানুষের শরীরের ও মনের অবস্থা এমনই হ’য়ে থাকে। তার পর
এময়

টাকে বিনামী ধরে টানতে টানতে চীনে থানায় নিয়ে গেল। এই স্থেতে চীনদেশের অনুত বিচার ও অনানুষ্ঠিত সাজা সম্বন্ধে অনেক রক্ষা ভুলিয়ে নের নিকট হইতে শুন-লাম।

চীন দেশের বিচার যেমন, সাজাও তারপ। দোষার বি-রূপ হয় হয় এর প্রাণাধায়ক,

সে নিজ মুখে দোষ বীকার না করিলে তাহার সাজা হইবে ন। এই হয় নিজ মুখে দোষ বীকার করাইবার অভিঘাতে সে বাক্কিকে কত দেশসম্মত দেওয়া হয়, তার কৃত্য নাই। সাজাও সেই লোমুখর।

হক্কু এময় প্রভুতি স্থানে আরি অনেক রকম সাজা হচ্ছে দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে কতকগুলি বলিতেছি।

অন্য দোষের জন্য হাতে শিকল বাক্কিয়া গলায় কি পায়ে তফা রাখা হয়, তাহাতে দোষীর দেহ ও সাজার কথা লেখা থাকে। এই অবস্থায় সে বাক্কিকে সকলের সামন, রাস্তার ধারে বা বাঙাল রাখা হয়। উদার এই রকম, সেতে দেখিয়া শিখিয়া সাবধান হইবে। আমার এক রকম সাজা এই রূপ, দোষীকে অতি ছোট এক প্রকার যাতায় পুরি রাখা হয়। সে খাঁচায় নড়িবার-চড়িবার স্থান নাই। এই কষ্টক অবস্থায় তাকে বহুক্ষণ, কথনও বা বহ দিন ধরিয়া। আবার
ঈগাম এক অপরাধে এক্ষেত্রে নিজেকে আছে যে, দোষী দ্বারা পায়ের বুড়া অঙ্গুলি দাড়ি বাধিয়া মাখা। নিচু করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। বিযুক্ত জন্মাহায় সে ছুটিয়ে করিতে থাকে। প্রাণধূল ত কথায় কথায়। দোষের গুরু লঘু বিচার নাই। তিন চারিবার দোষ করিলেই তার প্রাণ হয়; তা বে দোষই হউক না কেন।

দোষী যেখানে দোষ করে, সেই স্থানে লাইয়া গিয়া তাহার সাধা দেওয়া হয়। খাঁচায় পুরীয়া পালকীর মত করিয়া নানা স্থানে লয়ে খাওয়া হয় বলিয়া। একে দুর্গ পথে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের দেশের মত জেলখানা বা অন্য নির্দিষ্ট স্থানে সাধা হইলে এরূপ দেখাযাইত না।

আর চীন দেশে পিতামাতার অতি ভক্তি এরূপ সদ্ভাবনা বলিয়া বিবেচিত হয় যে, খুনী বাক্তিরও সাধারণ সময় যদি পিতা কি মাতা আসিয়া সপথ করিয়া বলেন যে, খেলে তাদের কথনও অবাধ হয় নাই——

তাহা হইলে সেরূপ দোষী ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

চীন দেশের সাধারণ লোক অশিক্ত। ইংরেজী অতি সামাজিক লোকই জানেন। আর যাহারা বা জানেন, তাহারাও আবার সামাজিক “পিন ইংলিশ” মাত্র। চীন ভাষাতেও ভাষার লিখিতে ও পড়ে অধিকাংশ লোকেই জানেন না। সে ভাষায় অতি করণ।
আমি খুব চেষ্টা করিয়াও সামায় আবশ্যকীয় দৃঢ়চিন্তা কথা ভাল করিয়া শিখিয়ে পারি নাই। চীন ভাষাতে মনোমায়াতির অতি অস্বাভাবিক অবস্থার ভাষা। শক্তিগত বিভক্তির কোন পার্থক্য নাই যে কথার মানে “আমি,” সেই কথায় “আমার” “আমাকে” ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি কথাটি একটি ছবির মত হয় এবং পার্থক্য নাই। ছত্রগুলির ডান দিক হইতে আরস্ত হইয়। উপর হইতে নীচের দিকে লেখা হয়। আমি জাহাজের একজন চীনে কষ্টচারিকে “পীড়িত” এই কথাটি চীনে ভাষায় লিখিতে বলিলাম; তিনি পারিলেন না। বলিলেন, “ও কথাটি আমি শিখি নাই!” ইহা ছাড়া চীনে ভাষা শিখিনর আর এক অস্থায়ী ঐধুনিক বিভিন্ন ভাষা। প্রচলিত, তাদের মধ্যে ঐ প্রচলিত যে, অতি নিকটবর্তী নামা স্থান বৃহস্পতিভূমি ভাষা। প্রচলিত, তাদের মধ্যে ঐ প্রচলিত যে, অতি নিকটবর্তী নামা স্থান বৃহস্পতিভূমি ভাষা। প্রচলিত, তাদের মধ্যে ঐ প্রচলিত যে, অতি নিকটবর্তী নামা স্থান বৃহস্পতিভূমি ভাষা। প্রচলিত, তাদের মধ্যে ঐ প্রচলিত যে, অতি নিকটবর্তী নাম। 

চীনে বিভাগ লোকের বড়ই সমান। কালি কলম কাগজ ইত্যাদি লিখিবার উপকরণ সকল দেবতার দ্বারা বিলিয়া গণ্য। লোকে পুণ্য কাগজ বিষেচার্য পথে ছেড়া কাগজ ও বই বুড়িয়া বেড়ায়। সেনগুলি ফেলিয়ার অংশ রাস্তার ধারে বুড়ি লঙ্কা কর। হয়। সেখান থেকে
চীন জ্ঞান।

সেগুলি আবার মনিতে নীত হইয়া আসেন দিয়া দক্ষ করা হয়। সেই ছাই নাঙ্গলা জ্ঞানের মধ্যে গায়। নূকি ও জাহাজের মাঝিরা সে ছাই ক্রয় করে। ঝড়ের সময় সমুদ্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিয়া উভার্ল তরঙ্গসায় প্রাধান্য হয়, চীনের এইরূপ বিশ্বাস।

ছয় বৎসর বয়সের সময় শিক্ষার “হাতে খড়ি” হয়। হাতে খড়ি একটা মহাবংসের বিদায়। শিখনার সকল বিষয়ই মূল্যহীন করান হয়। কোথা ছেলে হাতে পড়া বলিতে পারিলে, তাহাকে শিক্ষকের দিকে পিছন ফিরাইয়া সেই পড়া মূল্যহীন বলিবার আদেশ করা হয়। তাহাতে কৃতকায় বইলে তাহার প্রাক্তার আর সীমা থাকে না। তাহার ভিতর দিয়া কাঠের বল পরান - একরূপ পোষ্টের সাহায্যে হিসাব শিখান হয়। তাহাতে অতি অল সময়ের মধ্যে বড় বড় হিসাব করিয়া তাহারা ঠিক উত্তর দিতে পারে। এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া রাজ্যের কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। গুণ অমুগার কর্মচারী নিযুক্ত হয়; যাকে তাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইবার রীতি নাই।

কংকে যেমন পরিকার সহর, এ সহরের হাটে হাটে তেমনি অপরিকার। রাঙ্গাগুলি দুটির অধিক চওড়া নয়। তাহার ছই পাশে উচু উচু পাথরের বাড়ি। রাস্তায় কত যে লোক গাতায়তে করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঠেলা-ঠেলি করে রাহা চলতে হয়। রাস্তা গুলিও পাথরে আবার, কিন্তু পরিকার করিবার ব্যবস্থ না থাকায় অভিশপ্ত ময়লা হইয়া থাকে। মলমুট তাগ করিবার জন্য পথের ধারে ধারে বড় বড় পাট্র রক্ষিত আছে। তার হৃদয়ের রাস্তা চল। তার।

প্রতি দোকানের দরজার উপর দেবতার নান লেখা কাগজ বুলান। কবিকাতার প্রবাল চীনমানদের দোকানেও এইরূপ দেখা যায়। মাঝে মাঝে ধর্ম-মন্দির। তার মধ্যে একটা ধর্ম-মন্দিরে মূণিত-মতক
এমন একজন পৌরাণিক জানা একজন পুরুষের কাছে চীন-ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাস। নাম মনে ভুলিয় তাঁকে ও আনন্দ হইল। সে সকল কথা বলিতে গেলে আনেক সময় লাগিবে। সম্মাঝারে উঠা বিপদের লিখিতার ইচ্ছা হইল।

এমন কাঠের ও পাতার কারকায় অতি বিভ্রময়কে। ছোট ছোট গাছের আস্ত কাঠের গুড়ির উপর হইচ চারিটি বাটালার যা দিয়া চীনা। যেন সজীব প্রতিমূর্তি খোদাই করে। বীরের হাবিব্বাহ ও অঙ্কুটির ভাঙ্গায় হাসি, তাহাতে পাক্ক প্রতিবিভাজন। এইরূপ তিনটি মূর্তি, দশ ডলার মুল্য, আমি দেখান হইতে কর করিয়া আনিয়াছি। কলিকাতায় পঞ্চিয়ার তাহার মধ্যে এক একটি, সিঙ্গাপুর হইতে আনিত কতকগুলি প্রবেশন, যাহারা যত করিবেন এমন লোক বুঝিয়া উপহার বিলাম। ছোট ছোট পাতার দিয়া প্রস্তুত করা হান্নকে সহার বিদ্যার পোরসিলেনের ধ্রু-মন্দিরের একটি প্রতিমূর্তি ও সঙ্গে আনিয়াছি। টেপিঙ্গ বিদ্রোহের সময় এই বিদ্রোহিত-হইতে বিদ্রোহ হইয়াছে। দেখিতে এস স্থদর ছিল যে, ইহার প্রতিমূর্তি গড়িয়া চীনা। বাজারে বাজোর বেচিয়া বেড়ায়।

এর আনিয়াছি ছুইটি কৃত্রিম ফুলের মায়। ফুলপিয়ে চীনা মোম-মাখান কাগজ এবং কাপড়ে রঙ দিয়া ত্রৈ অঙ্গের সব ফুলের আকৃতি গড়িয়া, একটি সাজাইন, একটি 'কাঠের বাঞ্ছার ভিতর রাখিয়া, ফুলের সাধ মিটাই। তার রঙ আর আকৃতি এত স্থদর যে কৃত্রিম বলে মনে হয় না। দূর হইতে দেখিতে মনে হয়, যেন তাহা হইতে স্বগ্ন অবধি ছুটিতেছে। একটি যে ঘরে ত্রৈ ও অপরটি যে ঘরে রঙি দেই ঘরে যিনি বড় ফুল ভাল বাসিলেন তাহার ছবির তলায় রাখিয়াছি। লিখিতে লিখিতে চোখ তুলিয়েই দেখা যায়। দেখিয়েই সাজীব বলে মনে হয়। রঙ করা ফুলর উপর মোম নিষ্ঠিত মধুকরকে
উম্মত হইরা মধুপান করিতে দেখিলে বাস্তবিকই নমে হর রেম তার মনে বুঝান অনুমতি মধুর গুঞ্জন অবধি শুনা যায়। জাপানের “কৃষ্ণন্ধিমণ”, তার ভিতর সকলের মধ্যস্থলে রক্ষিত। আশপাশের বন-বাদাম থেকে কাঠ-পতঙ্গ ঝাঁকে ঝাঁকে আমার ঘরে উঠে আসে - আর কাছ ঢাকা সেই ফুল গুলির চারি ধারে মধু লোভে ঘুরে বেড়ায়। ফুলের ফুটলেও অন্যতমকে যদি ফুলের মৌমাছি বলা দায়, তাহা হইলে সেই সকল ফুল এখনও আমার ঘরে চির-মৌমাছি লেখে বিরাজিত রয়েছে।

সে পথ দিয়ে দেশ দেখিতে বাহির হইতাম, আসিয়া সে পথ দিয়ে আর ফিরিতাম না,—নৃতন পথ দিয়া নৃতন জিনিস দেখিয়া ফিরিতাম। পুরো কাঠের প্রতিমূর্তি, পাতরের মণ্ডলি ও কাগজের ফুল ঈতাদি সদা করিয়া ফিরিবার কালে চীনের নেন্দ্রের নিজ দেশের আনন্দ-আহ্ন্ত্রের জাগরণ দেখিয়া ফিরিলাম। পাশাপাশি জীবনের অনুরূপে গঠিত নৃতন সভ্যতার দেশ পিনাও, সিঙাপুর, আদি হানের দৃষ্টি হইতে এ সকল হানের দৃষ্টির অনেক প্রেমদেহ। এ দেশের গণিকাগণের স্পষ্ট নাই। সাজগোঁজ করিয়া পথের ধারে দাড়াইয়া না। তাহাদিগকে অত্যন্ত ভাগে ভাগে করিতে দেওয়া। চীনদেশের আইন বহির্ভূত বিধি,—দেশের নিয়মানুসারে দূরন্ত। "এমন কি তাহাদের বাড়ীতে তাহারা গৃহস্থদের মত কাজের রত। কে যে কি তাহা বুঝা যায় না। তবে সে সকালের পর চীনে গণিকাগণের জাহাজ যাওয়ার কথা লিখিয়াছি, সে বোধ হয় কেবল পেটের দায়ে অনন্তরাপায় হইয়া চুরি-দোকানি করিতে বাহির হওয়ার মত।

সেখানে আহার করিবার, অহিংসের মান পান করিবার ও জুয়া খেলিবার দোকান ঘুর ঘন ঘন দেখা যায় ; কিন্তু এমন সহরে একটি বহু মদের দোকান দেখি নাই; এবং আর সকল দোকানে যেমন লোকের ভিড়, মদের দোকানে তার কিছুই নাই। ইহার কারণ
পূর্বেই বলিয়াছি। বাহারে আফিং খায়, তাহারা মদ সহ করিতে পারে না।

তবে চীন দেশে যে সকলই আফিং খায় এমন নহে। আমার বাংলা স্ফটিকনের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাহাদের সংসারে কেহই আফিং খায় না। তিনি আমাকে তার আলাপী আরও অনেক চীনে পরিবারে নিয়া গিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যেও কত লোক খায় না। তাহার ভাই পূর্বে হংস সহরের নিকটবর্তী পর্বতীয় অধিকাংশ ম্যাকাউ নামক একটা স্থানে কুলি-সংঘের কাজ করিতেন। সেখানে তিনি দিন দিন ছিলেন, ততদিন আফিং ধূম পানে অভাস ছিলেন। শুনিলাম কুলিদের বৃদ্ধিভঙ্গ করিয়া অর্থনীতি ও সামাজিক করিবার জন্য তাহাদের আফিং খাওয়া ও খাওয়ানো শিখানর দরকার হইত; নয়ন নেশার কোথাও ও দারুণ অর্থাৎ বাহারে তুষার বিদেশে গিয়া চিরদিনগতভাবে তারা সই দিবে কেন। তাই তখন তিনি নিজেও বাইতেন। এমন দেশে ফিরিয়া দে সব ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চীনদের ভিতরেও অনেকে আফিম সেবাকে ধার। করে। চীন-সম্মানে কতবার আফিম সেবনে দেশের লোক অক্ষত হইয়া বাইতেছে দেখিয়া। আফিম সেবন বুদ্ধি করিবার জন্য চীনদেশে আফিম আমদানী রোপ করিবার হয়ন্ত জাহান করিয়াছিলেন। সেই স্বরূপে ইংরেজ বাহারদের সহিত চীনের যুদ্ধ দায়। ১৮৪০ সালে এই হামারা হয়, ইহাকে “আফিম-যুদ্ধ” বলে; কারণ ইংরেজ বাহারদের জোর করিয়া চীনকে আফিম ক্রম করিতে বাধ্য করিবার জন্যই এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াই, চীন ক্ষতিপূরণ-পূর্বক ইংরেজদের হংস দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং কাপটেন, হান্ডিন্ই, আমরা, সাংহাই প্রভৃতি বন্দর ইউরোপীয় জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অবরিভার করিয়া দিতে বাধ্য হন। পূর্বে চীনদেশে আফিম সেবন প্রথা চলিত ছিল.
না। ইহা সবে এক 'শত বংসর মাত্র এলাচিত হইবার চীন জাতিকে এত অধঃপতিত করিয়া ফেলিয়াছে। আগে আগে সকল আফিমই ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত, কিন্তু এখন চীন দেশের বিশ্ব আফিমের চাষ হয়। তবে জমির উৎকর্ষার্থ বড়ই কমিয়া যায় বলিয়া চাষের উপযোগী অন্য জমিবিশিষ্ট চীন দেশের অনেক জমিদার নিজেদের ভূমিতে আফিম চাষ করিতে দেন না।

এই 'ম্যাকাউ' সম্বন্ধে তু'একটি কথা সংক্ষেপে বলি। এই ম্যাকাউর নিজস্ব গিরি-গুহায় বসিয়া নিজস্ব পত্রীপূজী কবি কেমোয়েন উচ্চ-অদরের পত্নী লিখিতাম বলিয়া এই খুব স্থানটি চিরকালীন হইয়া রহিয়াছে। জাহাজে যাত্রীদের পরিবার জন্য যে সব পুত্তক রাখা হয় তার মধ্যে একখানি পুত্তক এই সকল পড়ার ইন্তোজী তরজন ছিল। কবির নিজস্ব-বাসে লিখিত সেই সকল মধুমোহী কবিতার বিষয় লিখিতে গেলে পুত্তক অনেক বড় হইবে। তবে একটি মাত্র না বলিয়া থাকিতে পারিব না। সে কবির কাব্যের বিশেষহ এই যে, তিনি নির্ধরক কৃতীপূর্ণ মাত্রার অমুছ মনে করিতেন; তাই তাহার জন্যের কবিতা-ভাব-মাধুর্য্য এত বেশী ছিল যে, পড়িলেই মনে হইল যেন, তিনি প্রতি কথাই অন্তরের সহিত লিখিতেছেন। বিষয়—এক রাজপুত্র গুপ্তভাবে একটি নীচ-রংশিয়া রমণীকে একাক্ত প্রণয়ে বিবাহ করেন; রাজা তাহা জানিতে পারিয়া-বংশ-মর্যাদার হানি হইবার ভয়ে বিষপ্রয়োগে সেই রমণীকে হত্যা করেন। পরে যুবরাজ যখন রাজা হইলেন, তখন নিজ প্রশিক্ষিতা গোর হইতে উঠিয়া। তাহার দেহে শ্রুতিকল্পন ও মহামূল্য রাজির পরিচর্ধ্যে বিতৃষিত করিয়া নগরের মন্ত্র স্থানে কবর দিলেন। অপূর্ণ সাধ মিঠাইবার জন্য সে সমাধিশৃঙ্গ যেন কুষ্ঠন বা ফ্রেডারিক উইলসনের মত সানাই হইল। লতা-মণ্ডপের ভিতর রাশি রাশি ফুল শ্রুতিকল্পন বিলায় আর পাদীর ব্রক্ষাধে বসিয়া। মধুর
বিষয় সঞ্চিত গায়। শুনলে যেন পাথর ও গলে। এইরূপে সারা
জীবন একনিষ্ঠ থাকিয়া তিনি প্রতি সন্ধ্যায় সেই নিম্নলিখিত স্থানে, গিয়া
অশ্রুবর্ষণ করিতেন।

এমন ব্যবসা-বাণিজ্যের স্ববিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন
পোষ্টাপিস স্থাপিত করিয়াছে। চীন-সম্রাটের একটি, জাপানের
একটি, ইংরাজের একটি, আমেরিকার একটি, ইত্যাদি। পূরকেই
বিলয়ছি, এখানে ইউরোপীয় জাতিদের পরস্পরের কথাবার্তার জন্য
ইংরাজীই ব্যবহৃত হয়। তাহার একটা কারণ, আজ কাল সকল ব্যব-
সার স্থানে ইংরাজীই প্রধান, আর একটা কারণ এই যে, এ সকল স্থানে
আমেরিকার প্রতিপন্থী বেশী, আরও তাহাদেরও ভাষা ইংরাজী।

হংকং ও এমনে বিশ্ব জাপানী দেকানদার আছে। চীনেম্যানরা
বিচারী জিনিস বেচে; জাপানীরা নিজ দেশের শ্রমজাত দ্বিবাদি বেচে।
আজ ৪০ বৎসর ইউরোপীয়জাতির সহিত মিশিয়া জাপান উন্নতির
শিক্ষার উথল, চীন পুরুষবাহ্য্যেই রহিয়াছে। জাপানীদের ইংরাজী
পোষাক-পরাম কুড়ি কুড়ি মুরগুলি দেখিতে মোটেই সুখী নহে। চীনে-
ম্যানরা তাহাদের সহিত তুলনায় অনেক চেরা, অনেক ফর্নাস, অনেক
সুখী। তাহারা আজ গন্তীর প্রুতি, জাপানীরা তেমনি আমেরিকাশ-
আমেরিকাত প্রিয়। হুইট জাতিকে পাশাপাশি দেখিলে আমাদ-পাতাল তফাং
মনে হয়। ইহারা কখনই হুইট নিকট সম্পর্কীয় জাতি হইতে পারে
না। বিশেষ হুইট জাতির গ্রান্তকের মধ্যে কত প্রভেদ দেখা যায়।
জাপানী বয়স্ক গ্রান্তকেরা পর্যায় মুক্তি-উড়ান প্রতৃতি আমেরিকায় যোগ
দেন, আর সে পৃথিবীর সকল মিশিতে লক্ষ। বা সঞ্চোচ বোধ করেন
না। কিন্তু চীনে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এমনহৈ আজ আমার শেষ দিন বলিয়া সারাদিন ঘুরিয়াছিলাম।
ফিরে এসে মুখেনের সকল অনেক বিষয়ে কথা হাঁচিল।
কথা শেষ হ’তে না হ’তে কিছুক্ষণ পরে স্বইচিন আফিসের কোনো জনপ্রিয় কার্য বর্ষণ চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়ে মঞ্চের বাঁলিয়া গেলেন। আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কেবল মেয়েরা রহিলেন। তাহাদের সঙ্গে তো দোহারির সাহায্য বাতিত কথাকওয়া বায় না; তাই জানালার কাছে ইজিচাইরে ঠেস দিয়ে ব’সে, চীন-ভাষায় লিখিত একখানি চিহ্নের পুত্তকে ছবি দেখিয়ে নাগিলাম।

সমুদ্রতীরেই এই দৌলালা বাড়ীটি অবস্থিত। জানালা হইতে সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য দেখা বাইতেছিল; নীল জলের উপর মেয়ের মত কাল কাল পাহাড়। অতি দূরে প্রণালীর অপর পাতে ইউরোপিয়ন এমন দ্বীপের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলির কতক অংশ দেখা যাচ্ছিল।

সমুদ্রের দিক হইতেই উষ্ণুক নিম্নল শীতল হাওয়া আসিতেছিল। একাশে মনে তাহাদেরই শান্তি-পূর্ণ সংসারের কথা ভাবিতেছিলাম। আর হয়ত ইহজনেও, ইহাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

এমন সময় পাশের বাড়ি হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি আসতে লাগিল। একটি সন্তান বংশীয়া চীন-রামী “এরামোকোন্দ” বাণী-চিহ্নেন। যাহাতুই দেখা বাচিল না। তাহার কাল রেসমের পোশাক ও সাদা সাদা হাতগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। এক একখানি গান
সাল হইলে গানের প্লোটগুলি নরম বুরুন্দী দিয়ে সবাই মৃদু যথাযথে রাখিয়াছেন। আর অন্যান্য গান বেচে উঠিছিল। তার মধ্যে অনেকগুলিই ইংরাজী গান ও কনসার্ট, কতকগুলি চীনে গানও ছিল। আমার সেইগুলিই ভাল লাগিল। ইংরাজী গানগুলি সবই হ্যাসি তামাসার স্বরে, চীনে গানগুলি সব কাব্যার মত। অশরীরী বাকু, শ্রুতকৌশল কখনও কখন হাসলে। যে দেশের কথর কেউ জানে না, সেই দেশের রহস্যকথা শুনালে। আমি তবে হ'য়ে সব শুনতে লাগিলাম।

পূর্বকার বলেছিল, একবার রাত্রিতে ভাল করিয়া যুম হয় নাই, তার উপর সকাল হইতে আরেক করিয়া কত স্নানে যাতায়াত করিয়াছি। একে অবসর শরীর, তাহাতে ও রূপ অবস্থায় সহজেই যুম আসে। কখন যে যুমাইলা পড়েছি তা মনে নাই। সে যুম সর্পহীন ও অতি প্রগাঢ়। অন্য যুম অনেক বিদন যুমাইলা নাই।

এক ঘণ্টা বাদের যখন আগিলান, --তখন দেখি, যুমাইল অবস্থায় আমার গায়ে কে একখানি সুন্দর বালাপোকা খাক। দিয়া দিয়াছে।

gঁাছে যুম ভাঙ্গে তাই এত গলে এত সাবধানে দেওয়া গলে আমি তা,

যুমাইল কে টের পায় নাই। এইরূপে সবাক্ষ অতি সুন্দররূপে ঢাকা ছিল বলিয়াই অমন প্রগাঢ় যুম হইয়াছিল। নয়ন, অত বীতে অমন হাওয়ার অন্যতম অবস্থা যুমাইল, হয় যুমের ব্যাপার হইত, নহিলে শরীর অস্থায় হইত। কে যে ভীষণ কল্পনার বলে আমার সে সময়কার অভাব জানিয়া, আমার অভাবে সে অভাব মোচন করিয়াছিলেন, তাহা মনে স্পষ্টই জানিতে পারিলাম বলিয়া আর অনুরূপ করিলাম না। যাহারা দৃষ্টাশ্রয় শিষ্য মানুষ করিতে জানেন, অভাব না জানাইতে পারিলেও যাহারা প্রকৃতিতে ভীষণ অস্থায় শক্তি দ্বারা তাহা রুক্ষিয়া লইতে পারেন, কেবল তাহাদের দ্বারাই একে কর্ম সর্ব্বত্রে।

ভিত্তি দেশ ভিত্তি জাতি ভিত্তি ধর্ম ভাষা রীতি নীতি আচার ব্যবহার
১৮৪

চীন ভ্রমণ।

তবুও ছই দিন মাত্র কিছুক্ষণ করিয়া। একত্র বাসের ফলে যে এত আন্তর্যালূ জাগিতে পারে তা কখনও ভাবি নাই।

আজই আমার এথানে শেষ দিন। এই সকল অনিদির বিদেশী বন্ধুদের সহিত আজই আমার শেষ দেখা। সক্ষম হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাঁহাদের আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট অবধি আসিলেন। জাহাজে পৌঁছিবার পূর্বেই নৌকা হইতে আমার তীরের লোক চেহা গেল না।

পরদিন অতি প্রভুক্ষে জাহাজ ছাড়িল। তখনও কিছু অন্ধকার ছিল। তখনও পশ্চিম আকাশে একটি কুড়া নক্ষত্র অলিতেছিল। তখনও চীনে নাট্যশালার কীণ গীতধ্বনি থামে নাই। কমে সে স্বর কীণ হইতে কীণতর হইল তবুও একত্রে বিলীন হলোনা। মন্দিকের ভিতর ধ্বনিত হইয়া যেন অনন্ত পথে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বন্দাগের অপর প্রাঙ্গণে ওই কীণ তারাটির দীপিকা-রেখার মত; পরলোকের প্রিয়জনের স্মৃতি-চিহ্নের মত।

সে সমস্ত চারিদিকের অবশ্য। দেখিয়া ভাবুক কবি শেল্ডার এই কয়টি মধুর ছত্র আমার মনে হলো,—

"Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory—
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken.
Rose leaves, when the rose is dead,
Are heaped for the beloved's bed;"

অর্থাৎ—সঙ্গীত থাকিয়া গেলেও তার স্বর স্মৃতিপথে বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্বনিত হয়। ফুল গুহাইলেও তার সৌরভ স্মারকের ছিলে লাগিয়া থাকে।
পুষ্পের পরিত্যাগ অবশ্য আসিলে পাপড়ীগুলি গাছতলায় ধরিয়া পড়িয়া যেন কোনও প্রিয়জনের শখা রচনা করে।
এত খানি বলিয়া মনের একাশ্চ আবেগে কবি আর থাকিতে পারিলেন না। জীবনের রহস্য কথা প্রকাশ ইঁইল—অস্পষ্ট লেখনী লিখিয়া ফেলিল—

And so thy thoughts when Thou art gone,
Love itself shall slumber on."

অর্থাং—সেইরূপ, হে হৃদয়ের ধন! যদিও তুমি চিরবিদায় লইয়া স্নুর লোকাশ্রে চলিয়া গিয়াছ, তোমার মধুর মন্তি এ অস্তরে চিরকালই বিরাজিত থাকিবে। শেষ কাহার উদেশ করিয়া যে এই শেষ কয়টি ছত্র লিখিয়াছিলেন, তা জানা নাই।
পরিষিফ্ত

যাইবার সময় দেখিবার যেখানে যা কিছু পারি দেখিয়াছিলাম। আসিবার সময় সেই সব ছবি অন্তর্ভূক্ত সামনে উজ্জলতর হইয়া আসিত। যে সকল দৃশ্য বা ঘটনাগুলি বিভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন সময়ে দেখিয়াছি সে গুলি পরম্পরের সহিত যথানিমিত্তে সম্পৃক্ত, এই অভিনব ভাবে মনে জাগিত। প্রতিটি খেন অন্যুলি নির্দেশ করিয়া বিশ্বাসঘের বা মানব প্রকৃতির নিগুঢ়তর কথা জানাইয়া দিত, মনে হতো যেন বক্ষাঙ্গের সকল ঘটনা সকল নিয়ম একই মুহূর্তে বাধা।

যে কারণে মানুষের উপর অবাধি হয় সেই কারণেই দেশের শ্রীরাগ্ধি বা অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। চারিদিকের পরিবর্তনের জ্বরের সহিত সমানে আগসর হইতে না পারিলে হামচ্ছাহ হইতেই হইবে। তাই আসিয়ার জাতিসকল পরহেতে চাহিনতা হারাইয়া। অনেক নিগৃহতন সহিতেছে। যারা পূর্বে হইতেই পরের করলগত হইয়াছে তাদের আর আশা নাই। চীন জাপান এক কোনো পড়িয়া এখনও গ্রহে আসে নাই। তাই জাপান সামলাইয়া লইয়াছে। চীন এখনও কত অনিষ্ঠিত অবস্থায় রহিয়াছে। এখন অবধি সারাধন ছইবার বিশেষ চেষ্টাও নাই। আসিয়ার অন্যান্য দেশের মত প্রাচীন স্থিতিতে বিভূত হইয়া এখনও নিকটতম।

ভাগাচার্য যে আপনিই উঠে নাবে সে দৃষ্টান্ত হাজারেও একটা দেখা যায় না। যে উঠে যে আপনার চেষ্টাতেই উঠে। যে উঠত যে সদাই সচেত। এত দেশের মধ্যে ধনধাতুপূর্ণ রজস্সদেশেরই সর্বাপেক্ষা তুলবস্তা দেখিলাম। মল্ল তো আরও নগদ। চীনের শক্তি আছে কিন্তু বিকাশের চেষ্টা নাই। আর নিজের চেষ্টায় জাপান কত উন্নত।
ইউরোপের সমতল সম্পর্কে একটি ধরনের চোখে মিলিতেহে হুকুম ডান হইতেছে। পলে পলে তার রুধির শোষিত হইতেছে। পাঁচ
খেলা শিকড় বিখ্যাত করিয়া উল্লাস ক্ষেত্র হইতে শত পথে সার রস
শোষণ করে—রেল পথের পথ যাইতে বিদেশী ব্যাবসায়ি বিদ্যায়ের
অসিয়ার সকল গুণ সম্পদ তৈরি শোষিত হইয়া গেল। যে পথে
কিয়াছিলাম তার যেখানেই চোখ মেলায় যাতে তিনিষেই রস, যে নজর
ফেরাই। এমন শোষণে আর কতদিন বাচিবে। অমার মনে
হতায় ইউরোপের সহিত জীবন সংগ্রামে আসিয়ার সকল জাতিই
পরিশেষে সমুদ্রে ধর্মশ হইবে।

এই গেল দেশ গুলির সামাজিক অবস্থার কথা; সাংসারিক অবস্থা
যথা সত্ত্ব আমি আরও মনোরোগের সহিত দেখিয়াছি। দেখিলাম
স্বাধীনতার সকলে অমন তুষট। তাদের সনাতন প্রকৃতি স্বভাবভাবে
পরের লোকের নয়। কিন্তু নিজের অবস্থার এত সম্পন্ন থাকাতেই তারা
যা হারান এবং লাভ হইতেছে।

এ সকল দেশেই দেখিলাম সংসারে লোকের জুড়াইবার হার।
বাহিরের যত ক্রের যত নির্দেশনা আপনার লোকের কাছে বাইবুলিয়া
যায়। ও অতি অভ্যেস ও একত্র থাকি সুখ বোধ করে।

সকল দেশেই শিক্ষা পরম অব্যবস্থন হয়। অভিযাত্রে যারা বড় হয়ে
যে স্ব ক্ষেত্রে নিজ দিজ দর্শনে মেধারী কন্যায় তারা কেবল অসহায় হয়ে
আসে দেখ। অর স্ত্রী চরিত্রের বাইবুলিয়া নয়। সকল দেশেই মনে
হতায় পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য ও সজ্জন দিকে তাহাদের প্রতি
পরমান্তু গড়া।

সমাপ্ত।